ভগবান

শ্রী সত্য সাই বাবার সঙ্গে

কথোপকথন

মূল : জে. এস. হিসলপ

অনুবাদ : শ্রীমতী অম্বুজা মুখোপাধ্যায়

প্রকাশনা ও প্রাপ্তিস্থান :

ভগবান শ্রী সত্য সাই সেবা সংস্থা,

১৬৩, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড

কলিকাতা—৭০০০১৪

প্রথম সংস্করণ : গুরুপূর্ণিমা, ১৯৬২

মুদ্রণ : ফাইন প্রিণ্ট

১১৪/২/২এ, হাজরা রোড,

কলিকাতা—৭০০০২৬

ভূমিকা

প্রথম দুটো সাক্ষাৎকার টেপ রেকর্ড করা হয়েছিল এবং পুরোপুরি প্রকাশ করা হল। তারপর, প্রতিটি সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরে স্মৃতি হতে নোট লিপিবদ্ধ করে রাখা হত।

উত্থাপিত প্রশ্নগুলোতে পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা নেই। কিন্তু উত্তরগুলো সরাসরি সত্য হতে নেমে এসেছে, তাই তা সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা মহাযোগীর উপলব্ধিকেও দীপ্তিময় করে তুলতে সক্ষম।

ভক্তরা জানেন বাবার সঙ্গে কথোপকথন করবার সুযোগ কত বিরল ও কষ্টসাধ্য; তাই এই নোটগুলোকে প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দুটো টেপ রেকর্ড করা সাক্ষাৎকার বাদে অন্য প্রশ্নোত্তরগুলো তারিখের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়নি। যখন নোটগুলো নেওয়া হয়েছিল তখন তা প্রকাশ করবার সংকল্প ছিল না, তাই কখনও তারিখ লেখা হয়েছিল, কখনও তা হয়নি।

জে. এস. হিসলপ

ভগবান
শ্রী সত্য সাই বাবার সঙ্গে কথোপকথন

হিসলপ : যদিও আমরা আমাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে উঠতে পারছি না, তবুও আমরা সব সময় কাজ করে চলেছি এবং না বুঝে করা কাজ আমাদের জীবন এলোমেলো করে দিচ্ছে। এই এলোমেলো জীবন আমাদের অসুখী করছে তাই আমরা সত্য অর্থাৎ ভগবান বা বাস্তবকে জানার নানা কল্পনা করছি। কিন্তু সেই কল্পনা আমাদের জীবনকে গোলমাল থেকে সরিয়ে নিতে পারছে না। জীবন এখনও এলোমেলো। তাই প্রশ্ন হল কি করে আমরা সেই সত্যকে জানবো যা আমাদের জীবনের সত্যকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলবে।

সাই : তুমি বললে সত্য, ভগবান এবং বাস্তব হল কল্পনা। কিন্তু এদের কল্পনা বলে মনে করছ কেন? তা নয়। সময়, কাজ, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা যখন এই চারটির সামঞ্জস্য হয় তখন সেটাই সত্য। যখন এই চারটির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না তখনই আমরা অনুভব করি যে তা অসত্য। যেমন: গতকাল তুমি মোটরগাড়ীতে ব্যাঙ্গালোরে এসে সেখান থেকে পুট্টাপর্ত্তি এসেছ। যাত্রা হল কাজ। ব্যাঙ্গালোর থেকে আসতে তোমার চারঘণ্টা সময় লেগেছে, সেটা হল সময়। তুমি স্বামীকে দেখতে এসেছো—সেটা যুক্তি বা কারণ। তাঁকে দেখে তুমি খুশী হয়েছো—সেই হল ফল। অপর পক্ষে গতকাল রাত্রিতে তুমি স্বপ্ন দেখলে যে তুমি আমেরিকায় রয়েছো এবং বাজার করছো। এখানে ঐ চারটি বস্তু নেই। সেখানে কাজ নেই, সময়ও দেওয়া হয়নি এবং তার ফলই বা কি? এটি হল অসত্য। এটা হল কাল্পনিক, এখানে শুধু মন কাজ করছে। এই হল সত্য এবং কল্পনার মধ্যে তফাৎ।

হিসলপ : কর্ম, সময়, কারণ ও ফলের সমন্বিত অর্থে এই সত্যকে জগতের চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়, অথচ জগৎ এখনও কত বিশৃঙ্খলাময়। সুতরাং এছাড়া আরও কিছু আছে নিশ্চয়ই?

সাই : যখন তোমার ফলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস নেই তখনই সন্দেহের উৎপত্তি। যেমন এখন দিনের বেলা—ঘরে যা কিছু আছে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—এবং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আবার রাত্রিতে যখন সম্পূর্ণ অন্ধকার, তুমি হাতড়ে বেড়াচ্ছো এবং

কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছ না—সে ব্যাপারেও তোমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গোধূলিতে যখন অর্দ্ধেক আলো ও অর্দ্ধেক অন্ধকার তখন একটা দড়ি দেখে তোমার সাপ সন্দেহ হচ্ছে আর তুমি ভয় পাচ্ছ। পরিষ্কার আলো নেই তাই দেখাটাও তোমার পরিষ্কার নয়। পুরো আলো হচ্ছে জ্ঞান এবং পুরো অন্ধকার হচ্ছে অজ্ঞান। যেখানে আধো আলো ও আধো অন্ধকার সেখানেই সন্দেহ জাগছে। আধো আলো হল জ্ঞান আর আধো অন্ধকার হল অজ্ঞান। জ্ঞান ও অজ্ঞান যখন অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক তখন সন্দেহের উৎপত্তি। এখন তুমি অল্প জ্ঞান আর অল্প অজ্ঞানের মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছো। এখন তুমি জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝখানে, যখন দুটোই মিশে গেছে। তুমি পুরো উপলব্ধি করতে পারছো না। যখন ঠিকমত উপলব্ধি হবে সন্দেহ পালাবে। যেহেতু উপলব্ধি নেই তাই সন্দেহ রয়েছে। একটি ছোট উদাহরণ :— যখন ম্যালেরিয়ায় ভুগছো একটি মিষ্টি খেলে তোমার তেতো লাগছে। মিষ্টিটা তাই বলে তেতো নয়। কিন্তু তোমার উপলব্ধি তেতো। এটা মিষ্টির দোষ নয়। অজ্ঞতা এইরকম একটি ম্যালেরিয়া ব্যাধি। এই ব্যাধি নিরাময় ওষুধ হল সাধনা। মানুষের তখনই সন্দেহ, যখন তার উপলব্ধি নেই। একবার সত্য উপলব্ধি হলেই সন্দেহ পালাবে। সত্য এক এবং সব সময়ই তা সত্য। যা কিছু পরিবর্তনীয় তাই অসত্য। এক সময় তুমি ছোট ছিলে এখন তুমি বড় হয়েছো। এটাও অসত্য। সেই দশ বছরের চেহারা কোথায় গেল? সবই বর্তমান চেহারায় মিলিয়ে গেছে। প্রথম অসত্য ; তারপর যখন উপলব্ধি হচ্ছে তখন তা সত্য হচ্ছে। আলো এবং অন্ধকার আলাদা নয় তারা একই। ছোট উদাহরণ: গত রাতে তুমি ফল খেয়েছো, তা মল হয়েছে এবং তুমি বার করে দিয়েছো। কাল সেটা ফল ছিলো, ভালো এবং মন্দ একই। একটা রূপে সেটা ফল ছিলো আর এক রূপ হল মল।

একজন দর্শক: চমৎকার ব্যাখ্যা।

সাই: আলো এবং অন্ধকার সম্বন্ধেও একই কথা। আলো এলে অন্ধকার পালায়। কিন্তু সত্যি আলোও কোথাও যায় না আবার অন্ধকারও কোথাও যায় না। একটা এলে অপরটি অজানা রয়ে যায়—সেটা কোথাও চলে যায় না।

হিসলপ: স্বামী বলছেন—এই আলো আঁধারের মিশ্রণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্রণ-ই অসুখী ও কষ্টের কারণ। এই মিশ্রণ-ই সমস্ত গোলমাল করে, ঠিক উপলব্ধি হলে তা মিলিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন কোন্‌টি আমাদের সত্য উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে?

সাই: যতটা প্রয়োজন সেইমত একাগ্রতার অভাব। যখন একটা শক্ত বই পড়ি কত পরিশ্রম হয় ঠিক জিনিসটি বুঝতে। কত বছর এবং কত ঘণ্টা লাগে তার পেছনে। যদি ততখানি একাগ্রতা থাকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সত্য নিশ্চয়ই উপলব্ধি হবে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যতখানি দরকার আমরা ততখানি একাগ্র নই। আমরা এ ব্যাপারে সেই মনোযোগ বা সেই একাগ্রতা দিই না। এমন কি হাঁটা, কথাবলা,

পড়া সবেতেই পূর্ণ মনোযোগ দরকার। মনোযোগ ছাড়া কোন কাজই হয় না, এমন কি ছোটখাট ব্যাপারেও মনোযোগ দরকার। কিন্তু যখনই ভগবানের কথা ভাবি তখনই অস্থির হয়ে পড়ি এবং মনের সাম্য হারিয়ে যায়। কেন আমরা জগতের সব কাজ সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করি? কেন? —কারণ জগত সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ রয়েছে এবং ভগবান সম্বন্ধে আমাদের এই সন্দেহ। যে কাজ তুমি খুব ভালোবাসো তা তুমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কর। যে কাজ তোমার ভালো লাগে না সেখানে সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকে না। একটি ছোট উদাহরণ:—তুমি একটি মোটরগাড়ী চালাচ্ছো—ঠিক সেই সময় তুমি যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছো। রাস্তা খুব সরু ও বিপজ্জনক। তুমি বললে "দয়া করে এখন কথা বলবেন না—আমাকে এখন সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।" কেন তুমি এই কথা বললে? কারণ তুমি তোমার জীবনকে ভীষণ ভালোবাসো; তাই দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে তোমাকে পুরো মনোযোগ দিতে হবে। যেহেতু তোমার দেহকে বেশি ভালোবাসো জীবন নিরাপত্তার জন্য পুরো মনোযোগ দিলে। যখন ভগবানের জন্য এই গভীর ভালোবাসা হবে তখন তাঁর প্রতি মনোযোগ আপনা থেকেই আসবে।

হিসলপ: কিন্তু এটাই ঠিক। এটাই সঠিক।

সাই: এই সব অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে জীবনের সত্যকে ধরে রাখতে হবে। তুমি জীবন ভালোবাস। এই জীবনেই তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পার। তাই আমরা জীবনরূপ স্তম্ভকে ধরে থাকবো কারণ আমরা জানি জীবন ছাড়া অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। জীবন অনেক কিছু বাহ্য জিনিস দিতে পারে কিন্তু জীবনের পরিবর্তন নেই, জীবন এক। সেই জীবন হল সত্য এবং তাই ভগবান। যা অপরিবর্তনীয় তাই সত্য।

হিসলপ: যেহেতু আমরা সত্য আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম দিয়ে জীবনকে ভালবাসা উচিত এবং আমাদের খামখেয়ালীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তবু আমরা তা করি না। স্বামী বলেন আমরা করি না কারণ আমাদের মনোযোগের অভাব। আমরা বলি, 'ঠিক আমার সেই মনোভাব থাকা উচিত'। তাই আমরা লক্ষ্যে পৌছতে কঠোর চেষ্টা করি—এবং সেই লক্ষ্যে পৌছবার কঠোর চেষ্টাই সেই জিনিসটিকে কঠিন করে তোলে এবং উপযুক্ত একাগ্রতা থেকে বঞ্চিত করে।

দোভাষী: ঠিক বুঝতে পারলাম না।

হিসলপ: আমরা স্বভাবতই লোভী ও স্বার্থপর। যদি আমরা শারীরিক লক্ষ্য থেকে আত্মিক লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত হই তবুও আমাদের লোভ যায় না। কেবলমাত্র শারীরিক লোভ থেকে আমরা আত্মিক লোভের কবলে পড়ি। অপরদিকে, যখন কেউ ভালবাসে না বা ভালবাসতে পারে না তখন সে বলে আমার ভালবাসা চাই তখন ভালবাসা একদিকে রইল অপর দিকে নিজে।

সাই : সেই তুমি কে ? তুমি কে ?

হিসলপ : আমার অতীত এবং আমার ধারণাগুলোর সমষ্টি আমি।

সাই : সেই আমি কে ? কে আমি ? আমির দাবীদারটি কে ? ভালবাসা এবং তুমি এদের মধ্যেই দাবী। ভালবাসা কি ? এবং তুমি কে ?

হিসলপ : আমি যা আমি তাই। সব কিছুর সমষ্টি আমি।

হিসলপের স্ত্রী : সমষ্টি তোমার ধারণা। কিন্তু স্বামীর কাছে তুমি এবং ভালবাসা এক। তুমিই সেই, যে এর মধ্যে পার্থক্য আনছে।

হিসলপ : সত্যি 'আমিই' আমাদের মধ্যে পার্থক্য আনছে। সেই আমি হচ্ছে অহম।

সাই : অহম হল অসত্য।

হিসলপ : অহম যদি অসত্য হয় তাহলে আমি......

সাই : কিন্তু তুমি অহম নও। তুমি সত্য। অহম সত্য নয়। এর পশ্চাতে সব কিছু যুক্তি ও আলোচনা কেবল কথার কথা। এটি বুঝতে হলে চাই আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও সাধনা। যেমন ধর—কেউ জিজ্ঞেস করলো চিনি কেমন ? আমরা চিনি জানি তাই বললাম বালির মত হয় এবং বাদামী রঙের। কিন্তু মিষ্টতার কোন রূপ নেই। এইভাবে চিনির বর্ণনা দেওয়া যায় কিন্তু স্বাদের ছবি দেওয়া যায় না। কারণ স্বাদের কোন রূপ নেই। জগতে এমন অনেক জিনিস আছে যা আমরা জানি না, তার ধারণাও করতে পারি না এবং তার সম্বন্ধে কোন উদ্বেগও নেই। আমরা যদি বেশি আলোচনা না করে বা বেশি বই না পড়ে শুধুমাত্র ভগবানের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হই সেটা আমাদের কার্যক্ষেত্রে নেমে বোঝা হবে। যদি কেউ একটা বইও লেখে সেটাও তার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসো—সে তোমাকে ভালবাসে। কিন্তু স্ত্রীর যখন ক্ষিদে পায় তুমি তার বদলে খাও না। তোমার ক্ষিদে পেলে সে তোমার বদলে খায় না—যদিও পরস্পর খুবই ভালবাসা আছে। আধ্যাত্মিক ক্ষিদেও এইরকম। প্রত্যেক লোক তার বিশ্বাস অনুসারে ক্ষিদে মেটাবার চেষ্টা করবে ও তৃষ্ণা মেটাবে। স্বামী যদিও ব্যাখ্যা করছেন, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না। তোমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে হবে। গাড়ী চালানো শিখতে হলে তোমার একটা খোলা জায়গা চাই, অভ্যাসের জন্যে। কিন্তু একবার শিখলে সরু গলি দিয়েও তুমি বিশ্বাসের সঙ্গে চলে যেতে পারবে। যেমন স্কুলে ক্রমাগত যেতে যেতে শিখতে পেরেছো। কিন্তু শিশু যখন এ, বি, সি শিখছে বড় কথা সে বুঝবে না। প্রথমেই আমরা জগতের কথা বুঝবো না এমন কি নিজেদেরও বুঝবো না, তাই যা আমার বাইরে, তাঁকে বুঝবো কেমন করে ? তাই আধ্যাত্মিকের প্রথম পদক্ষেপে সাধনার দ্বারা নিজেকে বোঝা। প্রথম 'আমি' পরে 'তুমি'। 'আমি' এবং 'তুমি' নিয়ে 'আমরা', তারপর আমরা+সে। তারপর কেবল সে।

হিসলপ : না, ঠিক বুঝলাম না।

সাই : প্রথম 'আমি' তারপর 'তুমি'। প্রথম 'আমি' হল জীবন। পরে 'তুমি' হলে জগৎ। 'আমি' 'তুমি' যুক্ত হলে হল 'আমরা'। 'আমরা' যুক্ত 'তিনি' হলেন ভগবান। কেবলমাত্র তিনি। ভালবাসা, যে ভালবাসে এবং যাকে তুমি ভালোবাসো। যখন সব একসঙ্গে হয় তখন পরম সুখ। পাখার তিনটি ফলক দেখছো', তিনটি গুণ তিনটি ফলকের ন্যায়। যখন তিনটি ফলক সমতার সঙ্গে ঘোরে তখন তুমি হাওয়া পাও। যখন একই দিকে ঘোরে তখন ঠাণ্ডা হাওয়া পাও। আমাদের মধ্যে তিনটি উল্টোদিকে বা বিভিন্ন দিকে ঘুরছে। যখন একই দিকে ঘুরছে তখন তুমি একাগ্রতা পাচ্ছ এবং তখনই তুমি জানতে পারছো।

এক দর্শক : আচ্ছা এমন তো হয় যখন অনেক লোক (আমিও তার ভেতর) সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ উপলব্ধির স্তরে পৌঁছায়? কিন্তু সে তো অনেক সময়সাপেক্ষ— যদি তোমার কৃপা হয় তাহলে তো একজনের হঠাৎ উপলব্ধি হয়?

সাই : অপর উদাহরণ :—একটা বাড়ীতে প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাজ করে ও কাজের ভাগ আছে। বিকেলে যখন পরিবারের সকল লোক কাজ শেষ করে, তখন তাদের কেউই বলে না, "বাবা আমি এই কাজ করেছি এর জন্যে মাইনে দাও।" একই বাড়ী তাই তুমি মাইনে চাওনা শুধু কাজ কর। কিন্তু যখন বাইরের কেউ এল তুমি মাইনে ঠিক করে নিয়ে সেই মত মাইনে দিলে। সে যে বাইরের লোক তা বোঝা যাচ্ছে তুমি তাকে মাইনে দিচ্ছ বলে। কিন্তু যখন তারা তোমার হয়ে গেল—তোমার মাইনে দেওয়ার দরকার নেই। তারা নিজের ইচ্ছায় কাজ করবে এবং মাইনে আশা করবে না। ভগবানের ক্ষেত্রেও সেই একইরকম। যখন তুমি ভগবানকে অতি আপনার মনে করছো তুমি তার কাছে কিছু চাইছো না। যার এইরকম শরণাগতি আছে সে আমার নিজের। সে কিছু পাওয়ার দিকে চেয়ে বসে থাকে না। কিন্তু যে বলে আমি এত সাধনা করেছি এবং তুমি আমাকে এই এই দাও—তার ব্যাপার অন্য রকম তখন সে বাইরের লোক। কিন্তু যে অতি বাচ্চা, সে মার কাছে বলে না, 'আমার দুধ চাই বা আমার জামা বদলাতে হবে'। কিন্তু মা চাইবার আগেই, কিছু জিজ্ঞেস না করেই তার প্রয়োজন মেটায়। যখন তোমার পূর্ণ শরণাগতি হবে ভগবানের কাছে— তোমার প্রয়োজন তাঁর কাছে চাইতে হবে না। তোমার প্রয়োজনের বেশি তিনি তোমাকে দেবেন। কিন্তু শুধুমাত্র সেই প্রেমে তিনি তোমার অতি আপনার। সাধনা কর, ভগবানের সন্নিকটে যাবে, তখন তোমার এটা সেটা চাইতে হবে না। কারণ তুমি তাঁর শিশুপুত্র, তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি তোমাকে দেবেন। অহম তাঁর কাছাকাছি যেতে আমাদের বাধা দেয়। আমাকে এটা করতে হবে, এগুলো পেতে হবে—এই হল অহম। তোমাকে ভাবতে হবে আমি তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র। পাখা যেমন যন্ত্র তুমিও তেমনি তাঁর হাতের যন্ত্র। এখন দেখো পাখা কি পাখাকে ঘোরাচ্ছে না তড়িৎপ্রবাহ বা বৈদ্যুতিক শক্তি তাকে ঘোরাচ্ছে?

হিসলপ ঃ তড়িৎপ্রবাহ পাখাকে ঘোরাচ্ছে।

সাই ঃ এই তড়িৎপ্রবাহ ভগবান, স্নুতরাং তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। এমন কি আমরা যা মনে করি যে আমাদের চোখ দেখছে, কান শুনছে সেটাও ঠিক নয়। আমার চোখ এখানে কিন্তু মনটি ব্যাঙ্গালোরে এটা সেটা ভাবছে। আমার চোখ দেখছে কিন্তু মন অন্য জায়গায় ঘুরছে। মনটিই প্রয়োজন। দেহ একটি মশাল (টর্চ), চোখ বাল্‌ব, মন হল ব্যাটারি, বুদ্ধি হল স্নুইচ। যখন চারটি একসঙ্গে হচ্ছে তুমি আলো পাচ্ছ। দেহ হল একটি টর্চের মত।

হিসলপ ঃ শরণাগতিই সব…কেবল……

সাই ঃ ইংরাজিতে শরণাগতি (সারেণ্ডার) বলতে যা বোঝায় তার মানে ঠিক নয়। ইংরাজিতে সারেণ্ডার কথাটি ঠিক মানে বোঝাতে পারে না। এটা ঠিক শব্দ নয়। যখন সারেণ্ডার কথাটি বলছো তুমি আলাদা, ভগবান আলাদা, এই মানে পাচ্ছ। কিন্তু ভগবান আলাদা নয়।

এক দর্শক ঃ সারেণ্ডার কথাটি ঠিক নয় কিন্তু আত্ম উপলব্ধি ?

সাই ঃ সেইজন্যে আত্ম উপলব্ধি বলে, তুমি তুমিই। তুমি নিজেকে উপলব্ধি কর। তুমি তুমিই। তুমি তোমার স্ত্রী নও। তুমি তুমিই।

অপর দর্শক ঃ আমাদের দায়িত্ব কোথায় ? মনে হয় অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে, অন্যকে সাহায্য করতে।

তৃতীয় দর্শক ঃ আগে নিজেকে সাহায্য কর।

সাই ঃ 'স্বয়ং' হলো ভিত্‌। 'সেবা' হল দেওয়াল। ভগবান হলেন সেই প্রাসাদের ছাদ বা উপর। আলো হল মালিক।

দর্শক ঃ কিন্তু ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করছেন সীমা কোথায় ? একজনের দায়িত্বের সীমা কতদূর ? কতদূর সে যেতে পারে ?

সাই ঃ প্রথম নিজের দিকে নজর দাও এবং কারুর বোঝা হয়ো না। সেইটাই প্রথম কাজ। যদি অনেক লোককে উপকার করতে না পার কিছু এসে যাবে না। বরং অন্যের ক্ষতি যদি না করো সেটা অনেক উপকার করা হবে। যদি কোন লোকের উপকার করতে না পার কিছু মনে করো না। কিন্তু কারো অপকার করা অন্যায়। যদি তোমার মনে হয় যে কারুর উপকার করতে পারছো না সেটাও ভাল। তোমার শারীরিক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং মানসিক শক্তি থাকা দরকার এবং যখন এই তিন শক্তি তোমার মধ্যে থাকবে তখনই তুমি সেবা করতে পার। খাদ্য, মস্তিষ্ক এবং ভগবান। খাদ্য শরীরের জন্যে। তুমি ভালো স্বাস্থ্য চাও, কারণ তাহলে তোমার বুদ্ধি ঠিকমত কাজ করবে এবং তুমি চিন্তা করতে পারবে। তুমি কিসের জন্য মাথা ও বুদ্ধি চাও—সেই উপলব্ধি যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে অর্থাৎ ভগবান।

দর্শক ঃ কিন্তু অসহায় লোক, ভিখারী এবং অজ্ঞ শিশু, যারা অসুস্থ, তাদের দেখলে আমার খুবই কষ্ট হয়।

দ্বিতীয় দর্শক : সব কিছু নিজের মনে করাটা কি অহমিকা নয় ?

দোভাষী : কিন্তু স্বামী, সে হিসেবে বলেন নি। তিনি বলছেন যখন তোমার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নেই, তুমি কেমন করে অন্যকে সেবা বা অন্যের উপকার করবে ?

সাই : কখনও কখনও যখন আমাদের মানসিক সাম্যের অভাব হয়, ঠিক সত্য উপলব্ধি হয় না, আমরা লোককে বিপথে চালিত করি।

দর্শক : এটাই ঠিক যা তোমার নেই তা অন্যকে দেবে কি করে ?

দ্বিতীয় দর্শক : নিজেকে শক্তিশালী না করলে কিছুই হবে না।

হিসলপ : স্বামীর পক্ষে কি স্ত্রীলোকটিকে আত্ম উপলব্ধি দেওয়া সম্ভব ?

তৃতীয় দর্শক : স্বামী বলেন—হ্যাঁ তা সম্ভব। যিনি সত্য দিয়েছেন, তিনি হৃদয়ে আত্ম উপলব্ধি দিতে পারবেন না কেন ?

সাই : যখন সেই আন্তরিকতা থাকে, সেই গভীর আন্তরিকতা, স্বামী তা দিতে পারে। নিশ্চয়ই পারে। ঐ স্ত্রীলোকের দেহ সম্পর্কে গভীর অনুভূতি, ভগবানের জন্যে যদি সেই রকম গভীর অনুভূতি থাকে স্বামী এই মুহূর্তেই তা দিতে পারে।

হিসলপ : এই মানে করেই স্বামী বলেছেন—অন্য লোককে সাহায্য করার আগে—আত্ম উপলব্ধি দরকার।

সাই : যত তোমার একাগ্রতা ফল ততই বেশি। যদি তুমি একটি কুয়ো খোঁড়, যত খোঁড়া হবে, চার পাশের দেওয়াল তত উঁচু হবে—তুমি যে মাটি তুলে ফেলছো তাই দিয়ে। কুয়োর গভীরতা ততই হবে, যত দেওয়াল উঁচু হবে।

হিসলপ : স্বামী বলেন শুষ্ক হৃদয়ে তিনি দেন না। হৃদয় শুষ্ক কেন ?

সাই : সেটাও ঈশ্বর আমাদের ভালোর জন্যে করেন। যদি তোমার ক্ষিদে না থাকে কেন তিনি খাবার দেবেন ? যখন তোমার ক্ষিদে পায় এবং খাদ্য পাও তখন সেটা কাজে লাগে। কিন্তু যখন তোমার ক্ষিদে না থাকে এবং তিনি যদি খাবার দেন, তোমার বদহজম হবে। কখনও কখনও তোমার ক্ষিদে থাকলেও তোমাকে খাবার দেন না—শুধুমাত্র আমাদের সংযমী করার জন্যে। ধর তুমি হাসপাতালে রয়েছো—তুমি যা চাইছো সব পাচ্ছ না। তোমার নিজের ভালোর জন্যে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট উপায় রয়েছে। এমন কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ভগবান কখনও কখনও তা দেন না—কারণ ভগবান মানুষের ভালোর জন্যেই সব কিছু করেন। তিনি কখনও মানুষের ক্ষতি বা দুঃখের জন্যে কিছু করেন না। কিন্তু সেই বিশ্বাস তোমার থাকা চাই। প্রথমে তোমাকে স্থির হতে হবে যে কর্তব্যই ভগবান এবং তারপর কাজ আরম্ভ করতে হবে।

হিসলপ : এটাই কি ঠিক যে মানুষ তার কর্তব্য করে না বলেই তার হৃদয় শুষ্ক ?

সাই : কারুর হৃদয়ই বাস্তবিক শুষ্ক নয়। অন্ততঃ মানুষের ইন্দ্রিয়ের জন্যে ভালবাসা আছে। অন্ততঃ তোমার সন্তান, পরিবারের অপর সকলের প্রতি ভালবাসা আছে—তা জাগতিক একই ভালবাসা কেবল কয়েকজনকে দেওয়া হচ্ছে।

তোমাকে এই সমস্ত ভালবাসা একসঙ্গে সংগ্রহ করতে হবে এবং তা ভগবানকে দিতে হবে।

একজন দর্শক : যদি কারুর হৃদয় সম্পূর্ণ শুষ্ক হত, তাহলে সে প্রশান্তি নিলয়মে আসতে চাইতো না।

সাই : প্রশান্তি নিলয়মে এসেও তুমি তোমার পরিবার ও স্ত্রীকে ভালবাসছো। ভালবাসাই ভগবান, ভালোবাসার মধ্যে থাকো। ভালোবাসাই ভগবান। ভালবাসা ছাড়া তিনি অপর কিছু নন। কিন্তু ভালবাসা বিভিন্ন রকমের। পরিবারের প্রতি ভালবাসা, অর্থের প্রতি ভালবাসা—কিন্তু ভগবানে ভালবাসাই হচ্ছে ভক্তি। এখানে এক গ্লাস জল রয়েছে, একজন ইংরেজ এটাকে বলবে ওয়াটার। অন্ধ্রের লোকেরা অপর নাম বলে, তামিলরা আর এক নাম বলে, কিন্তু জল একই। বিভিন্ন নামে আমরা একে উল্লেখ করি মাত্র। স্ত্রী বা পুত্রকন্যাদের বা বস্তুর প্রতি ভালবাসার নাম বিভিন্ন। ভগবানে ভালবাসার নাম ভক্তি। কিন্তু ভালবাসা একই। সবচেয়ে প্রয়োজন হল এই ভালবাসাকে বাড়ানো। ভালবাসা বাডাতে পারলে আর কিছুই বাড়ানোর দরকার নেই।

হিসলপ : কিন্তু ভালবাসা মানুষের তৈরী নয়। মানুষ ভালবাসা সৃষ্টি করেনি, কাজেই আমি কি করে ভালবাসা বাড়াবো ?

সাই : তোমার টেপ রেকর্ডারের প্রতি ভালবাসা আছে। কি করে তোমার সেই ভালবাসা এল ? যখন টেপ রেকর্ডারটা বাজারে ছিলো—তুমি কি ওটাকে ভালবাসতে ? কিন্তু এখন যেহেতু ওটা তোমার এবং তুমি পেয়েছো, 'তোমার' টেপ রেকর্ডার হয়েছে। তুমি দোকানে ওটাকে ভালবাসনি। তুমি এখন ভালবাসছো কারণ তুমি মনে করছো ওটা 'আমার'। সেই ভগবানকে যখন নিজের মনে করতে পারবে—তুমি তাঁকে ভালবাসতে পারবে।

এক দর্শক : এই ভালবাসা বাড়ানোর চেষ্টা করি, কিন্তু জানি তেমন বাডছে না।

সাই : অভ্যাস দরকার। বুদ্ধি দিয়ে তুমি বুঝছো। ধর তোমার ১০৫° ডিগ্রী জ্বর উঠেছে, যদি তুমি একশোবার ধরে বলে যাও আমার পেনিসিলিন ইনজেকসন দরকার তা তোমাকে সারাবে না। তোমাকে ইনজেকসন নিতে হবে। তোমাকে অনবরত বলতে হবে না আমার পেনিসিলিন চাই। একবার ইনজেকসন নিলে তুমি সুস্থ হয়ে গেলে। দশটা বিভিন্ন জিনিসের চিন্তা না করে যদি একটা জিনিস ঠিকভাবে কর, সেটাই যথেষ্ট। যখন তোমার তেষ্টা পায় তুমি কুয়োর সব জল চাওনা। এক গ্লাস জলই যথেষ্ট, তোমাকে সব জিনিস নিতে হবে না এবং সব জিনিস অভ্যাস করতে হবে না। একটাই ধর। এই একটা দেশলাই বাক্সে ৬০টা কাঠি আছে, যদি তোমার আলো দরকার হয় একটা কাঠিই যথেষ্ট, পুরো বাক্সর দরকার নেই।

হিসলপ : স্বামী হাসপাতালে প্রত্যেক রোগীর একটি নির্দিষ্ট অসুখ আছে—ডাক্তার কি সেই নির্দিষ্ট রোগটি ধরতে পারে ?

সাই: যদি সে ভালো ডাক্তার হয় তবে পারে, আর শুধু ডিগ্রী থাকলে নয়। বর্তমানে ভারতে রাজনীতির ব্যাপারে লোকে খুব কমই পড়াশুনা করে। কিন্তু রাজনীতি করার জন্যেই লোকে ডাক্তারী ডিগ্রী পায়।

হিসলপ: তাহলে এবার সর্বোচ্চ ডাক্তার, বলুন তো আমার রোগটি কি—শারীরিক নয়।

সাই: তোমার ইচ্ছে ভগবানের দিকে যাওয়া। কিন্তু তুমি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছো, কি করে যেতে হবে সেটি জানতে চাও। স্বামী একথা সকলের সামনে বলতে পারে না। তোমাকে আলাদাভাবে বলবেন। এই সমস্যাগুলো আলাদা। ডাক্তারের মত তিনি প্রত্যেক রোগীকে আলাদা আলাদা পরীক্ষা করেন যখন সবাই একসঙ্গে ঘরে থাকে তখন পরীক্ষা করেন না।

একজন দর্শক: স্বামী আমি কি একই ধরনের ধ্যান করবো? ঐ জায়গায় সব সময় একই লোকেরা থাকে না।

সাই: তোমার একটি দল থাকা চাই। যদি নতুন কেউ আসে তুমি তাদের আলাদা সময় দেবে এবং অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবে না।

দর্শক: গতকাল অনেক নতুন লোক এসেছিলো।

সাই: দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এমন কি যে কিছুই জানেনা একেবারে নতুন এসেছে। শিশু যে অ, আ, ক, খ শিখতে চায় তাকে ক্রমাগত অ, আ, ক, খ বলে যেতে হবে।

দর্শক: কখন আমি যাব?

সাই: যেমন তুমি স্থির করেছো। যদি ১৯শে সকালে যাও—স্বামী আগামী কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবে। যদি তোমার অন্য রকম কর্মসূচী হয় সেইরকম ভাবে ব্যবস্থা হবে। স্বামী কোন জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। তুমি যেখানেই থাক এখানে, বম্বেতে, বা যে কোন জায়গায়, স্বামী তোমার সঙ্গে আছে। তোমায় খুসী হতে হবে। সেটাই স্বামী চায়। তাই এটা তোমার কর্মসূচীর উপর নির্ভর করছে।

দর্শক: কিন্তু আমার মত মানুষের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া অসুবিধাজনক।

সাই: মানুষের সমস্যা হল সব সময় ভালো মন্দের স্থির করা। তুমি ১৯শে সকালে যাত্রা করতে পার।

দ্বিতীয় দর্শক: স্বামী, আমি ব্যবসা ছেড়ে এসেছি। আমি স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই—আমি যদি একমাস থাকি একটি মাত্র চূড়ান্ত কথা স্বামীর সঙ্গে হবে। আমি এখনই স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই, তারপর একমাস থাকতে চাই।

সাই: আগামীকাল বৃহস্পতিবার। স্বামী তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক করে দেখা করবে। তারপর তোমরা কখন যাত্রা করবে বা কতদিন থাকবে স্থির করো। তোমাদের ব্যাপার হল, তোমাদের কতকগুলি সংশয় আছে, তুমি এখনই

সেগুলির সমাধান করতে চাও যাতে এই ঘর থেকে বেরুলেই আবার নতুন সংশয় আসে। (সাক্ষাৎকারী দলের মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস) এইটাই তোমার মতলব।

সাই ঃ (একজন দর্শককে) গরীব লোকেদের জন্যে তোমার কতকগুলি কর্মসূচী আছে ? সেগুলোর বিশদ বিবরণ কি ?

দর্শক ঃ পুরানো মন্দির। আমরা কতকগুলো নতুন বাড়ী করবো গরীবদের জন্যে। এখন যারা পুরানো মন্দিরে রয়েছে, নতুন বাড়ীতে চলে আসতে পারবে—তখন পুরানো মন্দির নতুন করে মেরামত করা যাবে। এটি স্বামীর প্রথম মন্দির, ইতিহাসে স্থায়িত্বের জন্যে এর রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। লোকেরা ক্রমান্বয়ে থাকলে এক সময় মন্দির পড়ে যাবে। তাছাড়া শুধু থাকার জন্যে পুট্টাপর্তির লোকেদের মন্দিরের উপর শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে।

সাই ঃ সেটা পরে আলোচনা করা যাবে। এখন স্বামীর কষ্ট হল তোমরা কতদূর থেকে কত টাকাপয়সা খরচ করে এসেছো এবং তোমাদের ভালবাসা কত গভীর। কোটি কোটি টাকাতেও এই ভালবাসার মূল্য নিরূপণ করা যাবে না। স্বামী তোমাদের সুখ চায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বামী এ বিষয়ে শিক্ষা দেবে।

দর্শক ঃ এটাই সময়, কারণ যে মাসে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, স্বামীর ভক্তেরা এসে পড়বে, তখন কে পুরানো মন্দিরের সংস্কারের কর্মসূচী করবে সেটা বড় কথা নয়। এটা সকলের মিলিত চিন্তা হওয়া চাই এবং সবাই একযোগে এর সমাধান করা উচিত।

সাই ঃ তুমি একটা কর্মসূচী কর এবং স্বামীকে দেখাও, কেমনভাবে সেটা করতে হবে।

দর্শক ঃ অপর আর একটি জিনিস। আমি স্বামীকে জিজ্ঞেস করছি কারণ লোকে বলে স্বামীকে জিজ্ঞেস করা উচিত। আমি একটি ছোট জমি চাই। উল্টো দিকে পাহাড়ের উপর যদি একটু জায়গা পাই একটি বড় শেড তৈরী করবো—তাহলে সকলে মিলিত হয়ে সেখানে যোগ বা অপর কিছু করতে পারবে। আমি তাহলে এত কাছে হব—যে পুরানো মন্দির এখানকার থেকে কাছে হবে। দরজার বাইরে তার গায়ে নয়, তাহলে লোকে আমাকে এটা সেটা বলবে, তখন আমি বাইরের এবং তারপর আপনি জানেন……

অপর দর্শক (বাধা দিয়ে) ঃ …যেন কোন বিধিনিষেধ……

অপর দর্শক ঃ বিধিনিষেধহীন……

সাই ঃ একটি অবিশ্বাসী বাগান। (সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস)

দর্শক ঃ তাহলে আপনি বুঝছেন, কেউ এসে বলবে না রান্না হবে না বা এটা সেটা হবে না।

সাই ঃ সুরুতে এটা ঠিক আছে—তারপর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। গ্রামের লোকের সব কুকুর এবং আরও অনেক সমস্যা।

দর্শক ঃ আমি বাড়ীতে এ কথা বলে ফেলেছি, সীমানার বাইরে আমি একটি ছোট বাড়ী করতে চাই।

সাই ঃ সব কুকুরদের নিয়ে তুমি একটি বিরাট সমস্যায় পড়বে। প্রত্যেক কুকুরের দশটি করে বাচ্চা।

দর্শক ঃ কিন্তু, যাই হোক আপনি······

সাই ঃ এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। তোমরা খুব উৎসাহ সহকারে আরম্ভ করতে পার। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সমস্যা আসবে সেটা ভালো হবে না। (স্বামী হাত ঘুবিয়ে একটি বড মিছরির দানা সৃষ্টি করে সকলকে ভাগ করে দিলেন। সাক্ষাৎকারীরা বলল কি মিষ্টি আর কি সুস্বাদু।)

সাই ঃ সম্পূর্ণ চিনি।

দর্শক ঃ শুধু চিনি নয়, সুগন্ধযুক্ত।

সাই ঃ প্রত্যেক দিন এই রকম মিষ্টি হোক তাহলে স্বামী আবার মিষ্টি তৈরী করবে।

দর্শক ঃ কেউ কেউ বলেন আমার এই কানের দুল যা আপনি দিয়েছেন, কাউকে স্পর্শ কবতে না দিতে, কারণ ওটি পবিত্র। কিন্তু আমি কাউকে স্পর্শ করতে দিতে বাধা দিতে পারি না।

সাই ঃ স্পর্শ করা কোন ব্যাপার নয। আজ সকালে স্বামী দর্শনে বার হননি বলে সবাই কি রাগ করেছে ?

দর্শক ঃ না-না বাবা, আমরা ভজন গেয়েছি এবং গোপীদের সম্বন্ধে কথা বলেছি।

সাই ঃ গোপীর মানে হল ইন্দ্রিয়সংযম, যে ইন্দ্রিয সংযম করেছে। গোপী কোন স্ত্রীলোকের নাম নয।

সাক্ষাৎকার সমাপ্ত

হিসলপ ঃ যখন দাড়ি কামাচ্ছি, বাজারে যাচ্ছি বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি তখন ভগবানে শরণাগতি বলতে কি বোঝায় ?

সাই ঃ শরণাগতি বলতে বোঝায় সমস্ত কাজ চিন্তা ভগবানের পায়ে দেওয়া। কর্মফল আকাঙ্ক্ষা করে নয়—কর্ম করে তার ফল লাভের আশা নয়, কাজ হবে শুধু কর্তব্যের খাতিরে। ভগবানের পায়ে সমর্পিত কাজের ফল আসবে ভগবানের কাছ থেকে। এইরকম ভাবে কাজ করবে। যে কর্মের সময় ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, সেই কাজকর্ম বন্ধনমুক্ত। কাজ ভগবানের চরণে উৎসর্গ হবে এবং ফল তাঁর কাছ থেকে

আসবে। এইভাবে করলে অহম বাড়তে পারবে না—তার চর্চাও হবে না এবং কালে সে সরে পড়বে। যেমন একজন যখন দাড়ি কামাচ্ছে—যেটাকে একটি অনুপ্রেরণাহীন তুচ্ছ কাজ বলা হয়, কিন্তু মনে ভাববে হৃদয়মন্দিরে যে ভগবান আছেন তার জন্যে দেহকে তৈরী করছি এবং ভগবানের সম্মানার্থে এই বাহ্য আড়ম্বর এবং একজনের গর্ব বা ফললাভের জন্যে নয়। যে ভগবান ভেতরে রয়েছেন তাঁর জন্যে শরীরকে উপযুক্ত করছি, হাঁটা চলা করে দিনের খুঁটিনাটি সব কাজেই এইরকম মনোভাব থাকবে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছো ভগবানের বাসের উপযুক্ত আবাস করার জন্যে। রন্ধনও ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত এবং তাতে দেহ সতেজ এবং শক্ত হবে। কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করা মূর্খতা। যখন একজন মারা যায় সে শুধু ভালো এবং মন্দ কর্ম নিয়ে যায়। শক্তি, অর্থ, পদমর্য্যাদা, অহঙ্কার, দেহের সতেজ সৌন্দর্য্য, ব্যক্তিত্ব, কৃষ্টি সব ফেলে যায়—তাই তাদের জন্যে কাজ করে লাভ কি? মানুষের জীবন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ—আকাঙ্ক্ষা ছাড়া জীবন হল ভগবান। মন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ—মন সরে গেলে—আকাঙ্ক্ষাও সরে যায়।

হিসলপ: স্বামী, আমাদের যাবার জন্য ২৬শে বিকেলে একটি ট্যাক্সি এখানে আসবে।

সাই: না না সেটা ভুল। যখন তোমরা অতদূর থেকে স্বামীকে দেখতে এসেছো এবং ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার জন্যে ট্যাক্সি করেছো—স্বামীর লজ্জা করছে। সাইকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। তুমি নিজে এটা করতে পারো না।

হিসলপ: আমি ট্যাক্সি এখনই বাতিল করে দেবো।

সাই: গতকাল বা সেইরকম ব্যাঙ্গালোরে ছাত্ররা হিন্দির বদলে ইংরাজিকে জাতীয় ভাষা করার জন্যে উত্তর রাজনীতিবিদদের বিপক্ষে হাঙ্গামা সুরু করেছে। বোমা, ছোরাছুরি ও হিংসাত্মক কাজ চলছে। তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ২৬শের বদলে ২৫শে যাত্রা করা ভালো কারণ ২৬শে একজন উচ্চপদস্থ উত্তর ভারতীয় অফিসার আসছেন এবং সম্ভবতঃ আরও হাঙ্গামা হবে।

হিসলপ: কোন ভক্তের চলে যাওয়ার সময় স্বামী বলেন, 'তুমি যেখানে থাক স্বামী তোমার সঙ্গে আছে, স্বামী তোমার হৃদয়ে'—তার মানে কি?

সাই: অবস্থাটি একটি সমুদ্রে ভাসমান কাঠের লাঠি বা ছড়ির সঙ্গে মানুষের তুলনা মাত্র। উভয়ের একই গতি—ঢেউ-এর সঙ্গে উপর নীচ করা। কিন্তু কাঠের টুকরো বা লাঠি জানে না কি হচ্ছে কিন্তু মানুষ তার গতিবিধির সম্বন্ধে সচেতন। ঐ ছড়ির গতিবিধির সঙ্গে একজন আমেরিকাবাসীর তুলনা করা যায়—যার হৃদয়ে ভগবান বাস করছেন—কিন্তু সে কখনও স্বামীর দর্শনে আসেনি। সমুদ্রে সন্তরনরত ব্যক্তির সচেতন গতিবিধির সঙ্গে একজন আমেরিকাবাসীর তুলনা করা যায়, যে এখানে স্বামীকে দর্শন করে বাড়ী ফিরে গেছে, এখন তার সচেতন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হবে, তার জন্যে সে জ্ঞানত চেষ্টা করুক বা নাই করুক। ভগবানকে জানবার তিনটি স্তর রয়েছে। একটি বুদ্ধিগত যা কল্পনাপ্রসূত, দ্বিতীয়টি কাছে টেনে নেওয়া, তৃতীয়টি

ভগবানের সঙ্গে মিলন। আর একটি উদাহরণ—নদী সমুদ্রে গিয়ে মেশে। কিন্তু যদি কেউ নদীর মিষ্টি জল নিয়ে একটি প্লাষ্টিক ব্যাগে পুরে বন্ধ করে সেটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় তাহলে সেই ব্যাগের জল সমুদ্রের সঙ্গে মিশবে না। এই অবস্থার সঙ্গে এখানে আসার পূর্বে মানুষের অবস্থার তুলনা করা চলে। কিন্তু এখানে আসার পর ব্যাগের মিষ্ট জল আর সমুদ্রের জল থেকে আলাদা করে রাখা যাবে না—সেই মিষ্ট জল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। এখানে এটা হচ্ছে মিলনের ক্ষেত্র। স্বামী এখানে সকলের সেবক এবং সেবক হিসাবে তিনি প্রভু হওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ লাভ করেন।

হিসলপ ঃ 'ধর্ম' কথাটির মানে কি ?

সাই ঃ 'ধর্ম' মানে 'কর্তব্য' নয়। কর্তব্যের মধ্যে স্বাধীনতা নেই ; বিচারের ভেতর স্বাধীনতা আছে। ধর্মীয় দায়িত্বের ভেতর কর্তব্য ও বিচারের সামঞ্জস্য আছে। অতএব ধর্ম বলতে বোঝায় ধর্মীয় দায়িত্ব এবং ঐ কথার মধ্যে কর্তব্য এবং বিচার দুয়েরই ধারণা রয়েছে।

দর্শক ঃ ঈশ্বরের দুটি বিভিন্ন সত্তাকে একই সঙ্গে সম্মান দেখানো অসুবিধাজনক। যেমন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের মাদার ও এখানে স্বামীজীকে।

সাই ঃ দুটি উপায়—একটি সর্বত্র দৈবসত্তা উপলব্ধি—কাজেই কোথাও কোন দ্বন্দ্ব নেই। অপর উপায় একজনের একটি নির্দিষ্ট লোকের প্রতি ভক্তি ও তাতেই সে সুখী। শেষের বেলায় প্রত্যেকের উচিত সেই গুরুকেই আঁকড়ে ধরে থাকা এবং আর কোন গুরুর খোঁজ না করা। যখন কোন লোক কোন কাজ করে তখন পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতা দিয়ে করতে হয় এবং তখন সে ভগবানের চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু নীতি হওয়া উচিত ভগবানে সবকিছু সম্পূর্ণ উৎসর্গ করা এবং ফলকামনা না করে কাজ করা। কাজ তাকে ভালোভাবে করতে হবে কারণ তাই তার কর্তব্য।

এক দর্শক ঃ আমি আশ্রমে থাকার সময় কি হাফপ্যাণ্ট পড়তে পারি ?

সাই ঃ না, তা করা উচিত নয়।

সাই ঃ আধ্যাত্মিক জীবনে দ্রুততম উন্নতি সম্ভব হয় যদি বাতাসের অনুকূলে নৌকোর গতি হয়। যদি বাতাসের প্রতিকূলে নৌকোর গতি হয় তবে উন্নতি ধীরে ধীরে হয়।

দর্শক ঃ কিন্তু স্বামী বাতাস কোন দিকে বইছে সেটা জানাই তো সমস্যা।

সাই ঃ এটা খুব সোজা। অভ্যাসের মাধ্যমে একজন গাড়ীর চালক এত নৈপুণ্য লাভ করতে পারে যে সে একটা বড় চওড়া রাস্তা বা সরু গলি যেখানেই গাড়ী চালাক না কেন—তার পক্ষে দুইই সমান এবং সে সমান বিশ্বাস নিয়ে গাড়ী চালাতে পারে। সেইভাবে, একজন গুরুর দরকার আধ্যাত্মিক সাগরে বাতাসের সাহায্য নিতে শেখবার জন্যে। মুস্কিল হচ্ছে যে বর্তমান যুগে গুরু পাওয়া শক্ত। একজন লোক গেরুয়া ধারণ করলেই সে মনে করে যে গুরু হয়ে গেছে এবং লোককে শিক্ষা দিতে চায়। একজন

গুরু খাঁটি কিনা জানবার সবচেয়ে ভালো উপায় হল যে, তার কথাবার্তা জ্ঞানপূর্ণ কিনা? এবং সে যা বলছে সে তার জীবনে পালন করে কিনা—এবং কাজে ও কথায় সে এক কিনা? যদি গুরু কেবল জ্ঞানের কথাই বলে—তবে জ্ঞানের কথাগুলিতে কোন সুফল পাওয়া যাবে না এবং তা বৃথা হবে। বর্তমানে সবচেয়ে ভালো গুরু হল ভগবান। আধ্যাত্মিক জগতে গুরু একজন ডাক্তারের মত, যিনি সাধকদের শরীরের তাপ মেপে দেখে এবং তাপের মাত্রা থেকে তার অবস্থা বুঝতে পারেন। কোনটা তার পক্ষে ভাল তা জানতে পারেন। কিন্তু গুরুর নিজেরই যদি দেহে উত্তাপ থাকে তাহলে তার নিজের দেহের উত্তাপ সাধকদের দেহের উত্তাপকে জানতে দেয় না। বর্তমানে তাই সবচেয়ে ভালো গুরু হলেন ভগবান।

দর্শক : স্বামী, মন্ত্রের কথাও শোনা যায়।

সাই : মন্ত্র মুখে শুধু আওড়ালে কোন ফল নেই কিন্তু যদি মন্ত্রের তাৎপর্য পুরোপুরি ভাবে জেনে উচ্চারণ করা যায় তাহলে তার ফল খুব ভালো হয়।

দর্শক : আমরা স্মৃতিশক্তি বাড়াবো কি করে?

সাই : অতীতকে চিন্তা করে লাভ নেই, কারণ তা চলে গেছে। মুখস্থ করার বেশী মূল্য নেই। যে বিষয়ে আমাদের ঝোঁক আছে সে বিষয়ে আমরা স্বাভাবিক ভাবে মনে রাখতে পারবো। একটি ছোট গল্প :—৮৫ বছর বয়সেও অর্জুন মধ্যবয়স্ক লোক ছিলেন। তখনকার দিনে লোকে অনেকদিন বাঁচতো। অর্জুন বললেন—ভগবান এটা কি করে সম্ভব আপনি অতীতের জীবনের সব কিছু মনে করতে পারেন অথচ আমি পারি না। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন—দশ বছর আগে মাসের তৃতীয় দিনে তুমি কি করেছিলে? অর্জুন বললেন যে তিনি জানেন না। কৃষ্ণ তখন বললেন, কিন্তু তখন তো তুমি বেঁচে ছিলে—অর্জুন স্বীকার করলেন যে তিনি বেঁচে ছিলেন। কৃষ্ণ আবার বললেন, পিছনে ফিরে দেখ আজ থেকে ৬০ বছর আগে তোমার বিয়ে হয়েছিলো—তুমি মনে করতে পার? অর্জুন বললেন, 'হ্যাঁ তা আমার মনে আছে'। 'আরও পিছনে ফিরে দেখ সেইদিন যেদিন তুমি গুরুর দেখা পেয়েছিলে—যাঁর কাছে তুমি অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেছিলে?—তোমার মনে পড়ছে?' অর্জুন উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ আমার মনে আছে'। তখন কৃষ্ণ বললেন এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে যে জিনিসের উপর মানুষের ঝোঁক থাকে কিংবা যে ব্যাপারে জানবার তার যথেষ্ট আগ্রহ থাকে সে জিনিস সে মনে রাখতে পারে। কিন্তু যে ব্যাপারে তার বিশেষ ঝোঁক নেই সে ব্যাপারে সে মনে রাখার চেষ্টা করে না। ২০ বছর আগে যা ঘটেছিলো তা তুমি মনে রাখতে পারছো না—যদিও তুমি তখন বেঁচে ছিলে। সুতরাং স্মৃতি আছে, কিন্তু তুমি তা মনে করতে পারছো না। আমি সব কিছুই মনে রাখতে পারি, কারণ আমার সব ব্যাপারেই আগ্রহ আছে।

এক দর্শক : (পেশাদারী ক্যামেরা নিয়ে) আমি কি এখন আপনার ছবি নিতে পারি?

সাই ঃ (ইংরাজিতে) এখানে কতজন আছে ? দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ···বারো।

দর্শক ঃ বারো জন ভক্ত।

সাই ঃ এটা আমার ক্যামেরা (স্বামী তাঁর হাত খুললেন এবং তাঁর হাতে তাঁর নিজের ১২টি ছোট ছবি দেখা গেল) (শিষ্যরা বিস্ময়াভূত) তোমার পয়সার ব্যাগে রাখ। দেখ ১২টা আছে ! পুরো ঠিকানাও আছে ! ভারতের এখানকার ঠিকানা। কোন ক্যামেরা নেই, কোন ফিল্ম নেই, কোন ফ্লাসও নেই। এটি সাক্ষাৎ করবার পরিচয় পত্র (visiting card) পুট্টাপর্তি হচ্ছে ঠিকানা। (সাই রূপোর বাক্স খুলে পান তৈরী করতে লাগলেন।)

দর্শক ঃ ওটা কি ?

সাই ঃ (ইংরাজিতে) এটা হচ্ছে সুপুরি, এটা পান পাতা। দেখ এই হচ্ছে পাতা আর এই হচ্ছে সুপুরি। এটা বদ অভ্যাস নয়। এটা যদি বদ অভ্যাস হত স্বামী চিবোতেন না। পান পাতার রস রক্ত পরিষ্কার করে। সুপুরি হজম করায়। এদেশে ছোট ছোট কুকুরের বাচ্চাকে সুপুরি মিশিয়ে হজমের জন্যে খেতে দেয়। আর একটা জিনিস যা দেওয়া হয় তা হল ক্যালসিয়াম। তিনটে মিশে লাল রং তৈরী হয়। এটা ভারতীয় প্রথা। (এই কথাগুলো খুব কৌতুকভরে বাবা বলছিলেন এবং বিদেশী পর্যটকেরা তাতে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।)

দর্শক ঃ লোকেরা স্বামীর যে ছবি তোলে এবং বিক্রি করে সেগুলো ভালো ছবি নয়। তারা স্বামীর প্রতি সুবিচার করে না। স্বামী নিখুঁত এবং তার চারপাশ নিখুঁত হওয়া উচিত।

সাই ঃ একই জিনিস একজন পছন্দ করতে পারে অপর লোক তা অপছন্দ করতে পারে। পছন্দ, অপছন্দ বস্তুগত নয়—সেটা মনের ব্যাপার। যদি কেউ শুধু উপরটুকু বা চেহারা দেখে বিচার করে, তা গভীরতার পরিচয় নয়। প্রথম তাদের স্বামীকে জানতে হবে তারপর বিচার করতে হবে।

দর্শক ঃ কিন্তু স্বামীত দেখতে সুন্দর, কিন্তু তাঁর ছবি তাঁকে কুৎসিত করে।

সাই ঃ ভালবাসাই সৌন্দর্য্য।

দোভাষী ঃ স্বামী বলেন যেহেতু আমরা তাঁকে ভালবাসি, আমরা তাঁর সৌন্দর্যকে দেখি। তাই যে আসতে চায় সেই তাঁর কাছে আসতে পারে। ছবি দেখে তোমাদের হতাশ হবার দরকার নেই।

সাই ঃ তোমরা জান, জনসন একজন ইংরেজ লেখক ও পণ্ডিত। তার স্ত্রী কুৎসিত ছিলেন,—কিন্তু তিনি তাকে খুব ভালবাসতেন। তার এক বন্ধু তাকে বললো, "তোমার স্ত্রীকে বুড়ী দেখায় এবং তিনি সেজেগুজে থাকেন না। তিনি দেখতে সুন্দরী ও যুবতী নয়"। বন্ধুরা ভেবেছিলো তার স্ত্রী বুড়ী এবং সাজগোজ করা নয়। কিন্তু সে তাকে সুন্দরী দেখতো। ভালবাসা অন্ধ।

এক দর্শক ঃ প্রভু গতকাল আপনি বলেছিলেন এই হচ্ছে অহম এবং এই হল ভগবান। এখানে এটি কি কোন সাহায্য করবে ?

সাই ঃ হ্যাঁ, যখন তুমি ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তখন তোমার তিনটি গুণ চলে যাবে! এই অহম, ক্রোধ এবং হিংসা। বিজ্ঞানসম্মতভাবেও শরীরের ভেতর রক্ত উপরে উঠে এবং সেখান থেকে চারিদিকে ফিরে যায়। যখন সেখানে উঠে নেবে আসে তখন এর গতি দ্রুত হয়। এই হল জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

দর্শক ঃ কি করে একজনের ভগবানের প্রতি ভক্তি আসে ?

সাই ঃ বিশ্বাস প্রয়োজন। আরম্ভ হল খাদ্য দিয়ে। দেহ খাদ্য দিয়ে তৈরী। স্বাস্থ্য ছাড়া কোন কিছুই করা যায় না। পাকস্থলীর চারটি অংশ, ½ ভাগ হাওয়া, ½ ভাগ খাদ্য, ½ ভাগ জল। খুব বেশি খাওয়া হলে জলের জন্যে জায়গা থাকে না, ভারতে মূল খাদ্য হল ভাত এবং গম। এটা ঠিক হবে যদি মিতাহারী হওয়া যায়। বেশি খাদ্যগ্রহণে বুদ্ধিহীনতা আসে। পরিমিত খাদ্যগ্রহণ অসুস্থতা আনে না। স্বামী ভারতের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু খাদ্য থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে না। স্বামী তখনই অসুস্থ হয় যখন সে ভক্তের অসুস্থতা গ্রহণ করে, নতুবা কখনও অসুস্থ হয় না। বেশি দুধ খাওয়া ভালো নয়—তা হল রাজসিক।

দর্শক ঃ সাই বাবা, একটা কথা কেবল আমার জন্যে আর কারও জন্যে নয়, আমারই জন্যে জিজ্ঞেস করছি। আমার খাদ্যে মাংসই প্রধান। মাংসই আমার খাদ্য।

সাই ঃ দেহের জন্যে খাদ্য প্রয়োজন। এমন কি জন্ম খাদ্যের উপর নির্ভর করে। মা ও বাবা খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হয় এবং শিশুর জন্ম দেয়। মা ও বাবা খাদ্য থেকেই বেড়ে উঠে। সমস্ত দেহই খাদ্যের একটি পুঁটলি। যে ধরণের খাদ্য গ্রহণ করবে মনের চিন্তাধারা সেইরকম হবে। যদি সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ কর, সাত্ত্বিক ফল হবে। ফল, দুধ এবং যা কিছুই ঠাণ্ডা গ্রহণ করবে, পেঁয়াজের মত গরম নয়। মাংস রক্তে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেমন কামনা ও সেই জাতীয় আবেগ। মাছ থেকে নোংরা চিন্তা আসে। যদিও মাছ সব সময় জলে থাকে তবু এর দুর্গন্ধ আছে।

দর্শক ঃ ভেড়া কেমন ?

সাই ঃ যারা দৈহিক শক্তি চায় বা শরীর চর্চা করে তাদের পক্ষে মাংস ভালো—কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী তাদের পক্ষে মাংস ভালো নয়।

দর্শক ঃ কিন্তু প্রোটিন, যা মাংস থেকে পাওয়া যায় ?

সাই ঃ হ্যাঁ, দেহের প্রোটিন মাংস দিতে পারে, কিন্তু মনের প্রোটিন দিতে পারে না। যদি তুমি আধ্যাত্মিক জীবন চাও মাংস ভালো নয়। জাগতিক জীবন যারা চায় তারা মাংস খেতে পারে। আধ্যাত্মিক দিক থেকে অপর একটি কারণ আছে। যখন তুমি একটি পশুকে হত্যা করছো তুমি তাকে কষ্ট দিচ্ছো, যন্ত্রণা দিচ্ছো এবং ক্ষতি করছো। ভগবান সর্ব জীবে—তাহলে কি করে তুমি এই যন্ত্রণা দিতে পারো ? কখনও,

কখনও যখন কেউ কুকুরকে মারে তখন সে কাঁদে, কত কষ্ট পায়? তাহলে হত্যা করলে কত বেশি কষ্ট হয়? পশু মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্যে জন্মায়নি। তারা জগতে নিজের জীবন গঠনের কাজ করবার জন্যে এসেছে। যখন একজন মানুষ মরে যায়, শেয়াল বা অন্য কোন পশু তার দেহ খেতে পারে, কিন্তু যারা মানুষের দেহ আহার করে, তাদের খাদ্য হিসেবে আমরা আসিনি। আমরা সেই উদ্দেশ্যে আসিনি। তেমনি মানুষ পশু খায় কিন্তু পশু আমাদের খাদ্য হিসেবে আসেনি। আমরা শুধু অভ্যাসবশতঃ মাংস খাই।

দর্শক: কিন্তু আমরা দুধ খাই, যা পশু হতে আসছে।

সাই: গরু থেকে যা কিছু আসে যেমন খানিকটা দুধ, মাখন, পনীর, এগুলো সব আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে ভালো। তাতে গরুর কোন ক্ষতি হচ্ছে না এবং তার উপকার হচ্ছে। কলি যুগের আগে দ্বাপর যুগে ৬৮৭০ বছর আগে দুধের প্রচলন হয়। কলিযুগের আয়ু হল এগার হাজার বছর।

দর্শক: কলিযুগ কি এখনও চলছে?

সাই: হ্যাঁ।

দর্শক: আমেরিকার কতগুলো বই বলে কলিযুগ শেষ হয়েছে এবং আর একটি যুগ চালু হয়েছে।

সাই: না। কলিযুগ শেষ হওয়ার আগে কিছু সময় ফাঁক আছে। যেমন পাখার গতি। পাখা চালু করার পর পুরোপুরি গতি নেবার ভেতর কিছু সময় থাকে। আবার যখন পাখা বন্ধ করা হয় তখনও পাখা কিছু সময় চলতে থাকে। জগতও এই পাখার মত ঘুরছে। কলিযুগ শেষ হয়ে গেলেও আরও কতকগুলো আবর্তন হবে সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগে। অবস্থা হবে একটি আলোকস্তম্ভের মালার মত। প্রত্যেক আলোকস্তম্ভের দূরত্ব প্রায় এক ফার্লং মত (অর্থাৎ ৪৪০ হাত)। একটি আলোকস্তম্ভের আলো দুটি আলোকস্তম্ভের মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সেই স্থানে পরের স্তম্ভের আলো ক্ষীণভাবে দেখা যায়। চারটি যুগ আছে। যুগ চক্র ঘুরতে ঘুরতে যখন শেষ হয় আবার তার পুনরাবৃত্তি হয়। কলিযুগ শেষ হতে এখনও ৫,৩২০ বছর বাকি।

দর্শক: জ্যোতিষশাস্ত্রে কলিযুগের স্থান কি ভাবে হবে?

সাই: জ্যোতিষশাস্ত্রে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয় তাতে বিভিন্ন দৈবজ্ঞের প্রত্যেকের গণনার মধ্যে পার্থক্য হয়। তার অর্থ ভুল হচ্ছে। সময়কে সুনির্দিষ্ট ভাবে ধরা যায় না, তাতে ভুল হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে নক্ষত্রগুলিকে একদিক থেকে দেখা হয়,—নক্ষত্রগুলো সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। সেটি ভুলের একটি কারণ। প্রত্যেক জিনিসই পরিবর্তনশীল। মানুষ বদলাচ্ছে এবং নক্ষত্রগুলিও বদলাচ্ছে। জ্যোতিষীরা এই পরিবর্তনগুলো বিবেচনা করে না এবং এটিও একটি ভুলের কারণ। জ্যোতিষীরা তাদের বিজ্ঞানকে ঠিকমত জানে না এবং তাতেও ভুল হয়। জ্যোতিষীরা মহান

পবিত্র জীবন যাপন করে না তাই আধ্যাত্মিক সাহায্য তারা পায় না। সেটাও একটা ভুলের কারণ। এতগুলি ভুলের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর নির্ভর করা যায় না এবং তাই ও ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

দর্শক : আমার পায়ের জন্যে কি করবো? এখনও ফুলে আছে ও যন্ত্রণা হচ্ছে।

সাই : এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িও না এবং পাহাড়ে চড়ো না। বিশ্রাম নাও।

দর্শক : কিন্তু আমি যখন পাহাড়ের গাছে উঠেছিলাম, আমি বুঝতে পারিনি।

সাই : তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। দেহ নৌকোর মত। জীবন হল নদীর মত। একদিকে জগৎ, অপরদিকে ভগবান। তাই অপরদিকে অর্থাৎ ভগবানের দিকে পৌছুতে গেলে তোমার এই দেহ-নৌকোর যত্ন নিতে হবে। যতক্ষণ খুসী জীবন-জলে দেহ-নৌকোকে ভাসিয়ে রাখতে পারবে—কোন বিপদ হবে না। কিন্তু নৌকোর মধ্যে যদি জল ঢোকে তাহলেই বিপদ। তুমি জগতে যত বছরই থাকো না কেন—কিন্তু জগতকে ধরে থাকতে দেবে না। আন্তর জগতকে যেন জগৎ ধরে রাখতে না পারে। পদ্মফুলের উদাহরণ নাও। গভীর নীচে কাদায় সে থাকে। আলোতে বেরিয়ে আসে—জল ছাড়া তা বাঁচতে পারে না। কিন্তু এটি কাদা বা জলের সঙ্গে মিশে যায় না। তুমি পদ্ম দেখেছো, জল এর গায়ে লাগলেও আবার গড়িয়ে পড়ে যায়। এখন ভগবান সম্বন্ধে কিছু বললেই বলা হয় 'পদ্মনেত্র', 'পাদপদ্ম'—এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের জন্যে তা বলা হয়।

সাই (জনৈক দর্শককে) : তোমার যদি সৌখিন কানের দুল থাকে, তুমি কি সেটা পরবে?

দর্শক : ও, নিশ্চয়ই। (সাই হাত ঘুরিয়ে দর্শককে এক জোড়া সোনা ও জড়োয়ার কানের দুল সৃষ্টি করে দিলেন)

সাই : দেখ এগুলি সৌখিন কিন্তু বেশি দামী নয়। (যেখানে দর্শকটি বসে ছিলো সেখানে সাই গেলেন ও নিজের হাতে তার কানে পরিয়ে দিলেন। দর্শকদের মধ্যে একটা আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা গেল।)

দর্শক : (যার টাক মাথা ছিলো) স্বামী আপনি চুল তৈরী করে দিতে পারেন?

সাই : (বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দর্শক বাধা দিলো।)

দর্শক : না স্বামী এটা ঠাট্টামাত্র।

দোভাষী : স্বামী সব কিছুই করতে পারেন। স্বামী বলছেন তিনি ঐ ভদ্রমহিলাকে কানের দুল দিলেন শুধু তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে। আনন্দ যত বেশি হবে অসুখও তাড়াতাড়ি চলে যাবে।

সাই : তাই হল তার ওষুধ। আনন্দ হল ওষুধ।

দর্শক : আমি পাহাড়ে কল্পতরু বৃক্ষ দেখতে যেতে চাই।

সাই : এই হচ্ছে কল্পতরু বৃক্ষ স্বামী হলেন কল্পতরু। যা চাইবে স্বামী তা

দিতে সক্ষম। যদি তুমি কিছু চাও এই রয়েছে বৃক্ষ। এটি একটি সোনার দোকান ও ক্যামেরার দোকান! (দর্শকদের মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস।)

দর্শক ঃ স্বামীর দানগুলো চমৎকার। কিন্তু একজন যদি তার মনের শান্তি চায় তাহলে কি হবে?

সাই : কেবলমাত্র ভগবানের চিন্তা এবং তাঁর প্রতি তীব্র ভালবাসা শান্তি আনতে পারে। জাগতিক চিন্তা যত কমবে ভগবানের চিন্তা তত বাড়বে। সাধারণতঃ মন সব সময় জাগতিক চিন্তা করতে চায়। এক এক করে কামনা বাসনা যত সরে যাবে শান্তি তত জোরালো হবে। তুমি সুতো বুনে কাপড় তৈরী করো—যদি সুতোগুলো সরে যায় কাপড় আর থাকে না। যখন ভগবানে চিন্তা তখন মনের শান্তি। স্বামী মনের শান্তি দিতে পারেন না। তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আমরা এই অস্থায়ী দেহতে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক সাধনা করি। যদিও এই দেহ অস্থায়ী, আমাদের সত্যকে জানার জন্যে এই অস্থায়ী জিনিসকেই ব্যবহার করতে হবে।

দর্শক ঃ কিন্তু শান্তি সম্বন্ধে জানতে চাই।

সাই ঃ হ্যাঁ। যদি বাসনাগুলোকে এক এক করে কেটে ফেলা হয় তাহলে সেখানে শান্তি। যখন একটা একটা করে বাসনা সরে যাবে তখন মনের মৃত্যু হবে। তখন সেখানে মনের শান্তি। স্বামী মনের শান্তি দিতে পারে না। তোমায় নিজেকেই তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে, প্রশ্ন বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করো, আমি কে'? এই আমার দেহ, মন এবং বুদ্ধি। কিন্তু কে এই 'আমার'? 'আমার' বলে যাদের ঘোষণা করা হয় তাদের মালিকানা কে দাবী করে থাকে? 'আমার', 'আমার' বলতে মালিকানা বোঝায়। সেই আমার হচ্ছে জীবন। যতক্ষণ দেহে জীবন রয়েছে ততক্ষণ 'আমার' এবং বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, 'আমার' দেহ 'আমার' বাড়ী, 'আমার' জমি—কিন্তু যেই মুহূর্তে তুমি দেহ থেকে জীবন বার করে নিচ্ছ তখন 'আমার' বলে কিছু নেই। নেই কোন মালিকানা। জীবন হল ভগবান। 'আমি কে?' উত্তর হবে আমি ভগবান। দেহ আসে এবং চলে যায় কিন্তু আত্মা স্থায়ী। দেহের জন্ম এবং মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মার তেমন কিছু নেই। 'আমি ভগবান' এই কথা বলার স্তরে তুমি পৌঁছুতে পার। কিন্তু তবু সেখানে দ্বৈত রয়েছে, 'ভগবান এবং আমি'। এটা পূর্ণ সত্য নয়। যখন আমরা শ্বাস নিই—শ্বাস শব্দ তোলে 'সো—হম', 'তিনিই আমি।' সেখানে তখনও দেহজ্ঞান রয়েছে, 'আমি।' কিন্তু গভীর নিদ্রায় 'তিনি' এবং 'আমি' এই ঘোষণা থাকে না এবং কেবলমাত্র 'ও এবং ম' থাকে, 'ওম' বলতে বোঝায় এক।

হিসলপ ঃ একজন এটা বুঝতে পারে কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু কখন এই বুদ্ধিগত চেতনা বাস্তবে পরিবর্তন হয়ে থাকে?

সাই ঃ এটা তখনই বাস্তবে পরিণত হবে যখন তুমি কঠোরভাবে তা অভ্যাস করবে। তুমি অনেক কিছু পড়। কিন্তু যা কিছু পড় সব অভ্যাস করতে হয় না।

একটা কি দুটো জিনিস নিয়ে অভ্যাস করলে তাই তোমার কাছে বাস্তব হয়ে উঠবে। যখন হাসপাতালে যাও, সেখানে কত ওষুধ রয়েছে। তোমার সব ওষুধ নেওয়ার দরকার নেই কেবল সেইটাই চাই যেটি তোমার অসুখ সারাবে। তোমার সব ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই। যে ধরণের আধ্যাত্মিক সাধনা তুমি যত্ন সহকারে অভ্যাস করতে চাও—তুমি শুধু সেই ওষুধই নেবে। সব কিছুই সংগ্রহ করবে না। কারণ বেশি পুথিগত জ্ঞান কেবলমাত্র সন্দেহ জাগায় এবং সবকিছু গোলমাল করে দেয়। এটা কি সেটা কি জিজ্ঞেস করে তোমার মনে অনেক সন্দেহ এসে যাবে এবং সেগুলোর মীমাংসায় অনেক সময় নষ্ট হবে।

হিসলপ : আমার জন্যে কি ওষুধ দরকার আমাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ডাক্তার কি বলেন ?

সাই : ধ্যান। কারণ ধ্যানের দ্বারা প্রথমে তোমার ইন্দ্রিয়সংযম হবে। এবং যোগ তোমার দেহকে সাহায্য করবে। এবং মন যখন স্থির হবে একাগ্রতা আপনা থেকেই আসবে। যখন তোমার এই একাগ্রতা আসবে, তুমি মনে শান্তি পাবে।

সাক্ষাৎকার শেষ

তিন

হিসলপ : স্বামী বলেন, "সব কিছুই ভগবান করেন, তুমি কিছু করো না।" কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই ধারণা রয়েছে যে মানুষই তার নিজের কর্মের জন্যে দায়ী।

সাই : তুমি ভগবান। যতক্ষণ তুমি মনুষ্যস্তরে রয়েছ ততক্ষণ তোমার এই ধারণা থাকতে পারে।

হিসলপ : "যতক্ষণ মনুষ্যস্তরে রয়েছি"। এর মানে কি এই যে মনুষ্যস্তর হল একজনের ইচ্ছানুরূপ কর্মের উপর নির্ভরশীল ?

সাই : ইচ্ছানুরূপ কর্ম নয়। এটা হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া ব্যাপার। এটা হল মায়া। তোমরা এখানে সন্দেহ নিয়ে এসে থাক। স্বামী তা জানেন। তাই তিনি তোমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার একটা সুযোগ দিয়ে থাকেন। যদি একজন জ্ঞানী আসেন, দিব্যত্ব সম্বন্ধে যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করেন না যে তার সন্দেহ কি ? তোমার প্রশ্নগুলো, তুমি যে জাগতিক স্তরে রয়েছো তার সাক্ষী দিচ্ছে। বাবার শিক্ষা—মানুষের স্তর অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। একজন স্কুলের শিক্ষক আবার নাম করা বৈদিক পণ্ডিতও হতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি শিশুকে পড়ান, তখন শুধু বলেন এই অক্ষর হল 'অ' এই অক্ষর হল 'আ', এই রকম। মা এক শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছেন, অপর জনকে নরম খাদ্য দিচ্ছেন, আবার একজনের জন্যে পাচককে খেতে দিতে বলছেন এবং সবচেয়ে বড়জনকে বলছেন নিজে নিয়ে খেতে।

যদিও বিভিন্ন সন্তানের প্রতি মার ব্যবহার ভিন্ন ধরণের, তাঁর ভালবাসা প্রত্যেকের প্রতি সমান। মানুষের চারটি বিভিন্ন স্তর আছে এবং ভগবান প্রত্যেক স্তরের মানুষকেই পৃথক এবং সঠিক সাহায্য করেন। প্রথম যারা বিপদে পড়েছে, দ্বিতীয় যারা সমৃদ্ধি চাইছে, তৃতীয় যারা সত্যকে জানার জন্যে আত্মানুসন্ধান করছে। চতুর্থ যারা জ্ঞানী। এই মুহূর্তে তোমার মধ্যে চেতন ও অবচেতনের মিশ্রণ রয়েছে। সেইজন্যে তোমার মধ্যে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ রয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় কোন ছাপই থাকে না। অতিমানবিক চেতনার স্তরে কোন সন্দেহ থাকে না, সেখানে শুধু সিদ্ধান্ত থাকে—এই স্তরে কোন দেহ নেই, কোন মন নেই, যদিও দর্শন থাকতে পারে। এই অতি-চেতনার উপর আর একটি স্তর আছে। দিব্য চেতনা, সেখানে শুধুমাত্র ভগবান আছেন। অতিমানবিক চেতনার স্তরে একটি ক্ষীণ দ্বৈতভাব থাকে দাতা এবং গ্রহীতার মত। সাধারণ স্তরে তিনটি থাকে : দাতা, দান এবং গ্রহীতা। দিব্য চেতনায় শুধুমাত্র দাতা। বাস্তবিক এক ছাড়া আর সব মিথ্যা ; এমন কি সাধনাও। এখানে সন্দেহ হতে পারে কি করে সাধনা, যা হল মিথ্যা, তা থেকে মিথ্যা ছাড়া অন্য ফল লাভ হতে পারে। এটি হল এই রকম, স্বপ্ন হল মিথ্যা। কিন্তু স্বপ্ন এত জোরালো আর এত ভয়ের হতে পারে যে স্বপ্ন দেখে কেউ জেগে ওঠে। সাধনাও এইরকম। সাধনা থেকে একজন বাস্তবে জেগে উঠবে, সাধনাকে তত জোরালো হতে হলে অতিমানবিক চেতনায়, যেখানে দেহ ও মন অতিক্রান্ত হয়, সেখানে সাধনাকে দৃঢ় হতে হবে। ঐ গভীর তুরীয় অবস্থা হতে সত্য প্রদীপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।

হিসলপ : আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পথের কথা শোনা যায়, তার মানে কি ?

সাই : তিনটি রাস্তা আছে। একটি ভক্তির পথ ; যেখানে গুরু পথ দেখান এবং গুরুই সব কিছু করেন। তারপর, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান এই ধারণা ; ভবিষ্যত বর্তমানে এসে পড়ে এবং অতীত বর্তমান থেকে সরে পড়ে। ভগবান সর্বত্র বিরাজিত, তাই বর্তমানই হল ভগবান ; এই হল জ্ঞান। তারপর, ঈশ্বরের শরণাগতি। কিন্তু শরণাগতির মানে এই নয় যে সব কাজ তাঁর নাম নিয়ে করা। ভগবানের শরণাগতি মানে সমস্ত ভুবন তাঁর দেহ এই জ্ঞান। শরণাগতি তখন, যখন কর্তা, কর্ম এবং বস্তু সবই ভগবান। এটা জোর করে হয় না। স্বাভাবিক ভাবে আসে। বিশ্বাস হল ভিত্তি এবং শরণাগতি হল চূড়ো।

হিসলপ : আত্ম উপলব্ধির অনেকগুলি রাস্তার মধ্যে সহজ রাস্তা কোনটি ?

সাই : সহজ রাস্তা এই রকম : ভগবানের নাম হল বীজ ; প্রেম হল জল—যার দ্বারা শস্য জন্মায়, নিয়মানুবর্তিতা হল বেড়া যা বাড়ন্ত শস্যকে রক্ষা করে। ক্ষেত্র, যেখানে শস্য জন্মায় তা হল আধ্যাত্মিক হৃদয়। ফসল হল আনন্দ।

হিসলপ : যখন একজন সর্বদা আত্মজ্ঞ হয়ে থাকেন, তখন সে কেন আত্মোপলব্ধি লাভের জন্যে চেষ্টা করবে ?

সাই : যেমন এখন মনের ভেতর ইন্দ্রিয়-সত্তাগুলোর মিশ্রণ রয়েছে। মনের পূর্ণ একাগ্রতা নেই।

হিসলপ : স্বামী একটা উড়োজাহাজ যে ভারতে এসে পৌছবে তার জন্যে সময় দরকার, কিন্তু আত্ম উপলব্ধি লাভের জন্যে সময়ের কেন দরকার? সময়কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক জেগে উঠা কি সম্ভব নয়?

সাই : সময়কে বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক জেগে উঠা? হঁ্যা, তা সম্ভব: যদি বিশ্বাস পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত হয় তাহলে ঐ মুহূর্তে পূর্ণ কৃপা আসতে পারে—যেমন বন্দুকের গুলি এবং আওয়াজ একই সঙ্গে বেরোয়।

হিসলপ : কিন্তু স্বামী একজনের বিশ্বাস যে তার ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস আছে। সুতরাং সেখানে নিশ্চয়ই আত্মবঞ্চনা রয়েছে?

সাই : যতক্ষণ একজন মনে করছে তার বিশ্বাস আছে—ততক্ষণ তার বিশ্বাস নেই। যেমন, একজন যতক্ষণ মনে করছে যে সে ধ্যান করছে ততক্ষণ সে ধ্যান করছে না। যখন ধ্যান আপনা থেকে হবে সমস্ত দিন ধরে, তখন সেটা ধ্যান। পূর্ণ বিশ্বাস আসে সাধনার দ্বারা—যেমন বম্বের দিকে এগিয়ে গেলে বম্বেতে পৌছানো যায়।

হিসলপ : সাধনাকে যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়ে থাকে সেটা মনে হচ্ছে ভুল, কারণ তা একটা ফললাভের দিকে লক্ষ্য রেখে সচেতন চেষ্টা। আমার মনে হয় সাধনা তখনই সঠিক, যখন সেটা হয় স্বতঃস্ফূর্ত। তখন সে ভগবানকে ভাল না বেসে পারবে না, সে আত্মানুসন্ধান না করে পারবে না।

সাই : তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু সেই ভগবানে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। এটা কেবলমাত্র ধারণা। তোমার একটা বিশ্বাস রয়েছে যে ভগবানের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতই তোমার রয়েছে। বহু জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনার ফল হল এই বিশ্বাস।

হিসলপ : অবসরপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে কোন সাধনা ঠিক?

সাই : সকাল বিকেল ধ্যান। দিনগুলো সৎকাজে ব্যয় করা।

দর্শক : মেয়েদের পক্ষে কোন সাধনা ঠিক?

সাই : মেয়েদের বাড়ী, ছেলেমেয়ে ও স্বামীর প্রতি কর্তব্য রয়েছে। তারা খুবই ব্যস্ত। সকাল বিকেল ধ্যান করতে পারে। সারাদিনে যে কাজ অন্যের জন্যে করা হয়েছে এখন থেকে সেই কাজই ভগবানের পূজা হিসেবে উৎসর্গ করা উচিৎ। এটা হবে মেয়েদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

চার

হিসলপ : আজ সকালে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি করে আসার সময় দেখলাম ড্রাইভারের পর্যন্ত স্বামীর লীলা সম্বন্ধে চমৎকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবং বম্বের

এয়ারপোর্ট অফিসাররা তাঁদের বাড়ীতে ঘটা স্বামীর কতকগুলো অলৌকিক ঘটনার কথা বলছিলেন।

সাই ঃ সারা ভারতে এই রকম অলৌকিক ঘটনা লক্ষ লক্ষ বাড়ীতে ঘটছে। স্বামী হাত নামিয়ে রেখেছেন তাই তাঁর লীলার প্রচার ছড়িয়ে পড়ছে না। দেশের শাসক গোষ্ঠি জানেন—কিন্তু তাঁরা চুপচাপ রয়েছেন। এগুলোর প্রচার হলে লক্ষ লক্ষ লোক স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবে। সরকার স্বামীকে ঘিরে রাখবে নিরাপত্তা প্রহরী দিয়ে এবং ভক্তেরা তাঁর কাছে যেতে পারবে না। এখনও সময় হয়নি।

হিসলপ ঃ এখন আমরা স্বামীর কত কাছাকাছি রয়েছি—ভবিষ্যতে যখন লক্ষ লক্ষ লোক স্বামীকে ঘিরে থাকবে তখন আমরা এই সুযোগ হারাবো।

সাই ঃ তা নয়। বাবা কারো প্রতি প্রসন্ন হলে সে তখনও বাবার সন্নিকটে থাকবে। সেটা বাবার সংকল্প।

হিসলপ ঃ কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজন আছেন যাঁরা স্বামীকে ভগবানের অবতার হিসেবে দেখছেন।

সাই ঃ একজন আকাশে একটি বিমান দেখছে—সে চালককে দেখতে পাচ্ছে না —কিন্তু সে জানে যে সেখানে একজন চালক রয়েছেন। চালককে দেখার জন্যে তাকে একটি টিকিট কিনতে হবে। এই ব্রহ্মাণ্ডেরও একজন চালক রয়েছেন—তিনি ভগবান। তাঁকে দেখবার টিকিট হল তাঁর কৃপা। সেই কৃপা পাওয়া যায় বিভিন্ন সাধনার দ্বারা। সব সাধনার মূলে রয়েছে প্রেম। সাধনা বাস্তব হবে যখন সেখানে ভালবাসা থাকবে। প্রেম ছাড়া কোন সাধনার মূল্য নেই। ভগবানের কৃপা পেতে হলে বিশ্বাস প্রয়োজন। প্রেম ছাড়া বিশ্বাস আসে না। সেই ভালবাসা হল অন্তরের যা স্বতঃস্ফূর্ত। প্রেম হল ভগবান। যে ভালবাসা হৃদয় পূর্ণ করে তা হল স্বামী—যিনি হৃদয়বাসী।

হিসলপ ঃ ভগবানে একশভাগ বিশ্বাস কাকে বলে?

সাই ঃ একশত ভাগ বিশ্বাস আসে আত্মা থেকে। পূর্ণ বিশ্বাস হল সর্বদাই সমান। সুখে এবং দুঃখে তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। জীবনের সঙ্গে দুধের তুলনা করা যায়। ছানার জলে তেল থাকে না। মাখনে কিছুটা জল থাকে। এই হল ভালো এবং মন্দ—মাখন হল ভালো প্রবণতা, জল হল মন্দ প্রবণতা। যখন মাখন ফোটানো হয় এক সময় দুর্গন্ধ বেরোয়। এই গন্ধ হল সেই অপবিত্র জিনিসের যা ফোটার ফলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস রাখ এবং ফুটিয়ে যাও। এক সময় বিশুদ্ধ ঘি বেরিয়ে আসবে। সেই পবিত্র ঘি হল জ্ঞান। জ্ঞানের শেষ হল মুক্তি।

পাঁচ

হিসলপ: স্বামী এখানে একটি ঘটনা ঘটেছে। এই বাক্সের চারপাশে জল রয়েছে। শাড়ীগুলো ভিজে যাবে। (স্বামী বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেললেন এবং আমরা যারা ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম দেখলাম শাড়ীর ধারগুলি ভিজে গেছে। বম্বের ধর্মক্ষেত্রে একটি টেবিলের উপর শক্ত মোটা কাগজের বাক্সের ভিতর চারটি শাড়ী ছিলো। স্বামী ৯৬টি শাড়ী বেছে নিয়েছিলেন, কয়েকজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের দেবার জন্যে। ৪টি শাড়ী বাক্সের মধ্যে রাখা ছিলো শাড়ী ব্যবসায়ীকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। টেবিলের কাছাকাছি কোথাও জল ছিলো না। হিসলপ ও আরও কয়েকজন এবং স্বামী সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন—স্বামীর একটি একটি করে শাড়ীগুলি পরীক্ষা করার সময় থেকে।)

সাই: শাড়ীগুলো কাঁদছে, স্বামী তাদের বাতিল করে দিয়েছেন বলে। এখন আমি এদের নেবো।

হিসলপ: স্বামী এটা কেমন করে হল? স্বামী কি বলছেন যে জড় বস্তুর ব্যথার অনুভূতি আছে এবং সেও কাঁদে?

সাই: জড়বস্তুরও আনন্দ এবং দুঃখের অনুভূতি আছে। লঙ্কায় বানররা সেতু তৈরী করছিল—যাতে রামচন্দ্র তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন, সীতা যেখানে বন্দী হয়েছিলেন সেই রাবণের রাজ্যে। শেষ পাহাড়ের চূড়োটি সেতুর কাছে আনা হচ্ছিলো—কিন্তু খুব দেরী হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং তার আর প্রয়োজন ছিলো না। এই অবস্থায় পাহাড়টি দুঃখে চোখের জল ফেললো—এই খবর রামচন্দ্রকে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেয়া হল। তাঁর অনেক করুণা ছিলো এবং তিনি কথা দিলেন যে পাহাড়টির আর দুঃখ করার প্রয়োজন নেই, ভবিষ্যতে তিনি নিশ্চয়ই ওটি ব্যবহার করবেন। কৃষ্ণ অবতারের সময় ঠিক এই গোবর্দ্ধন পাহাড়ের চূড়োকে শিশু কৃষ্ণ আঙুলে করে তুলে ধরেছিলেন এবং গোকুলের গোপালদের আশ্রয় দিয়েছিলেন ইন্দ্রের প্রবল বর্ষণের থেকে রক্ষা করার জন্যে।

হিসলপ: স্বামী, রাম, কৃষ্ণ এবং সেই পর্বতের চূড়োর সেই মহান নাটক আজ এই বম্বেতে আমাদের চোখের সামনে পুনরায় অভিনীত হল। শাড়ীগুলো আনা হল কিন্তু ব্যবহার করা গেল না। যন্ত্রণায় তারা চোখের জল ফেলছে। সহানুভূতিশীল স্বামী দয়া করলেন। বাতিল করা শাড়ীগুলিকে কাজে লাগাবেন, যদিও আসল উদ্দেশ্য স্বেচ্ছাসেবিকাদের দান হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। (মিসেস হিসলপ এবং অপর তিনজন মহিলাকে বাতিল করা শাড়ীগুলি দেওয়া হল।) এটা সেই অতীত কালের একই নাটক আজ এই দিনে আবার মঞ্চস্থ হল।

সাই: হ্যাঁ এবং সেই একই রাম এবং একই কৃষ্ণ এইখানে হাজির।

ছয়

দর্শক ঃ একজন নিজেকে আয়নায় দেখতে পায়, আয়না থেকে সরে গেলে তার প্রতিচ্ছবি ছোট থেকে ছোট হতে থাকবে। আমি এখানে বসে আছি এবং হিসলপকে দেখছি। আমি যত দূরে সরে যাব, হিসলপ তত ছোট হতে থাকবে। কিন্তু হিসলপ ছোট নয়, সে বদলায়নি, সুতরাং আমি হিসলপকে দেখছি না। কিন্তু হিসলপ নিশ্চয়ই সেখানে আছে। তাই যখন আমি মনে করছিলাম হিসলপকে দেখছি তখন আমি কি দেখেছিলাম। যাকে আমি হিসলপ বলে দেখেছি সে যদি হিসলপ না হয় তাহলে হিসলপ কে ? আমি কি কোন রকম হিসলপের প্রতিচ্ছবি দেখছি ?

সাই ঃ এটা সত্যি যে তুমি হিসলপকে দেখছো না। তুমি হিসলপের প্রতিচ্ছবি দেখছো। প্রতিচ্ছবি ঐ নির্দিষ্ট আকার ও চরিত্র প্রকাশ করছে। তাহলে হিসলপ কি ? হিসলপ ভগবান। ঐ প্রতিচ্ছবি এবং আকার ভগবান নয়। কিন্তু সব আকার একত্রে—সব আকারের সমষ্টি হল ভগবান। ভগবান হলেন আকারের পেছনে যে সত্য তাই। জগৎ রয়েছে কিন্তু এর সত্তাকে দেখা যাচ্ছে না। সেই সত্তা হল ভগবান। একজন এই সত্যকে জানতে পারে যে সব আকারের পেছনের সত্য হল ভগবান। একবার এই উপলব্ধি হলে কখনও হারায় না। সর্বদা আকারকেই দেখলেও সে সেই সত্য সেই বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন থাকে।

দর্শক ঃ আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। ধর্মগ্রন্থে এর নাম নির্বিকল্প সমাধি। বস্তু ছাড়া যে চেতনা কেবলমাত্র সেই শুদ্ধ চৈতন্যই থাকে। এই পবিত্র চৈতন্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে আবার আমি তা হারিয়ে ফেলি। একজন কি এই ক্ষতিকে বন্ধ করে দিতে পারে ?

সাই ঃ এটা এইরকম। যখন বৃষ্টি মেঘকে ছেড়ে আসে তখন সেই জল পবিত্র, কিন্তু সেই জল দূষিত হয় যখন তা মাটিতে পড়ে। কোন কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই জল বিশুদ্ধ করা যায়—কিন্তু বৃষ্টির জলের মত তা বিশুদ্ধ হতে পারে না। ঠিক সেই ভাবে তুমি নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা হারাবে যখন কর্ত্তব্য কর্ম তোমাকে ডাকবে। সাধনার দ্বারা জাগতিক জীবন পবিত্র হতে পারে কিন্তু তা নির্বিকল্প সমাধির মত পবিত্র হবে না।

দর্শক ঃ আমি কি আমার কাজকর্ম ছেড়ে দেবো ?

সাই ঃ না, শুধু কাজ করবে—কাজ নিয়োগকর্ত্তার জন্যে করবে না। কাজ করবে ঈশ্বরের জন্যে।

দর্শক ঃ আমি দেশে ফিরে যখন আমার কাজ করবো তখন এই উপদেশ পালন করবার চেষ্টা করবো।

সাত

(একদল কৃষক, যাদের কাছ থেকে স্বামী কলেজ সংলগ্ন কিছু জমি কিনেছিলেন, বিক্রির টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা একটি ব্যাগ এনেছিলো। কিন্তু স্বামী যে টাকা দেবেন বলেছিলেন তার ছয়গুণ বেশি টাকা তাদের দিলেন। টাকার পরিমাণ আকৃতিতে এত বেশি ছিলো যে তারা যে ব্যাগ এনেছিলো সে ব্যাগে ধরছিলো না। কৃষকেরা বুঝতে পারছিলো না কেন তাদের এত বেশি টাকা দেওয়া হল।)

কৃষক : প্রভু, আপনার টাকা নিয়ে আমরা কি করে খাব? এগুলো ফিরিয়ে নিন।

সাই : না, বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে তোমরা ব্যবসা সুরু করবে বলে। এখন তোমাদের জমি বিক্রি হয়ে গেছে—তোমরা করবে কি? প্রত্যেককে কাজ করতে হবে, এবং জীবিকা উপার্জন করতে হবে।

আট

সাই : দশ টাকার নোট তোমাকে বলে যে অনেক মুখ দেখেছে এবং আরও অনেক মুখ দেখবে। টাকা তোমার হাতে আসে কিন্তু থাকে না, কিন্তু নৈতিকতা আসে এবং থেকে যায়। টাকা আসে এবং চলে যায় কিন্তু নৈতিকতা আসে এবং বৃদ্ধি পায়। অনেক লোক আছে যারা টাকা পয়সার অপব্যবহার করে ও অসৎ কাজে নিজেকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সৎ কাজে টাকা ব্যয় করবার সুযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যায় এবং অনিচ্ছুক হয়ে অনেক আপত্তি জানায়।

নয়

হিসলপ : স্বামী সিমলার পথে ড্রাইভাররা স্বামীর গাড়ীর ঠিক পেছনে থাকার জন্যে অত্যন্ত অসাবধানে গাড়ী চালাচ্ছিলো। এক সময় আমাদের গাড়ীটি, যেটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছিলো, হঠাৎ বাঁক নেয় আর একটা গাড়ীকে বাঁচানোর জন্যে, যার ফলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পুলিশকে প্রায় চাপা দিতে যাচ্ছিলো। এটা নিশ্চিত মনে হয়েছিলো যে তাকে ধাক্কা থেকে বাঁচাবার মত সময় বা জায়গা ছিলো না, কিন্তু শেষ মুহূর্তে গাড়ীটি কেবলমাত্র পুলিশের পোষাকটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল এবং তার কোন ক্ষতি হল না। স্বামী এটা কি ঠিক নয় যে স্বামী নিজে প্রত্যেক ভক্তের গাড়ী চালান?

সাই: না, এটা ড্রাইভারের দায়িত্ব—তাকে সাবধানী এবং দায়িত্বপূর্ণ হতে হবে। কেবলমাত্র দুর্ঘটনার মুহূর্তে স্বামী অবস্থাটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন।

হিসলপ: যারা বুড়ো এবং অনেকদিন আগে বিয়ে হয়েছিল সেইরকম লোকদের স্বামী আবার বিয়ে দেন কেন?

সাই: ভারতে ৬০ বছর বয়সে লোকেদের দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় যা হল আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ বিবাহ এবং তা ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার থাকে না। ৬০ বছর বয়েসের আগে স্বামী স্ত্রী ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে। ৭০ বছর বয়সে ৭ এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—সপ্তর্ষিরা আছেন এবং ৭০ বছর বয়সে মানুষের এই ঋষিদের সঙ্গে লয় হয়ে যাওয়া উচিত। অষ্ট দেবতা আছেন যাঁরা বিভিন্ন দিকের পরিচালনা করেন। ৮০ বছর বয়সে আমাদের উচিত এই দেবতাদের সঙ্গে লয় হয়ে যাওয়া। ৯টি বিশেষ গ্রহ আছে এবং ৯০ বছর বয়সে আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে লয় হওয়া। ১০০ বছর বয়সে প্রত্যেকেরই উচিত ৫টি কর্মেন্দ্রিয় ও ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব করা এবং ভগবানের সঙ্গে লয় হয়ে যাওয়া। ৫টি কর্মেন্দ্রিয় হল কথা বলা, গ্রহণ করা, চলাফেরা করা, পরিত্যাগ করা এবং খাওয়া। ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় হল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

জনৈক ভারতীয় দর্শক: হিন্দু রীতিনীতির কি কোন অর্থ আছে?

সাই: আমরা কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী এবং এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে উপযুক্ত সময়ে এবং এমনভাবে যাতে কৃতজ্ঞতার বাণীটি ঠিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। আমাদের কৃতজ্ঞতার প্রাপক হচ্ছেন মা, বাবা, গুরু, ভগবান, প্রকৃতি এবং ঋষিগণ। একটি চিঠির ঠিকানা যদি ঠিক থাকে তাহলে সেটি গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে এবং রাস্তায় সেই চিঠিটি বিভিন্ন প্রকারে কি ভাবে যাবে সেটা জানা বা তার জন্যে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। মা, বাবার ক্ষেত্রে তাদের দেহের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মন্ত্রের মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক ঠিকানার ব্যবস্থা আছে। মন্ত্র খুব শক্তিশালী এবং আগেকার দিনে এর উপর লোক নির্ভর করতো। এখন মানুষ যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। মন্ত্রদক্ষদের বলা হত ঋষি এবং যন্ত্রদক্ষদের বলা হয় বৈজ্ঞানিক।

(একজন বৈজ্ঞানিক দর্শক, বিজ্ঞান বনাম স্বামীর বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।)

সাই: বিজ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং সত্যের প্রতি তার অগ্রগতি হল মায়ার মাধ্যমে। এটি অত্যন্ত বিপদজনক পথ। রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যার সত্যটুকু পর্যন্ত বিজ্ঞান জানে না। গবেষণার ফলে প্রতি দশ বছর বা ঐ রকম সময়ের পরে পুরোনো সত্যগুলোকে পরিত্যাগ করা হয় বা সংশোধিত হয়। সেইজন্যে যখন মানুষ বিজ্ঞানের সঙ্গে বাবার আধ্যাত্মিক জগতের তুলনা করে তখন সে তুলনা করে একটি বিজ্ঞানের সঙ্গে (যার পরিণতি অজানা) আধ্যাত্মিক সত্যের (যে বিষয়ে সে অজ্ঞ)।

বিজ্ঞানের জন্ম নিম্নগতি ইন্দ্রিয় থেকে। আত্মা হল ঊর্ধ্বগতি ইন্দ্রিয়ের। সূর্যের যে গর্তগুলোর মধ্য দিয়ে তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে বাতাস ছোটে, সে সম্বন্ধেও বিজ্ঞান কিছু জানে না। বিজ্ঞান হল কেবলমাত্র আন্দাজে ঢিল মারা। প্রকৃত সত্য জানার জন্যে বাবার সম্বন্ধে পূর্ণ এবং সামগ্রিক জ্ঞান থাকা দরকার।

হিসলপ: বেদের কোন নির্ভরযোগ্য ইংরাজী অনুবাদ আছে?

সাই: কতকগুলো মৌলিক শব্দ এবং তাদের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেদের প্রকাশ। শব্দগুলোর সামান্যতম পরিবর্তনেও বক্তব্যবিষয়ের অর্থের তারতম্য হয়। বেদের সব শব্দগুলোকে কোন লিখিত ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অনেকগুলো শব্দ লেখাই সম্ভব নয়। বেদ হল ভগবানের শ্বাস-প্রশ্বাস যা একজনের কাছ থেকে আর একজনকে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে গলার স্বরের দ্বারা। সারা ভারতে মুষ্টিমেয় লোক আছেন, যারা ঠিকভাবে বেদ আবৃত্তি করতে পারেন। সম্প্রতি বেদসমূহকে লেখা এবং পুস্তকাকারে ছাপানোর কিছু চেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা অপচয় মাত্র।

দশ

সাই: ব্রহ্মাণ্ড হল গোলক। পৃথিবী এবং সকল জীব হল তার ভেতর ছোট ছোট গোলক। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাবার হাতে ধরা।

এগার

সাই: জগতকে ভুলে যাও। জীবকে ছেড়ে দাও। ভগবানের কাছে পৌঁছাও। বিভিন্ন রকমের সাধনার মধ্যে নাম স্মরণ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। তা করা সম্ভব না হলে, কর্ম হ'ল তারপর ভালো। যদি কোন সাধনাই না করা যায় ভগবানে ভালবাসা যথেষ্ট। ভগবানকে ভালবাসলে কোন নিয়মানুবর্তিতা বা অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। ভগবানে ভালবাসাই যথেষ্ট।

বারো

হিসলপ: বাবার কেন সাধারণ বিদ্যালয় রয়েছে? কেন ধর্মীয় বিদ্যালয় নেই?

সাই: ধর্মীয় বিদ্যালয় শুধু ধার্মিককে টানে। বাবার সঙ্কল্প হল সর্ব জনসাধারণের ভক্তি এবং ধর্মীয় জীবনকে জাগান। বাবার কাজের একদিক হল শিক্ষা সংস্কার এবং তা যদি অসম্ভব হ'ত, তাহলে বাবা আসতেন না। এখন তিনি এসে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে তাঁর সঙ্কল্প পূর্ণ হবে। কিন্তু তত দ্রুত নয় যেমন অধৈর্য্য মানুষ চায়। টি, ভি-র মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার দ্বারা তাড়াতাড়ি পরিবর্তন আনা

সম্ভব, কিন্তু এটি সাময়িক। ভগবানের দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের চেয়ে পৃথক। তিনি জানেন তাড়াতাড়ি যাত্রা স্বরু করা, ধীরে চলা এবং নিরাপদে পৌছানোই ঠিক। বাবা যে পরিবর্ত্তন আনবেন সেটা হয়ত খুব ধীর পদ্ধতিতে হবে, যেমন তাঁর কলেজগুলো, কিন্তু পদ্ধতিটি ফলপ্রদ হবে।

হিসলপ: যুবকদের চরিত্র এবং ব্যবহার সংশোধন করতে আমরা কি করবো?

সাই: একজন শিশু একবার হাত না পোড়া পর্য্যন্ত সে গরম বাতি স্পর্শ করবেই। যুবকদের ভারসাম্য নেই। তাছাড়া তারা সঙ্গে সঙ্গে ফল চায়। গতকাল এখানে একটি বিবাহ হয়েছিলো, যুবক লোকটি তৎক্ষণাৎ একটি পুত্র চায়—৯ মাস অপেক্ষা করতে সে রাজী নয়। একজন তথাকথিত গুরুকে দেখা গেল, যুবক লোকেরা তাকে ঘিরে ধরলো সঙ্গে সঙ্গে আত্মোপলব্ধি হওয়ার আশায়। হতাশ হয়ে ফিরে যাবার মাধ্যমে তারা সাবধানতা এবং ধৈর্য্যের শিক্ষা পেল। একটি ছোট উদাহরণ, একটি যুবক বহু পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় শিক্ষকরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই তাকে বি. এ. পাশ করিয়ে দিলেন; সে খুব গরীব পিতামাতার সন্তান। এখন তার পিতা-মাতার খুব গর্ব হল এবং বললো 'আমরা তোমার একটি স্ত্রী আনবো'। ছেলেটি উত্তর দিলো 'আমি একটি বি. এ. পাশ মেয়ে চাই কারণ আমি বি. এ.।' মা বললেন 'আমরা একটি মেয়ের জন্যে ভৃত্য রাখতে পারবো না যে সকাল ৯টার সময় ঘর থেকে বার হবে। আমরা এমন একটি বধূ চাই যে আমাদের ঘরের কাজে সাহায্য করবে।' ছেলে উত্তর দিলো, 'আমার ব্যাপারে আমার যা দরকার তাই হবে—। আমি যেমন বলছি তেমন না করলে আমি চলে যাব।' মা এবং বাবা ছেলের সর্ত মেলে নিল এবং নিশ্চিত হয়ে তেমনই বধূ আনলো। ছেলেটি বন্ধুদের বললো 'আমি এখন নিজে সুখী।' তিনদিন পরে সে তার স্ত্রীকে বলল 'প্রিয়ে ওঠ, এবং আমার জন্যে কফি তৈরী কর।' স্ত্রী উত্তর দিলো 'প্রিয়, আমি তোমার মতই বি. এ.। দয়া করে উঠে তুমি আমার জন্যে কফি তৈরী কর।' এখন ছেলেটি সকলের কাছে ঘোষণা করলো যে এই জীবনে সমস্তই ব্যর্থ, অশান্তি এবং দুঃখপূর্ণ। এইভাবে তিনদিনের মধ্যে পূর্ণ সুখ থেকে পূর্ণ দুঃখ। যুবকের এই ব্যবহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, কারণ সে পিতামাতাকে সম্মান দিতে শেখেনি। আধ্যাত্মিক পথেও এদের ব্যবহার এইরকম। তাদের আধ্যাত্মিক আলো কেমন করে আসবে যতক্ষণ না ভেতর পরিষ্কার হচ্ছে? ভেতরের কাজ হল শান্তভাবে অনুসন্ধান এবং বাছাই করা। ভেতর পরিষ্কার হলে তবেই বাইরের নিয়মানুবর্ত্তিতা কাজে লাগে।

হিসলপ: এখনকার যুবকেরা বলে যে পিতামাতাই যখন ভুল কাজে রত, তখন কি করে তারা পিতামাতাকে সম্মান দেবে?

সাই: যুবকরা পিতামাতার উদ্বেগ জানে না। পিতামাতা যত ভুল করুক না কেন, তারা ছেলে মেয়ের ভালোই শুধু চায়। অন্ততঃপক্ষে, পিতামাতা যে তাদের জন্যে কত স্বার্থ ত্যাগ করেন, যত্ন নেন ও তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ও জীবন

গ্রহণের সুযোগ দেবার জন্যে যে ভালবাসা দেন তার জন্যে তাদের সম্মান করা উচিৎ। এই সকল বিষয়ের মূল্য উপলব্ধি করে পিতামাতার দোষ থাকলেও তাদের সম্মান করা উচিত। কেবলমাত্র পিতামাতাকে সম্মান করলে, সন্তানদের সন্তানরা তাদের সম্মান করবে। এটি একটি পরিষ্কার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ঘটনা।

হিসলপ: স্বামী, যদি মা বাবা একরকম বলেন এবং গুরু অন্য রকম বলেন, কার কথার বেশি মূল্য দেওয়া হবে?

সাই: পিতামাতা, যাঁরা এই দেহ দিয়েছেন, তাঁরা ভগবানেরও উপরে।

হিসলপ: পিতামাতা ভগবানেরও আগে কথাটা আশ্চর্য শোনাচ্ছে।

সাই: সাংসারিক লোকেদের পক্ষে এটাই সত্য। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনকারী যুবকদের পক্ষে ভগবান সকলের আগে।

হিসলপ: স্বামী, এই কলেজের যুবক ছাত্ররা, যারা এখানে স্বামীর কলেজে রয়েছে, এদের প্রথম শ্রেণীর বাহ্যিক শিক্ষা রয়েছে এবং পরীক্ষায় সবচেয়ে ভাল ফল করছে। তারা চরিত্রকে দৃঢ় নৈতিকতা দিয়ে গঠন করেছে। এই ছাত্ররাই কি ভারতের নেতা হবে না? তাদের সুন্দর শিক্ষাই তাদের পদমর্যাদা দেবে এবং দৃঢ় নীতিবোধ তাদের পালন করবে।

সাই: স্বামীর কলেজের সেটাই উদ্দেশ্য।

হিসলপ: তাহলে ২০ বা ৩০ বছরের মধ্যে ভারতীয় জাতির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখবো।

সাই: ২০ বছর কি? দশ বছরের মধ্যে।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী দশ বছর পরও তাদের বয়স কুড়ির কিছু উপরে থাকবে। সাধারণতঃ লোকে ক্ষমতা পায় ৩০, ৪০ এবং ৫০ বৎসর বয়সে।

সাই: ভারতের লোকে পদমর্যাদার ক্ষমতা এবং প্রভাব জীবনের প্রথম দিকেই পায়। এখনও সমস্ত জাতির মধ্যে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

হিসলপ: এই ছাত্ররা কি তাদের লক্ষ্য ও জগতের প্রতি যে বিরাট দায়িত্ব বহন করে নিয়ে যাবে সে সম্পর্কে অবহিত আছে?

সাই: ছাত্ররা বলে যে তারা যখন বড় হবে, সাই-এর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করবে। ভারতীয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে যখন পদগুলি খুলে যাবে, এই যুবকরা তখন ক্ষমতা দখল করবে। যেখানেই তারা যাবে সমাজের ভালোর দিকে প্রভাব ও পরিবর্তন আনবে। দুর্নীতি এবং এধরনের সমস্যা সত্বর দূর হবে। এই প্রভাব প্রকাশ হবেই। এখন থেকেই শতকরা ৮০% ছেলেদের মা ও বাবা তাদের জীবনধারা বদলে ফেলেছে, কারণ তারা তাদের সন্তানদের চরিত্রের উপর সাই-এর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। পিতামাতারা পরিতৃপ্ত। তারা বলে যে তারা কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তাদের সন্তানরা সাই-এর নির্দেশ অনুসরণ করবে।

সাই: (হংকং-এর একটি ছেলের দিকে দেখিয়ে) এই ছেলেটি কাল ভাষণ

দেবে। (স্বামী তাঁর খাবার ঘরে সান্ধ্য আহার করছিলেন, সেই সময় খাবার ঘরের দরজার কাছে কিছু ছেলে জমায়েত হয়েছিলো।)

হিসলপ ঃ (ছেলেটির দিকে) তোমাদের বক্তৃতা তৈরী হয়েছে ?

ছাত্র ঃ স্বামীই আমার গলার স্বর, তিনি যা বলেন তাই বাক্য হয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরুবে।

হিসলপ ঃ তুমি বলতে চাও যে তুমি বক্তৃতা তৈরী করো না এই তো ? সুরু করার মতন প্রাথমিক ধারণা নিশ্চয়ই তোমার মনের মধ্যে আছে। তুমি যা বলবে বলে ভেবেছ তা আমাকে বলো।

ছাত্র ঃ আমি কোন ধারণা করি না। যিনি আমার হৃদয়ে বাস করেন তিনিই স্মারক এবং আমার মনে ভাবের সৃষ্টি করেন। তিনি ভগবান এবং তিনি ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

সাই ঃ (ছাত্রটিকে) এবার বলো।

ছাত্র ঃ স্বামীর সত্তা হল শুদ্ধ সৌন্দর্য্য। তাঁর চক্ষু আমাকে বলে আমার চিন্তাগুলি লক্ষ্য রাখতে, কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতে, আমার কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে, আমার হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে। তাঁর হাসি সুন্দর গোলাপের মত যার সুগন্ধ আমার জীবনবাগিচা পূর্ণ করে।

সাই ঃ (ছাত্রকে) কি করে জানলে স্বামী ভগবান ?

ছাত্র ঃ (নির্বাক)

সাই ঃ (হিস্‌লপকে) এগিয়ে যাও। ওকে কিছু প্রশ্ন করো।

হিসলপ ঃ কি করে একজন বুঝতে পারে যে স্বামী ভগবান ? এটা ঠিক পরিষ্কার হল না।

ছাত্র ঃ তাঁকে বুঝবার জন্য স্বামী লোককে ক্ষমতা দেন।

হিসলপ ঃ তুমি কি বলতে চাও ?

ছাত্র ঃ সত্ত্ব, রজো, তম—এই তিন গুণের যখন সমতা আসে—যখন এই তিন গুণের ভেতর পরস্পর সমতা হয়, মানুষটিরও সাম্য ভাব আসে এবং এটি হয় নিয়মানুবর্তিতা, ভক্তি এবং কর্তব্য এর দ্বারা, তখন স্বামী খুসী হয়ে তিনি যে ভগবান সেটা জানবার ক্ষমতা দেন।

হিসলপ ঃ কখন এটা হয় ? প্রথম দিকে না পরে ?

ছাত্র ঃ বয়স দরকারী বিষয় নয়। একজনের স্বভাবের সমতাই আসল, যা ভক্তি, নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্য অভ্যাসের দ্বারা আসে—সেটাই প্রয়োজন।

হিসলপ ঃ মানুষের লক্ষ্য কি ?

ছাত্র ঃ সে যে দিব্য স্বরূপ সেটা লক্ষ্য করাই তার লক্ষ্য।

হিসলপ ঃ মেয়েদেরও কি সেই একই লক্ষ্য ?

ছাত্র ঃ কিছু অন্যরকম হতে পারে কিন্তু আসলে উভয়েরই সমান। স্বামী যখন

অনন্তপুরে মেয়েদের কলেজে যান এখানে বৃন্দাবন কলেজের ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারে যে তিনি সর্বত্র বিরাজিত এবং তিনি তখনও এখানে রয়েছেন। ছেলেরা জানে যে তাদের ভক্তির জোর থাকলে তিনি বৃন্দাবনে ফিরে আসবেন। মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তারা জানে যে স্বামী সর্বত্র বিরাজিত এবং তাদের ভক্তির জোর থাকলে স্বামী স্বশরীরে অনন্তপুর কলেজে দর্শন দেবেন।

হিসলপ : তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ? তুমি জীবনে কি করবে ?

ছাত্র : স্বামী যা বলবেন, তাই করবো।

হিসলপ : কোন পরিকল্পনা নেই ? এই ধরনের কাজ, কি অন্য ধরণের কাজ, করবার কোন ইচ্ছাই নেই ?

ছাত্র : যখন পরিকল্পনাটি নির্ভুল হবে, স্বামী সেই কাজে আমার পথনির্দেশক হবেন, এবং সেটাই জগতের প্রতি নির্ভুল কর্তব্য হবে। যেমন ঐ যে বড় বংসের ছেলেরা রয়েছেন, ওদের স্বামী পথনির্দেশক হয়েছিলেন, তারা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন সুরু করেছেন।

হিসলপ : জগতের লোকের কাছে এটি একটি বিস্ময়কর ধারণা। জগত জুড়ে যুবকদের দেখা যায়, তাদের জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়—তারপর যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সেই জীবনে সফল হওয়ার জন্যে।

ছাত্র : ভেতর থেকে যতক্ষণ না বলে দিচ্ছে, ততক্ষণ তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য জানতে পারছে না। তার আগে পর্যন্ত তারা কিছু জানে না। আপনার সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। আমেরিকার সাই সংস্থার প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে স্বামী না বলা পর্য্যন্ত আপনি সে সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি।

হিসলপ : সেটা ঠিক। স্বামী বলার আগে সে রকম কোন ইচ্ছা বা চিন্তা আমার ছিল না। কিন্তু তুমি এত দৃঢ় নিশ্চিত যে স্বামী ভগবান! অনেক লোক এখানে আসে এবং সেই বিশ্বাস না নিয়েই তারা চলে যায়। তাদের পারিপার্শ্বিক এবং আগেকার প্রভাব তাদের অন্য দিকে নিয়ে গেছে তাই তারা স্বামীকে তোমার মত করে জানতে পারছে না। তাদের সম্বন্ধে কি বলছো ?

ছাত্র : কতকগুলি গাছ সোজা আকাশের দিকে বেড়ে যায়। কতকগুলি গাছ আবহাওয়া এবং ঝড়ের জন্যে বেঁকে যায়। এতে কিছু যায় আসে না। এমন কি খুব বাঁকা স্বভাবের লোকেরাও স্বামীকে ভগবান হিসেবে জানতে পারবে।

হিসলপ : এটা তুমি কি করে বলছো ? তা কি করে হতে পারে ?

ছাত্র : এটা না হয়ে যেতে পারে না। ভগবান হিসাবে স্বামী প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আছেন। এবং এই সত্যের অপ্রতিরোধ্য শক্তি কালক্রমে নিজেকে প্রকাশ না করে পারবে না।

হিসলপ : তুমি এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু তুমি তো একটি বালক মাত্র, জীবনের অভিজ্ঞতা সবে সুরু হয়েছে। যদি কোন পূর্ণবয়স্ক এবং

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তোমার কাছে এসে বলে 'আমি বলছি স্বামী একজন সাধারণ মানুষ—একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী মানুষ', তাহলে তুমি কি বলবে ?

ছাত্র ঃ স্বামী আমাদের অন্যের অভিজ্ঞতার উপর বিশ্বাস না করে নিজের অভিজ্ঞতার উপর বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন। আমার অভিজ্ঞতায় স্বামী ভগবান। এবং তোমার অভিজ্ঞতা আমার নয়।

হিসলপ ঃ তুমি যখন বাইরের জগতে যাবে তখন খুব সম্ভবতঃ তুমি বিয়ে করবে। তখন তুমি তোমার স্ত্রীকে কিভাবে বোঝাবে ?

ছাত্র ঃ স্বামীই আমার স্ত্রীকে দেবেন। স্বামীই আমার আধ্যাত্মিক বাবা ও মা এবং প্রকৃতপক্ষে আমার জন্ম তাঁর থেকে। তিনি ভগবান এবং আমার স্ত্রী তাঁর থেকে পৃথক নয়। তিনি তার হৃদয়েও আছেন। তাই আমি আমার স্ত্রীকে মা, বোন বা ভগবান হিসেবে দেখবো।

হিসলপ ঃ আচ্ছা আমি শুনেছি পিতামাতাকে ভগবান গণ্য করা উচিত। কিন্তু এই প্রথম আমি শুনছি যে স্ত্রীকেও ভগবান হিসেবে দেখতে হবে। আমার বিশ্বাস এই ব্যাপারে তুমি সমস্যার সম্মুখীন হবে।

সাই ঃ (অন্য একজন ছাত্রের মারফৎ তেলেগু ভাষায় হিসলপকে বলছেন) ওকে জিজ্ঞেস করো, তার স্ত্রী যদি পুট্টাপর্ত্তিতে আসতে অস্বীকার করে তাহলে সে কি করবে ?

হিসলপ ঃ তুমি জানো, কখনও কখনও স্ত্রী খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় এবং সংসারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। মনে করো এই রকম একজন স্ত্রী তোমাকে বললো, 'তুমি পুট্টাপর্ত্তিতে যাবে না'।

ছাত্র ঃ আমি কিছু মনে করবো না। আপনি নিশ্চয় বলেন যে হীরের কয়েকটি দিক আছে। সবচেয়ে বড দিকটি যেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল সেটি ভগবানের প্রতীক। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট অপর দিকগুলিও সেই একই হীরে। আমার স্ত্রী যে হীরের একটি ক্ষুদ্রতর দিকের মত সেও ভগবান , এবং আমাব ঘরই পুট্টাপর্ত্তি। সুতরাং আমি আমার পুট্টাপর্ত্তি নিয়েই ভগবানের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকব।

হিসলপ ঃ তুমি বললে ভগবান হীরের মত এবং সবচেয়ে বড দিকের ঔজ্জ্বল্য তাঁরই প্রতীক। মনে করো স্বামী বললেন 'পুট্টাপর্ত্তিতে এস' তোমার স্ত্রী বললো, 'যেও না'।

ছাত্র ঃ আমি ভগবানের নির্দেশ পালন করবো, স্ত্রীর নয় এবং আমি পুট্টাপর্ত্তি যাব।

সাই ঃ (একান্তে হিসলপকে বললেন) ওকে জিজ্ঞেস করো যদি ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে যাবে বলে ও কি করবে ?

হিসলপ ঃ স্ত্রীর একটি দেহ ও মন আছে, স্বামীর আর একটি। স্ত্রীর নিজস্ব মতামত আছে। তুমি তাকে বললে 'আমি পুট্টাপর্ত্তি যাচ্ছি, তুমি এখানে থাক'

কিন্তু তোমার স্ত্রী বললো 'তুমি যখন ফিরে আসবে তখন আমাকে দেখতে পাবে না, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।'

ছাত্র : সে রকম স্ত্রী আমার নয়। আমি পুট্টাপর্ত্তি যাব। সে তার নিজের ইচ্ছামত যেতে পারে।

সাই : ছেলেদের কিছু প্রশ্ন করো! (কলেজের ছাত্ররা সাই-এর প্রাঙ্গণের বাইরে ছিলো।)

হিসলপ : (একটি ছাত্রের প্রতি), তুমি কি চাও?

ছাত্র : আমি স্বামীকে চাই।

হিসলপ : আমি বলতে চাই গ্র্যাজুয়েট হবার পর এবং জীবনে প্রবেশ করবার পর?

ছাত্র : আমি স্বামীকেই চাই।

হিসলপ : স্বামী কে?

ছাত্র : তিনি প্রেম। তিনি ভগবান।

হিসলপ : কোথায় স্বামী?

ছাত্র : আমার হৃদয়ে।

হিসলপ : তাহলে স্বামী তোমার হৃদয়ে আছেন এবং তুমি তাঁকে এখনই পেয়ে গেছো। তুমি জীবনে কি হতে চাও?—ডাক্তার, উকিল, প্রধানমন্ত্রী।

ছাত্র : স্বামী আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করব।

হিসলপ : হিসলপ কে?

ছাত্র : তিনিও স্বামী।

হিসলপ : তবে কেন তুমি বলছো না, আমি হিসলপকে চাই?

ছাত্র : হিসলপ স্বামীর একটি ক্ষুদ্র অংশ কিন্তু স্বামী পূর্ণ ঈশ্বর।

সাই : (হেসে) হিসলপ একজন লম্বা মানুষ যেখানে স্বামী মোটে ৫ ফুট লম্বা এবং ছোট।

হিসলপ : তুমি কি করে জানলে যে স্বামী ভগবান?

ছাত্র : আমি দেখছি তিনি ভগবান।

হিসলপ : কিন্তু তুমি স্বামীর দেহটাই দেখছো। তাকে ভগবান হিসেবে কি করে দেখছো?

ছাত্র : আমাদের বিশ্বাস যে তিনি ভগবান।

হিসলপ : ভগবান কোথায়?

ছাত্র : ভগবান সর্বত্র।

হিসলপ : যখন গাছকে দেখছো—কি দেখছো?

ছাত্র : আমি ভগবানকে দেখছি।

হিসলপ : কি করে এই বিশ্বাস হল যে ভগবান সর্বত্র বিরাজিত?

ছাত্র : স্বামী সম্বন্ধে কিছু ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। তারপরে বিশ্বাস।

সাই : না। বিশ্বাস প্রথম আসে। তারপর অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব জানলেই চলবে না। জবাব তাদের নিজের জীবন অনুযায়ী হতে হবে, এবং এই ভিত্তিতে অন্যদের শেখাতে হবে। বিশ্বাস প্রত্যেক লোকের কাছে স্বাভাবিক। প্রত্যেক লোকের নিজের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা আছে। এবং তার নিজের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে আত্মা। এটাই তার আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি। একটি ছোট উদাহরণ; কেউ তার নিজের জন্ম তারিখ জানে না এবং মা তাকে তারিখ বলে দেয়। সে নিজে নিজে জানতে পারে না কিন্তু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মা যা বলেন তাই গ্রহণ করে। মা যখন জন্ম দিয়েছিলেন, বাবা হয়তো সেখানে ছিলেন না। কাউকে জিজ্ঞেস করে মাকে জানতে হয় না। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পেছনেও একটি ভিত্তি আছে। ভগবানই হচ্ছেন সেই ভিত্তি। তিনি জানেন। তাঁর কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার হয় না। দেহ এবং বুদ্ধির অতীত ঐ সূক্ষ্ম স্তরে কেবল বিশ্বাসই বর্তমান থাকতে পারে। বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের স্বভাবগত এবং প্রেমও তাই। প্রেম বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি এবং বিভিন্ন মানুষের প্রতি হতে পারে, কিন্তু ভগবৎ প্রেমই হল অপরিহার্য উপাদান। গাছটির দিকে তাকালে আমরা দেখি যে অনেক শাখা প্রশাখা পাতা সবেরই একটি সাধারণ কাণ্ড আছে। কাণ্ডটি আবার শিকড়ের উপর নির্ভর করছে। প্রতিটি শাখা এবং প্রতিটি পাতায় জল দিতে যদি আমরা চেষ্টা করি তবে অনেক সময় এবং অনেক জল নষ্ট হবে। কিন্তু যদি আমরা গাছটির মূলে জল দিই তাহলে প্রতিটি শাখা-প্রশাখা এবং পাতা স্বাভাবিক ভাবে এবং সবচেয়ে ভাল ভাবে জল পাবে। এখন যেমন লোকে বলে যে তারা বন্ধুদের, আত্মীয় স্বজনদের ভালবাসে কিন্তু ভগবানকে নয়। ভগবান প্রতিটি মানুষের মূল। তিনিই মূলস্বরূপ, যেখান থেকে সবাই জন্ম নিয়েছে। প্রথম ভগবানকে ভালবাসা এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসা হল সর্বোত্তম উপায়। তারপর তোমার প্রেম সমস্ত মানুষের প্রতি ছড়িয়ে যাবে।

হিসলপ : স্বামী, কলেজের ছেলেরা বলছিল যে, যখন তারা কিছু বলতে চায়, তখন স্বামী তাদের কথা জুগিয়ে দেন। এটা কি ঠিক?

সাই : সাই তাদের বিশ্বাস দেন এবং বিশ্বাস থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভাষা এসে যায়।

সাই : (কলেজের ছেলেকে) কলেজ শেষ করে তুমি কি করবে ?

ছাত্র : আমি স্বামীর সঙ্গে মিশে যেতে চাই।

সাই : ভগবান এখন দেহ ধারণ করেছেন ধর্মের পুনঃ স্থাপনের জন্যে। এখানে তিনি সেই কাজেই নিযুক্ত। তাহলে এই সব অমরত্ব বা মিশে যাওয়ার কথা কি করে আসে? তোমাদের সমস্ত জীবন সামনে পড়ে আছে। প্রথমে জীবনের উদ্দেশ্য কি খুঁজে বার করো। যদি ভগবান স্বয়ং এখানে ধর্ম স্থাপনের জন্যে উপস্থিত থাকেন

এবং যদি তুমিও নিজে সেই কাজই করো, তাহলেই তাঁকে পূজা করা হয়। তাহলে তুমি তাঁর নিকট প্রিয় হবে কারণ তুমি তাঁকে, তাঁর ভক্তদের এবং নিজেকে সেবা করছো।

তেরো

হিসলপ : (প্রশান্তিনিলয়মে) স্বামী, সেড বা চালাঘরের অপরদিকে যে নতুন নির্মাণ কাজ হচ্ছে সেটা কি ?

সাই : ওটি একটি তৈল নিষ্কাশন যন্ত্র। এই অঞ্চলের কৃষকেরা বিনামূল্যে বাদাম থেকে তৈল নিষ্কাশন করতে পারবে।

হিসলপ : স্বামী এই বিরাট চালায় গ্রামবাসীদের জন্যে কুটির শিল্প তৈরী করছেন বলে আমি শুনেছিলাম। কিন্তু কৃষকদের কথা আমি জানতাম না।

সাই : গোকুলম্ হল কৃষকদের দেখাবার মত আদর্শ দুগ্ধ কেন্দ্র। কুটির শিল্প কি ভাবে কাজ করে, ঐ কাজ হতে অর্থ উপার্জন দ্বারা দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তা গ্রামবাসীদের শেখাবে।

সাই : নতুন উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে যে চালা বা সেড স্বামী তৈরী করেছেন সেটা কি জন্যে ?

সাই : সেখানে ছেলেরা ব্যবহারিক দিক থেকে দক্ষতা অর্জন করতে শিখবে। কেমন করে যন্ত্রপাতি জুড়তে হবে, ছুতোরের কাজ, বিদ্যুতের কাজ, জল সরবরাহের কাজ, বাড়ী নির্মাণ কাজ ইত্যাদি শিখবে।

হিসলপ : যে সকল বিদ্যালয় সাই তৈরী করেছেন—সবগুলোরই কি এই বৈশিষ্ট্য হবে ?

সাই : হ্যাঁ, মেয়েরা সেলাই ও বাড়ীর কাজে দক্ষতা অর্জন করবে।

চোদ্দ

হিসলপ : ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা কি ভিক্ষা করার সমান নয় ?

সাই : সমপর্যায়ের লোকের কাছে ভিক্ষা তোমাকে নিচুতে নামিয়ে দেয় এবং তাকে উপরে উঠিয়ে দেয়। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা তোমাকে তাঁর স্তরে উঠিয়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই ভগবানের কাছে চাইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা সম্পূর্ণরূপে ঠিক। এটা ভিক্ষা নয়।

হিসলপ : কিন্তু আমার ধারণা যেহেতু ভগবান সব সমস্যাই জানেন, যদি সেই কষ্ট লাঘব করা যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে ভগবানকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, তিনি নিজেই করবেন।

সাই : উল্লেখযোগ্য উত্তর! না। ভগবানকে জিজ্ঞেস করা তোমার কর্তব্য।

কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে, এবং কথার সঙ্গে চিন্তার সামঞ্জস্য থাকবে। চিন্তাটিকে প্রকৃত শব্দে প্রকাশ করতে হবে। এটা ঠিক যে ভগবান সবই জানেন কিন্তু তিনি চান সত্য কথা বলা হোক। মা যেমন জানেন সন্তানের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু সন্তান চাইলে তখন তিনি দুধ দেন।

হিসলপ: কখন ভগবানের কাছে চাইতে হবে এবং কখন হবে না—সেটা ঠিক পরিষ্কার হল না। উদাহরণ স্বরূপ: এমন মাথাব্যাথা হচ্ছে ডাক্তার যার উপশম করতে পারছেন না। আমি স্বামীকে বলি না যে তুমি নিরাময় করে দাও। এধরণের উপশমের জন্যে আমি প্রার্থনা করবো না। কিন্তু স্বামী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তোমার শরীর কেমন? এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ো না। তোমার ভগবান সব সময় তোমার সঙ্গে আছেন, তোমার ভেতরে আছেন, তোমার চারিদিকে'।

সাই: সেটা ঠিক। বাবা যা বলেছিলেন তা যথেষ্ট। তোমার ক্ষেত্রে দেহজ্ঞান ক্ষীণ হয়ে আসছে। আজ তোমার মাথা ধরেছে, কাল পেট ব্যথা। যেতে দাও, এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি দেহ নও, একবার যখন বাবা বলেছেন উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই, এই ব্যাপারে তাকে আর জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। নিজেকে দেখো না।

হিসলপ: স্বামী কি এই মানে করছেন যে যাদের দেহজ্ঞান রয়েছে তারা অবিরাম মাথা ধরলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে?

সাই: হ্যাঁ, কিন্তু সামান্য মাথা ধরার ব্যাপারে স্বামীকে বিরক্ত করার কি দরকার? অপর কাউকে বলতে পার।

হিসলপ: তাহলে ভগবানকে জিজ্ঞেস করাই ঠিক?

সাই: যখন প্রকৃত প্রয়োজন হবে তখনই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা দরকার। শিশুরা পিতামাতার কাছে পিপারমেণ্ট লজেন্স চায় এবং পিতামাতা তা দেন। যখন বড় হয় তখন বাবা মার কাছে সম্পত্তি চায় এবং পায়ও। শিশুরা অধিকারের জোরেই চায় এবং অধিকারের জোরেই পায়। অপরিচিত লোকের কাছে একবার বা দুবার পিপারমেণ্ট চায় এবং পাওয়ার আশা করে। কিন্তু অপরিচিত লোকের কাছে সম্পত্তি যদি চায়ও, তাহলেও পাবার আশা রাখতে পারে না। কিন্তু ভগবান ছোট ছোট অনেক প্রার্থনার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান না এবং তিনি নিশ্চয়ই সম্পত্তি দেবেন (মহামূল্যবান বস্তু)। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত তার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা। এটা ব্যক্তি বিশেষের চাওয়ার অধিকার, এতে ভিক্ষার প্রশ্ন আসছে না।

হিসলপ: স্বামী বলেছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে প্রার্থনাকারী ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত হয়। এই রকম প্রার্থনা করার জন্যে প্রথমে নিজেকে কোন্ স্তরে বা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া উচিত?

সাই: এর জন্যে কোন একটি বিশেষ ধ্যানাবস্থায় নিয়ে যাবার দরকার নেই।

হিসলপ ঃ সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে প্রার্থনা করার জন্যে আমাদের একটি নিস্তব্ধ জায়গায় গিয়ে মনকে শান্ত করা প্রয়োজন।

সাই ঃ যে কোন জায়গায় এবং যে কোন সময় তুমি যখন ভগবানের সংস্পর্শে আসো সেটাই হল ধ্যানাবস্থা। তুমি মনে করতে পারো যে কালিফোর্ণিয়ায় দুপুর একটায় আমাকে ডাকার উপযুক্ত সময় নয়, কারণ আমি তখন ভারতে ঘুমোচ্ছি এবং আমাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আমি জানি ২/১ বার তুমি এইরকম মনে করেছো। কিন্তু আমি সর্বত্র বিরাজিত—আমার এরকম কোন সীমা নেই। আমি কখনও ঘুমোই না। মাঝরাতে আলো নিভিয়ে বিছানায় বিশ্রাম নিই, কারণ যদি আলো জ্বালা থাকে, ভক্তেরা ভীড় করবে। আমার ঘুমের দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা ঘুম দরকার।

হিসলপ ঃ আমি যখন রাস্তায় হাঁটছি, চারধারে বহু লোক, এবং যা যা করতে হবে তাতেই আমার মন নিমগ্ন, সেটা কি প্রার্থনার উপযুক্ত সময় হবে ?

সাই ঃ প্রথমদিকে একজনের মনকে বিশুদ্ধ করে ভগবানে নিমগ্ন হওয়ার জন্যে একটি বিশেষ পরিবেশ দরকার। কিন্তু অল্পদিন পর, যখন একজন দেখতে পায় যে ভগবান সর্বত্র রয়েছেন এবং তা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার চিন্তা সর্বদা ভগবানকে ঘিরে থাকে, তখন যেখানেই থাকো না কেন, তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে পারবে এবং সেই প্রার্থনা তাঁর কাছে পৌছবে।

হিসলপ ঃ স্বামী বলেন, ভগবান সর্বত্র বিরাজিত। এই 'সর্বত্র বিরাজিত' কথাটির স্বামী কি মানে করেন ?

সাই ঃ সর্বত্র বিরাজিত কথাটি মানে একই সময় এবং সব সময় সর্বত্র।

হিসলপ ঃ একজনের যদি পার্থিব বা জাগতিক কিছু চাইবার না থাকে তাহলে সে কি প্রার্থনা করবে ?

সাই ঃ মনের শান্তি। সে মনের শান্তির জন্যে প্রার্থনা করবে।

হিসলপ ঃ আমার বিস্ময় জাগছে। আমার মনে হয় স্বামী বলেছিলেন মনের শান্তির জন্যে কামনা বাসনা দূর করার চেষ্টা করে তা অর্জন করতে হবে। এখন স্বামী বলছেন—মনের শান্তির জন্যে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করবো।

সাই ঃ কামনা বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে কেমন করে ? এখন এই মুহূর্তে তুমি স্বামীর সঙ্গে রয়েছো—এবং এখন তুমি কামনা বাসনা মুক্ত। যেই মুহূর্তে তোমার স্ত্রীর একটি যন্ত্রণা হবে তোমার ইচ্ছা হবে যে সে নিরাময় হোক এবং তুমি স্বামীর কাছে প্রার্থনা করবে, তার নিরাময়ের জন্যে। যে কোন মুহূর্তে একটি কামনা আসতে পারে, তাহলে তোমার মনের শান্তি কোথায় ? কিন্তু মনের শান্তির জন্য তোমার প্রার্থনায় যখন ভগবান সাড়া দেবেন, তিনি যদি বরদান করেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমার আশা বা বাসনা পূর্ণ হবে। প্রথমে তুমি বাবার কাছে একটি হার চাইবে, পরের দিন অন্য কিছু, হয়তো একটি আংটি চাইবে—দুটোই সোনার তৈরী।

তবে কেন সোনাই চাইছো না, যা দিয়ে তোমার ইচ্ছামত জিনিস তৈরী করতে পারবে।

হিসলপ: যখন স্বামী বলেন মানসিক শান্তি তখন তিনি এই কথাটির দ্বারা কি বোঝাতে চাইছেন ?

সাই: ঐ নির্দিষ্ট শব্দটির অর্থে কিছু গোলমাল আছে, কারণ মন বলে সেরকম কিছু নেই। মন হল কামনা বাসনার জাল। কামনা বাসনা না থাকলেই মনের শান্তি—সেই অবস্থায় মন বলে কিছু থাকে না। বলতে গেলে মনের তখন ধ্বংস হয়। মনের শান্তি আসলে বোঝায় পবিত্রতা, চেতনার পূর্ণ পবিত্রতা। সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য হল হৃদয়ের পবিত্রতাকরণ।

হিসলপ: স্বামী এই প্রশ্ন করবার জন্যে ক্ষমা করুন। কিন্তু এই প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগে। স্বামী কি শীঘ্র আমেরিকায় আসবেন ?

সাই: বাবা কিছু দেরী করবেন, যতক্ষণ না আমেরিকাতে ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে। যদিও সূক্ষ্ম শরীরে যে কোন সময় যেতে পারি। প্রয়োজন হল ভক্তের ডাক এবং সেই মুহূর্তে আমি উপস্থিত হই। ভারতকে নতুন জীবন দান করা স্বামীর কাজ। বিদেশকে নতুন করে গড়ার আগে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। লোকে সাধারণতঃ কোন কিছু কামনা নিয়ে বিদেশে যায়। বাবার সে রকম কোন কামনাই নেই। বিদেশের লোকেরা নিশ্চয়ই বাবার কাছে আসবে।

পনেরো

হিসলপ: স্বামীর শিক্ষার সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিষয়টি কি ? তারপর তাঁর শিক্ষার সবচেয়ে সূক্ষ্ম দিকটি উপলব্ধি করার জন্যে কি করতে হবে ?

সাই: স্বামীর শিক্ষার সবচেয়ে সূক্ষ্ম দিকটি হল প্রেম। ধ্যান, প্রভুর নাম স্মরণ, সৎসঙ্গ, অনিষ্টকর চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে আনা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক অভ্যাসই সেই সূক্ষ্ম বিষয়ের চতুর্দিকস্থ বৃত্তকে বুঝতে সাহায্য করবে। কেবলমাত্র এইসব আধ্যাত্মিক সাধনার কোন মূল্য নেই। একমাত্র সত্যিকার মূল্য হল প্রেমে। লোকেদের সঙ্গে আচরণে স্বামী ভালোটাই দেখেন, মন্দটিকে অগ্রাহ্য করেন ভালোটিকেই বাড়ানোর জন্যে। স্বামীর শিক্ষা হল এই রকম, যেমন একজন দোকানে যায় চিনি কিনতে। সে দোকানের চারপাশে কি জিনিস আছে সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করে না, চিনিই দেখে এবং কেনে। দোকানদারের ইতিহাস, চরিত্র, তার লোকেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, তার ব্যক্তিগত চেহারা, সে লম্বা না বেঁটে, সে বুড়ো কি যুবক, সে সব ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করে না। স্বামীর শিক্ষার মূল অংশ হল জাগতিক ক্ষেত্রে অন্যের মধ্যে সেই গুণগুলির দিকে দেখা, যা হল দৈবী। এবং সেই সকল গুণকে ভালবাসা এবং অপর সকল কার্য্যাবলী, গুণাবলী, দুর্ব্যবহার, বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপেক্ষা করা। যে লোকের সঙ্গে

একজন সম্পর্কযুক্ত তার অন্তরে ভগবানের প্রতি যে ভালবাসা আছে তা হল আধ্যাত্মিক ভালবাসা, তা দৈহিক ভালবাসা নয়। তার মানে এই নয় যে যার জাগতিক অস্তিত্বের মধ্যে একজন ভগবানকে দেখে সেই লোকের জাগতিক অংশের অসদাচরণকে ক্ষমা করা বা প্রশংসা করা অথবা তার জন্যে ধমক না দেওয়া। যদিও সেই লোকের প্রতি সে নজর দেয়, ভালবাসে, তার ভেতর ভগবানকে দর্শন করে, তবুও সেই লোককে, প্রয়োজন হলে তিরস্কার করা দরকার এবং তার অকৃতকার্যতা বা দুর্ব্যবহার ও অসাফল্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এবং এটা বাস্তবিকপক্ষে কোন নিষ্ঠুরতা নয়। এখানে আসল জিনিস হল উদ্দেশ্য। যেমন রাস্তায় শ্রমিকদের ভেতর মারামারির সময় হয়ত একজন একটা পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে কারো হাতে আঁচড় কেটে দেয় এবং তার জন্যে কোন আঘাত না পেলেও পুলিশ এসে তাকে জেলে ধরে নিয়ে যাবে। অথচ হাসপাতালে একজন শল্য চিকিৎসক একটি ধারালো ছুরি দিয়ে একজন মানুষের দেহে এ্যাপেণ্ডিক্স কেটে ফেলার জন্যে ৫ ইঞ্চি লম্বা পরিমাণ কেটে ফেললেও তার এই কাজের জন্যে সে পুরস্কৃত হবে। এখানে একটি ব্যাপারে ডাক্তার একজন লোকের দেহে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে পুরস্কৃত হচ্ছে, অপরপক্ষে একজন শ্রমিক একটি আঁচড় কাটার জন্যে জেলে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যই হল আসল। স্বামী কখনও কখনও কোন মানুষের দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা দেখেন, অর্থাৎ তাকে আঘাত দেবার প্রয়োজন বোধ করেন, তাকে এমন কিছু বলা, যাতে সে আঘাত পায় অথবা কেবলমাত্র ভালোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তার খারাপ দিকটি দেখিয়ে দেওয়া। কিন্তু স্বামী যখন তা করেন, এর পেছনের উদ্দেশ্য হল সেই লোকটিকে সাহায্য করা, তাকে আঘাত করা বা ক্ষতি করা নয়।

সাই ঃ (স্বামী হিসলপের দিকে ফিরে সোজাসুজি হিসলপকে বললেন) তোমার সব সন্দেহ দূর করার জন্যে এই ধরণের প্রশ্ন করা খুবই যুক্তিযুক্ত। তুমি স্বামীকে পরীক্ষা করছো এবং স্বামী তোমাকে জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু এগুলো শেষ হলে যখন দ্বিতীয়বার ঘুরে আসবে, স্বামী তোমার পরীক্ষক হবেন এবং তুমি পরীক্ষার্থী হবে, আর তোমাকে মন ও হৃদয় থেকে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। এখন সব সন্দেহ খালি হয়ে গেলে আগামীকাল স্বামী তোমার সত্তার ভেতর যেন নতুন জিনিস দিয়ে পূর্ণ করতে পারেন, বলতে গেলে ত্বকের স্নানের জন্যে একটি নতুন তেল।

হিসলপ ঃ একজন নিজেকে এত দোষী মনে করে যে অপর লোককে কোন-রকম সাহায্য করার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

সাই ঃ লোকেরা সময় সময় মনে করে যে তারা কাউকে সাহায্য করতে পারে না—আগে নিজেকে সম্পূর্ণ শোধরাতে না পারলে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। যদি একজনের কোন নির্দিষ্ট দোষ বা দুর্বলতা থাকে সে অন্যের সেই দোষ বা দুর্বলতা ধরিয়ে দিতে পারে, এবং লোকেরা যদি উত্তর করে 'কেমন ব্যবহার করতে হবে তা আমাকে বলার আগে নিজে কেন তুমি সেই ব্যবহার দেখাওনা? তখন সে বলতে পারে, যে সে

জানে এই রকম দুর্ব্যবহার করে সে কি যন্ত্রণা পেয়েছে, এবং সে আশা করে যে অন্যেরা এই দুর্দশাকে এড়িয়ে যেতে পারে, যে দুর্দশার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে।' এই উপায়ে সে নিজেকে সাহায্য করবে, দুর্গতিকে জয় করতে এবং সে এই জয় করতে পারলে আরও দশজন লোক উপকৃত হবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ :—ধর একজন লোকের একটি কাঁটায় ভরা রাস্তা দিয়ে যেতে তার পা কাঁটা ফুটে ছিঁড়ে গেল এবং নিজে কষ্ট পেতে লাগলো। ঐ কাঁটাগুলির অপরপ্রান্তে সে বসলো বিশ্রামের জন্যে এবং দেখলো অপর লোকেরা সেই কাঁটার দিকে এগোচ্ছে। এখন সে কি তাকে ডেকে বলবে যে ঐ কাঁটার উপর দিয়ে যেতে, এবং সেই একই কষ্ট সহ্য করতে, যে কষ্ট সে নিজে সহ্য করছে? নিশ্চয়ই সেটা ভালো কাজ হবে না। অথবা সে তাদের ডেকে সাবধান করে দেবে যে ওখানে কাঁটা আছে এবং তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার অন্য রাস্তা বার করবার চেষ্টা করবে? একজন লোকের যদি সেই বিনয় থাকে, এবং নিজের ভেতরের দোষ বুঝতে পারে, এবং সেই দোষ স্বীকার করে, তাহলে অন্যেরাও উপকৃত হবে এবং নিজেরও উপকার হবে। কেউ যদি নিজে নিখুঁত এই ভান করে, অপর লোককে কেমন ব্যবহার করতে হবে তা শেখানো একটি মস্ত পাপ। এতে যে শুধু অন্যের ক্ষতি হয় তা নয়, উপরন্তু নিজের ভয়ানক ক্ষতি হয়।

ষোল

সাই : একই আছে, দুই নেই। যদি কেউ দুই দেখে, তবে সেটা মায়ারই কাজ।

হিসলপ : জীবন কতকটা অজানা বিপদের জঙ্গলাকীর্ণ।

সাই : ঈশ্বর-ভক্তদের মায়া কোন ক্ষতি করতে পারে না। একই মায়া, যা নাস্তিকদের কাছে বিপদজনক, তাই ভক্তদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। বেড়াল বাচ্চাদের মুখে করে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিয়ে যায়—কিন্তু তাতে বিড়ালছানার কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু বেড়াল ইঁদুরকে মেরে ফেলে। দুটি ঘটনায় মুখ একটিই। মায়া বিপদ আনে, কিন্তু সেই মায়াই আবার ঈশ্বরের ভক্তদের স্নেহভরে রক্ষা করে।

হিসলপ : তাহলে ভক্তরা মায়ার বিভ্রান্তি ছেদ করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হয়ে নিজের কাজ করে যেতে পারে?

সাই : হ্যাঁ, ভক্ত ভগবানের কাজ করে যেতে পারে এবং মায়াশক্তি সম্বন্ধে কোনরকম চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ভগবান তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। ভক্ত ভগবানের খুবই নিকট এবং প্রিয় এবং তিনি ভক্তদের জীবনভোর চালনা করে নিয়ে যান। ভারতে রান্নাঘরে রান্নার বাসনপত্র তোলবার জন্যে সাঁড়াসি ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটি যে তাকে ব্যবহার করে, তাকে ছাড়া আর সব জিনিসকেই আঁকড়ে ধরতে পারে—ভগবান সেই রকম মায়াকে সাঁড়াসি হিসেবে ধরেন এবং ব্যবহার করেন।

হিসলপ: তাহলে ভগবান কি এক হাতে মায়া এবং আর এক হাতে ভক্তকে ধরে থাকেন?

সাই: দুটো হাতের প্রয়োজন হয় না—একটা হাতই যথেষ্ট। ভগবান যদি একহাতে ভক্তকে ধরেন তাহলে সাঁড়াসি তাঁকে ধরতে পারে। তাই ভগবান দুটিকেই একহাতে ধরেন।

সতের

হিসলপ: স্বামী সচেতনতার তিন অবস্থা সম্বন্ধে কি বলেন?

সাই: এগুলি হল জেগে থাকা, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা এবং গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকা। গভীর ঘুমে মনের কোন অস্তিত্ব থাকে না। সব রকম অবস্থাই বদলাচ্ছে। অতীত চলে গেছে, ভবিষ্যত আসছে এবং বর্ত্তমান চলে যাচ্ছে। এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাগুলির কোনটিই সত্য নয়। কারণ সকলেই স্বীকার করবে যে সত্য সব সময় এক, এবং তা অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে একই থাকে। তোমরা সবসময়ই সেই সত্য, পরিবর্ত্তনহীন, নিত্য, নির্বিকার, অক্ষয়।

হিসলপ: স্বামী বলেন "আমি" বলতে বোঝায় দেহ। কিন্তু যখন একজন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করে, তখন সে শুধু নিজের দেহটাই দেখে না, সে তার মন, তার অবস্থা, এবং তার ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই দেখে।

সাই: 'দেহ' বলতে পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং এগুলোর বিস্তার যা কিছুকে ইঙ্গিত করে সেগুলো বোঝায়।

হিসলপ: গভীর নিদ্রায় দেহ এবং মন দুই চলে যায়। কিন্তু একটা গভীর সুখের অবস্থা হয়। যাই হোক সেই সুখাবস্থা পরে কেবলমাত্র স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয় এবং স্মৃতি কেবলমাত্র একটি চিন্তা, এর ভেতর কোন বাস্তবতা নেই।

সাই: গভীর নিদ্রাবস্থা এবং সমাধির মধ্যে পার্থক্য হল—সমাধি অবস্থায় যখন সুখ আসে তখন তা জানা যায়।

হিসলপ: স্বামী বলছেন সমাধি অবস্থায় সুখ এলে তা তখন জানতে পারা যায়। কিন্তু ব্যক্তিটি যে কর্ত্তা, সে কি করে এই নিজের সুখের অবস্থা জানতে পারে? এটা নিশ্চয়ই কার্য্যকারণ সম্পর্ক বোঝায়। কার্য্য এবং কারণ প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব, সেইজন্যে ঐ অবস্থার অভিজ্ঞতাও অবাস্তব, তাই নয়?

সাই: কেউ যদি আয়নায় নিজের কপালে ধুলো দেখে সে তখনই তা মুছে ফেলবে, যদিও সে আয়নায় দেখার আগেই ধুলোর এই অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলো না। গুরু হলেন এই রকম আয়না।

আটার

হিসলপ : চিনির স্বাদ কেউ একবার পেলে, সে আর চিনিকে নুন বলে ভুল করবে না। স্বামীর কথায় সেই স্বর্গীয় সুখ যদি আমাদের প্রকৃত সত্তা হয় তাহলে কি করে আমরা অবাস্তব এবং বাস্তবের মধ্যে গোলমাল করে ফেলি ?

সাই : তোমরা নুন বা চিনি কোনটারই স্বাদ পাওনি। সেগুলি খালি দেখেছো আর চিন্তা করেছো।

হিসলপ : যখন একজন স্বর্গীয় সুখের মধ্যে মিলিয়ে যায়, তখন কি সে সেই অবস্থার কথা জানতে পারে ?

সাই : সে তার স্বর্গীয় সুখের সাক্ষী। ব্যক্তি ভগবানের পূর্ণ চেতনার কাছে নিজের সীমিত চেতনা হারিয়ে ফেলে। গভীর নিদ্রাই সমাধি, যখন জগত বা মনের কোন অস্তিত্ব থাকে না — থাকে শুধু "আমি" অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতা হল পূর্ণ অনুভূতির মধ্যে সেই অভিজ্ঞতা।

হিসলপ : অনেক সময় স্বামী সুখ, আনন্দ, শান্তির কথা বলেন, এদের ভেতর কি কোন পার্থক্য আছে ?

সাই : সুখ হল অস্থায়ী যা আমরা অন্যের কাছ থেকে পাই। তারপর আসে আনন্দ—যখন উদর পূর্ণ হয়, তখন একজন আনন্দের আস্বাদ পায়। এটাও আসে এবং চলে যায়। কিন্তু স্বর্গীয় সুখ ব্যক্তির প্রকৃত স্বভাব। এটা আসেও না, যায়ও না। স্বর্গীয় সুখ কারুর কাছে আসে না, এটা তার নিজস্ব স্বভাব এবং স্থায়ী।

হিসলপ : কেউ যদি ভগবানে সম্পূর্ণ মন দেয় তাহলে দেহটাকে কে দেখবে ?

সাই : জাগ্রত অবস্থা বা স্বপ্নাবস্থায় মনের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু গভীর নিদ্রাবস্থায় কে দেখাশুনা করে ? ভগবানই দেখাশুনা করেন। যে কোন সময় দেহের দেখাশুনা কে করেন ? দেহের এক অংশ অনড় হয়ে যেতে পারে, তখন কি তুমি সেটা নাড়তে পার ? হিমালয়ের প্রকৃত সাধু এবং যোগীরা নিজেদের দেহের দেখাশুনা করতে পারে না, সেখানে ভগবান তাদের দেখাশুনা করেন।

হিসলপ : বাবা বলেন, সাধনার সময় একটা কোন স্তরে বাইরের স্বভাবের কোন অস্তিত্ব থাকে না, এটা কি করে হয় ?

সাই : সাধনার দশটি স্তর আছে। প্রত্যেকটি বিভিন্ন রকম শব্দের দ্বারা চিহ্নিত, যেমন সাধারণ শব্দ থেকে সুরু করে অনুকম্পন, ঘণ্টা, বাঁশি, শাঁখ, ওঁম, বজ্র, বিস্ফোরণ। দশমটি হল শুদ্ধ রূপ। তারপর চেতনার অতিক্রম হয়। এর আগে পর্যন্ত সবকিছুই ইন্দ্রিয়ের জগতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের উর্ধ্বে হল ঈশ্বরের বিশ্বজনীন দেহ স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ, যেরূপ হল আলো।

হিসলপ : এই ব্রহ্মানন্দ অবস্থা কি ক্ষণস্থায়ী ? তাহলে প্রাত্যহিক জীবনধারায় কি ঘটে ?

সাই : সেই অবস্থা যখন স্বাভাবিকভাবে পরিপূর্ণ উপলব্ধ হয়, তখন তা সর্বদা বর্তমান থাকে। জগত তখন ব্রহ্মানন্দ, সবসময় ব্রহ্মানন্দ। চিন্তা ভগবান, খাদ্য ভগবান, পানীয় ভগবান, নিঃশ্বাস ভগবান, জীবন ভগবান।

হিসলপ : সকলেই কি সাধনার এই স্তরগুলো পার হয়ে যায় ?

সাই : না। কেউ কেউ সোজা সমাধি অবস্থায় চলে যেতে পারে অথবা ষষ্ঠ, সপ্তম বা যে কোন স্তরে যেতে পারে। এটা সকলের পক্ষে একরকম নয়।

হিসলপ : যখন কেউ সাধনার এই স্তরগুলির সম্মুখীন হয় তখন তার কর্ত্তব্য কি হবে ?

সাই : স্তরের পরিবর্ত্তন হবে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে অপরিবর্ত্তনীয়।

হিসলপ : কিন্তু বিভিন্ন স্তরের মূল্যায়ন সে কি ভাবে করবে ?

সাই : সাধক এর কোন স্তরেই সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। কারণ পূর্ণ মিলনই তার কাম্য। কামনা বাসনা সর্বক্ষণ প্রবল থাকে, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত অতীন্দ্রিয় অবস্থা উপলব্ধ হয়, এবং তারপরই বাসনার অবসান। পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্ভাগা কে ?

হিসলপ : ঈশ্বর ছাড়া যে মানুষ ?

সাই : না, সবচেয়ে বেশী কামনা বাসনা পূর্ণ লোক সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা। কামনা-বাসনাহীন ব্রহ্মানন্দের স্তর উপলব্ধির আগে পর্য্যন্ত আমরা দরিদ্র।

দর্শক : একজন কিছুটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করে থাকে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে কি সবকিছুই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যায় ?

সাই : আমরা বলি 'আমি দেহ, মন বা বুদ্ধিমাত্র নই, কারণ এগুলো অস্থায়ী।' এগুলোর উৎস একই। আলাদা আলাদা কিছু থেকে এদের উৎপত্তি হয়নি। যেমন মাখন, দই, ঘোল, ঘি এক সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আবার দুধ তৈরী হতে পারে না; তেমনি জাগতিক দুধ মন্থন করে যে আধ্যাত্মিক সত্তাকে আলাদা করা হয়, তা আর জগতে ফিরে যায় না। আধ্যাত্মিক সত্তা একবার প্রতিভাত হলে, আর তা নষ্ট হয় না।

উনিশ

হিসলপ : যে গাড়ী চড়ে আমরা যাচ্ছি তার কতকগুলো স্বাভাবিক ধর্ম আছে, যা ভালোও নয় মন্দও নয়। চলন্ত অবস্থায় এর গতি এবং বেগ আছে। সেই রকম মনের স্বাভাবিক শক্তি কী ?

সাই : মনের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র ক্ষমতা হল আত্মাশক্তির। বাস্তবিক মনের কোন অস্তিত্বই নেই। মন বলে কিছুই নেই। চাঁদ, সূর্য থেকে আলো পায়। যা আমরা দেখি তা হল সূর্যের প্রতিফলিত আলো। আমরা যা মন বলে ধরে নিই, তা হল হৃদয়ে দীপ্ত আত্মার প্রতিফলিত আলো। বাস্তবিকপক্ষে কেবলমাত্র

হৃদয়ই আছে। প্রতিফলিত আলোকেই মন বলে ধরা হয়, কিন্তু তা হল দেখবার একটি পথ, একটি ধারণা। সূর্য এবং চন্দ্র বর্তমান আছে (প্রতিফলিত আলো তৃতীয় কোন বস্তু নয়)। অপর পক্ষে, মনকে গাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। গাড়ীর আকার আছে। মনের সে রকম কোন আকার নেই কারণ মনের কোন অস্তিত্ব নেই। মনকে বলা যায় কতকগুলি কামনা-বাসনার বুনট। আত্মা হৃদয়ে দীপ্ত হয়, তা সে হৃদয় পবিত্রই হোক, বা অপবিত্রই হোক। হৃদয় যদি পবিত্র হয় এবং তীব্রতম বাসনাটি যদি ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছা হয়—তা হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

হিসলপ : এই মুহূর্তে আমার মন এবং বুদ্ধি গুণের সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করছে, বাবা বলেন যে একটিই শক্তি, তা হল আত্মা-শক্তি। তাহলে কেন আত্মারূপে সেই আত্মাকে দেখি না—যে মন এবং বুদ্ধির কাজ সমাহারের মাধ্যমে ঠিক এই মুহূর্তে কাজ করছে।

সাই : আধ্যাত্মিক অভ্যাসের সাধনার মাধ্যমে যখন স্বচ্ছ দৃষ্টির বাধাগুলি দূর হবে, তখনই শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যাবে। শুধুমাত্র ধ্যানে বসাই প্রকৃত সাধনা নয়। ধ্যান হল, 'আমি' কে, কোনটি প্রেমময়, এবং কোনটি কঠোর এ বিষয়ে নিরন্তর আন্তর অনুসন্ধান। ধ্যান হল আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলির মনন, এবং বাবার উপদেশগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারছি কিনা তা অনুসন্ধান করা, এই সব ।

হিসলপ : আমার দৃঢ় বিশ্বাস (এক, তা এত দৃঢ় যে আমার অস্থি মজ্জায় মিশে গেছে) যে জীবন হল এক এবং আমি ও আর সব জীব হল এক। আত্মা হল সেই এক এবং এই মুহূর্তে তা সম্পূর্ণরূপে এখানে রয়েছে, এবং আমি অবিরত সাধনায় নিযুক্ত। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, 'আমি ছাড়া আর কিছু নয় এই একতার প্রকৃত অভিজ্ঞতা কেন পাচ্ছি না ?'

সাই : একতা সম্পর্কে তোমার বিশ্বাস কেবলমাত্র একটা ধারণা, একটা চিন্তা। এটা অভিজ্ঞতা নয়। যেমন তোমার স্ত্রীর বুকে ব্যথা রয়েছে। তোমার বুকেও কি ব্যথা অনুভব করো ? যদি তা নয়, তবে একতা কোথায় ? জীবনের একতার অভিজ্ঞতা চাই—অভিজ্ঞতা ছাড়া ধারণা কিংবা চিন্তা নয়।

হিসলপ : এখন স্বামী অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলছেন। যদি সাধনা এবং বিশ্বাস সেই সেই একতার প্রকৃত অনুভূতি না আনতে পারে, তবে কি করে তা লাভ হবে ?

সাই : অবিচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা। একত্বের অনুভূতি পাওয়ার জন্যে কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন নেই। যেমন আমরা এই গাড়ীতে রয়েছি। আমাদের প্রয়োজন কেবলমাত্র গাড়ী চালানোর প্রতি সতর্ক থাকা, এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আমরা অনন্তপুরে পৌছাবো। সঠিক এবং দৃঢ় সাধনার দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পরে একত্বের অনুভূতি স্বাভাবিক ভাবে এসে যাবে।

হিসলপ : স্বামী, সুবিধাজনক সময় পর্যন্ত মৃত্যুকে কি অপেক্ষা করতে বলা যায় না ? মৃত্যু সম্পর্কে, মন কোন স্তরে থাকা উচিত ?

সাই : সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে আমরা অনুভব করি না, যে আমাদের একদিন মরতে হবে। ফুল ফোটে এবং ঝরে পড়ার আগে সুগন্ধ ছড়ায়। সে ক্ষেত্রে মানুষ যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তার শুধু একটি বিষণ্ণ মুখই থাকে। তাকে ফুলের মত হতে হবে এবং মারা যাওয়ার আগে উজ্জ্বল ও ভালো কিছু করতে হবে। দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে। মৃত্যু এবং ভগবান। এবং দুটি জিনিস ভুলে যেতে হবে—অপরে আমাদের যে অনিষ্ট করেছে এবং আমরা অপরের যা ভাল করেছি। কারণ এই দুটিকে ধরে থাকলে ভবিষ্যতে ফললাভ ঘটবে, এবং এদের মনে ধরে রাখলে ভবিষ্যতের ফলাফল লাভ হবে। যা কিছু চিন্তা করি, এবং মনে ধরে রাখি, আমরা তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করি। নিশ্চয়ই মৃত্যুকে সব সময় মনে রাখতে হবে, কারণ তাহলেই অনেক ভালো কাজ করা হবে আর অনেক অনিষ্টকর কাজকে এড়িয়ে যাবে।

হিসলপ : মনকে বলা হয় ভয়ঙ্কর—তা কি বোঝায় ?

সাই : একই মন মুক্তি দেয়, আবার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। মন একটি সাপের মত, যার লম্বা লম্বা বিষদাঁত রয়েছে। যখন এই দাঁত থেকে বিষ দূর হয়ে যাবে, তখন বিপদ দূর হবে। ঠিক সেই রকম যখন কামনা বাসনা অদৃশ্য হয়, তখন মনের বিপজ্জনকতা অদৃশ্য হয়ে যায়।

হিসলপ : এটা সব সময় বলা হয় যে সব দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি মন থেকে।

সাই : কামনা বাসনা থেকে।

হিসলপ : তাহলে একজনের চিন্তাগুলিকে সংযত করা দরকার ?

সাই : চিন্তা এবং কামনা বাসনা এক জিনিস নয়। অনেক চিন্তা আছে, যেগুলি কামনা বাসনা নয়। চিন্তা কোন বস্তুর ভেতর গভীর ভাবে প্রবেশ করলে কামনা-বাসনার উৎপত্তি হয়। কামনা বাসনা থাকলেই বুঝতে হবে সেখানে কোন চিন্তা ছিলো। কিন্তু সব চিন্তাই কামনা বাসনা নয়। কালো মেঘ বৃষ্টি আনে, কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া মেঘ থাকতে পারে। ভগবানের অনুগ্রহ বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে। সেগুলো এক সঙ্গে জড়ো হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টির মত নেমে আসে। ভগবানের জন্যে খুব তীব্র বাসনা থাকলে খারাপ চিন্তা মনের উপর দিয়ে বয়ে গেলেও তা মনে রেখাপাত করে না। বাসনা ঈশ্বরের দিকে গেলে তা বিচার বুদ্ধি আনে। বুদ্ধি যা বিচার করতে সাহায্য করে, তা মনও নয়, সেটা চিন্তাও নয়। বুদ্ধি হল সরাসরি আত্মা-শক্তি।

একজন দর্শক : কুচিন্তা, যা শত্রুতা, ঘৃণা এবং অলসতা আনে, তাকে কি ভাবে একজন পরিচালিত করবে ?

সাই : চিন্তাকে বাধা দেওয়ার বা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার দরকার নেই। যদি তাদের বাধা দেওয়া হয় তারা সব সময় তৈরী থাকবে এবং যে কোন দুর্বল মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে, ঠিক ঝুড়ির ভেতর সাপের মত। যদি ঢাকনা আলগা থাকে, অথবা ঢাকনা সরিয়ে নেওয়া হয়, বেরিয়ে আসবে। কুচিন্তা ও আবেগ জয় করার উপায় হল

ভগবানের সেবার চিন্তা, জ্ঞানী লোকেদের সঙ্গে সৎ কথাবার্তা, ভালো কাজ এবং কথা। সংকাজ ও সৎচিন্তার ভার, কুচিন্তা ও কাজের বীজগুলিকে কবরস্থ করবে। ভালো এবং মন্দ চিন্তার আবেগ হল মনের বীজ। মাটিতে যদি খুব গভীর করে বীজ পোঁতা হয়, বীজ পচে নষ্ট হয়। সৎ চিন্তা অসৎ বীজগুলিকে এত গভীরে কবরস্থ করে যে সেগুলো পচে নষ্ট হয়ে যায়, এবং কখনই এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী হতে পারে না।

হিসলপ ঃ স্বামী, চিন্তাগুলি যখন বিরক্তিজনক হয় আমি বলি 'তোমার মন স্বামী, এগুলো আমার নয়,' এবং নির্দিষ্ট চিন্তাগুলির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

সাই ঃ তা ঠিক। যে মুহূর্তে অহম নেই, সেটা সবচেয়ে সহজ পথ।

হিসলপ ঃ স্বামী, মন কি জানে? মনের ভেতর অনেক জ্ঞান রয়েছে, বাস্তবিক সে কি জানতে পারে?

সাই ঃ মন কিছুই জানতে পারে না। তথাকথিত শিক্ষা পুথিগত বিদ্যা মাত্র। শিক্ষার সাথে সাথে দর্শনশাস্ত্র জানতে হবে। দর্শন ধর্ম নয়, এটি হল ভগবানের প্রতি ভালবাসা। এর অনুশীলন ভগবানের নাম স্মরণ, ভজন গান, আধ্যাত্মিক চিন্তা, ভগবানের সঙ্গে মিলন ইচ্ছার মাধ্যমে করা যায়। ভগবানের সঙ্গে একত্ব হল, যেমন জল-বুদবুদ ভেঙ্গে গেলে গোটা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায় তেমন। দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করলে ইচ্ছাশক্তি আসে। ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন শিক্ষা হল ব্যর্থ।

হিসলপ ঃ স্বামী, পাশ্চাত্য দেশে ইচ্ছাশক্তিকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত একটি গুণ বলে মনে করা হয়।

সাই ঃ দর্শনশাস্ত্র ইচ্ছাশক্তিকে আনে। ইচ্ছাশক্তি হল আত্মা-শক্তির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি।

হিসলপ ঃ পাশ্চাত্য দেশে মনকে খুব মূল্য দেওয়া হয়। সেখানে মনে করা হয় যে দক্ষ মন তৈরী করতে না পারলে একজন জীবনে উন্নতি করতে পারে না। যেমন পড়াশুনা শেখার জন্যে আমার মানসিক দক্ষতালাভ করবার প্রয়োজন হয়েছিলো। তবেই অর্থ উপার্জন করে বাবাকে দেখার জন্যে ভ্রমণ করতে পেরেছি।

সাই ঃ তুমি বাবাকে দেখতে এসেছ হৃদয়ের তাগিদে, মনের নয়, তাই নয় কি? আসলে হল, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ইত্যাদি একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত মনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট বিশেষ স্তরটির পরে বিজ্ঞান শেষ হয়, এবং দর্শন এসে পড়ে। তখন মনের চেয়ে হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা বেশি। সেদিন একজন আয়নার উদাহরণ উল্লেখ করে। একজন যত সরে যায়, তার প্রতিবিম্ব তত ছোট থেকে ছোট হতে থাকে, যদিও স্বভাবতই প্রতিবিম্ব মোটেই বদলায় না। জগত সম্বন্ধেও সেই একই ঘটনা ঘটে। একজন ভগবানের দিকে যত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর প্রেম নিয়ে এগিয়ে যায়, জগত সরে যায়, জগত ছোট থেকে ছোট হতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কোন প্রকারে সামান্য একটু মাত্র দেখা যায়। বাস্তবিকই কেবলমাত্র হৃদয়ই আছে।

হিসলপ : আমরা স্বেচ্ছাচারী, পৃথক পৃথক সত্তারূপে এই জগতে ঘুরে বেড়াই —এই ভুল ধারণার কারণ কি ?

সাই : সবটাই মরীচিকা—সমস্ত জিনিসটা 'আমি' এই চিন্তা থেকে উত্থিত। দেহের সঙ্গে একীকরণ থেকে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়। যেহেতু মনই দেহের সঙ্গে একত্বতার জাল বুনছে, সেই হেতু এই মনকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এবং জিজ্ঞাসা, বিচার এবং ত্যাগের মাধ্যমে নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পেতে হবে।

হিসলপ : স্বামী বললেন মন বিপদজনক নয়, কিন্তু যে সবরকম ঝামেলা মন নিয়ে আসে তা থেকে মনে হয় মন ভয়ঙ্কর।

সাই : মন যতক্ষণ না দেহের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ মন কোনরকম ক্ষতির সৃষ্টি করে না, বা কোন কষ্ট দেয় না। যেমন মন হল নাটকের কতকগুলি চিন্তা। কোন ক্ষতি নেই। মন যখন দেহকে তুলে ধরে, এবং মঞ্চে বয়ে নিয়ে যায়, তখন সে নাটকের সঙ্গে লোকজন, ভাবাবেগ, ধারণার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে এবং মনের শান্তি হারিয়ে যায়। দেহবোধের সঙ্গে মন নিজেকে নিযুক্ত করবে না। দেহজ্ঞান শুধু দেহের প্রয়োজন মেটাবে। মন নিযুক্ত থাকবে পাঁচটি মনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যেমন সত্য, মনোযোগ, শান্তি, ভালোবাসা এবং আনন্দ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন এগুলোর সঙ্গে নিযুক্ত থাকবে, সবই ভালো এবং সেই ব্যক্তি সুখী ও শান্তিময়। পার্থিব বস্তুর একটি প্রচ্ছন্ন তাপ থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ দ্রুততর হলে দেহের উত্তাপ বাড়ে। উত্তাপের অধীন বস্তু আগুনের সঙ্গে যুক্ত হলে, সেই আগুন ভয়ঙ্করতর হয়ে জ্বলে উঠে। যা উত্তপ্ত হতে পারে, তা পরস্পর মিলিত হতে পারে। মনের কোন উত্তাপ নেই। ভগবান তাপশূন্য। তাই মন এবং ভগবান একত্রে মিলিত হতে পারে।

হিসলপ : স্বামী এর মধ্যে মনের সংজ্ঞা কি ?

সাই : এই সামগ্রিকতা, বুদ্ধিযুক্ত অহম হল মন।

হিসলপ : যখন প্রয়োজনীয় কাজ থেকে মন দূরে চলে যায় তখন তাকে সংযোগের চেষ্টা করি এবং 'সাইরাম' 'সাইরাম' বার বার বলে যাই। এটা কি ঠিক ?

সাই : সম্পূর্ণ ঠিক।

হিসলপ : যখন মন কোন নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে না, তখন কোনদিকে মনোযোগ রাখতে হবে ?

সাই : দুই ভ্রূযুগলের মধ্যে। তা হল শিবের জ্ঞানচক্ষু।

হিসলপ : চিন্তার প্রবাহ মনঃসংযোগে বাধা সৃষ্টি করে। চিন্তাকে কিভাবে কমিয়ে আনা যায় ?

সাই : চিন্তা করার অভ্যাস হল দীর্ঘদিনের। এই অভ্যাস ভেঙ্গে গেলেও থেমে যাওয়াটা মন্থর হয়। যেমন সুইচ বন্ধ করে দিলেও তারপর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত পাখা ঘুরতে থাকে। কিন্তু চিন্তাধারা বদলাতে পারা যায়। একটি চিন্তাধারা অপর একটি চিন্তাধারাকে থামিয়ে দিতে পারে। সবচেয়ে ভালো উপায় হল চিন্তাধারাকে

আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি ঘুরিয়ে নেওয়া। ভগবানে আকর্ষণ হল স্বতঃস্ফূর্ত। এটা হল উৎসের প্রতি ঘুরিয়ে দেওয়া, অন্য সব আকর্ষণ নিজেরা এসেছে। মাছকে বহুমূল্য সোনা বা জহরতের পাত্রে রাখা হল, কিন্তু তার সোনা বা জহরতে কোন আকর্ষণ নেই, সে সমুদ্রে ফিরে যেতে চায়। মানুষ তার নিজের বাড়ী ছেড়ে সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভেতর এসে পড়েছে। সে বাস্তবিক দিব্য স্বভাবযুক্ত, এই আনন্দ সাগরের, রামের সত্তা, যা তাকে আকর্ষণ করে। আত্মা আমাদের আকর্ষণ করে। রাম ছিলেন ভগবান, মনুষ্যরূপী আনন্দসাগর। প্রত্যেকেই তাঁর কাছাকাছি যেতে চাইত, তাঁকে দেখতে চাইত।

হিসলপ ঃ আচ্ছা স্বামী, হয়ত যদি কেউ চিন্তাকে অনুসরণ করে ভেতরের দিকে উৎসের প্রতি এগিয়ে যায়, এবং সেই চিন্তার উৎস দেখতে পায়, তখন তার মন নিশ্চয়ই শান্ত হবে? জাগতিক ব্যাপারে চিন্তা প্রয়োজন ও কার্যগত। কিন্তু যেখানে চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই, মন তখনও অলস চিন্তায় ঘুরে বেড়ায়—সেখানে একজন অধিকতর ভালো অবস্থায় থাকতে পারে, যদি মন শান্ত থাকে।

সাই : এ বিষয়ে এগোবার পক্ষে এটা বাস্তবিক ভুল পথ। মনের স্বভাবই হল অস্থিরতা, ঠিক ইঁদুরের মত—যার স্বভাব হল কোন কিছু ঠোকরানো, এবং সব সময় সাপের মত, যার স্বভাব হল কোন কিছু কামড়ানো। মনের স্বভাব হল, কোন কিছুতে নিয়োজিত থাকা। এবং ময়ুরের পাখাগুলি যেমন ঝিকিমিকি করে শান্ত অবস্থাতেও, মনের বাহ্যগতি প্রায় সেইরকম। কম্পমান বৃক্ষের মত, যার পাতাগুলি শান্ত থাকলেও কাঁপে, এবং এদিক ওদিক দোলে—মনের স্বভাবও এইরকম কোন কিছু নিয়ে থাকা। তাই মনের সঙ্গে ব্যবহারে উপযুক্ত নিয়ম হল মনের কাজগুলিকে ভালো কাজের দিকে চালনা করা, ভালো চিন্তা, ভগবানের নামস্মরণ, এবং ক্ষতিকারক বস্তু, ক্ষতিকারক চিন্তা এবং কর্মের দিকে এগোতে না দেওয়া। এই উপায়ে কোন কিছুতে নিয়োজিত থাকবার মনের স্বাভাবিক ঝোঁকও পূরণ হবে, আবার ক্ষতি থেকে সরে আসাও হবে। মনকে ক্ষতিকারক কাজ থেকে সরিয়ে আনবার আর একটি অত্যাবশ্যক উপায় হল কাজ করে যাওয়া। মানুষ কঠোর পরিশ্রমের জন্য সৃষ্ট, এবং একজন যদি ভগবানের উদ্দেশে যে কোন প্রকার কঠোর কাজে নিযুক্ত থাকে, তাহলে মন অপ্রয়োজনীয় ও এলোমেলো চিন্তা করার সময় পায় না। আর যদি কোন বাইরের কাজ না থাকে তাহলে আধ্যাত্মিক সাধনার কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত। যেমন ধ্যান, নামস্মরণ, ভালো বই পড়া, ভালো লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা এই সব। একজন লোকের ভগবানের কাছে আত্মসমর্পিত হতে কষ্ট হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক লোক সময়ের কাছে সমর্পিত হয়, এবং সেই সময় হল ভগবান। দিনের পর দিন মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে, এবং সে সেই সময়ের কাছে জীবন সমর্পণ করছে; সময় একজনের জীবন জয় করে, এবং সেই সময় হল ভগবান। সুতরাং প্রথমে কাজ, তারপর জ্ঞান, তারপর প্রেম, এবং একজনের জীবনে সেই সময় আসবে, যখন কর্মই হবে প্রেম, এবং কর্মই হল ভগবান।

হিসলপ ঃ কিন্তু স্বামী আর একদিন বলেছেন, যে মন শান্ত এবং গ্রহণ করার উপযুক্ত হলেই সম্ভবতঃ স্বামী মনের মধ্যে আসেন ও কথা বলেন।

সাই ঃ যদি স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা অত্যধিক প্রবল হয়, তখন মন স্বামীর কথা বলার উপযোগী যথেষ্ট শান্ত হয়। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের জীবনে সেই আকুলতা যথেষ্ট পরিমাণে নেই।

হিসলপ ঃ বর্মাদেশে মনকে স্তিমিত করে দেওয়ার জন্যে বুদ্ধদেব নির্দিষ্ট উপায়ের উপর বেশি নজর দিচ্ছে। স্বামীর এর চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো কোন উপায় আছে ?

সাই ঃ বুদ্ধর পদ্ধতিতে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখাটা হল প্রাথমিক পর্য্যায়। এটা হচ্ছে ধ্যান সুরু করার আগে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। মনকে শান্ত করার এর চেয়ে ভালো উপায় নেই। একটিই উপায় আছে, ধ্যানে বসে প্রায়ই এই প্রশ্ন আসে 'কতক্ষণ ধ্যান মগ্ন থাকবো'। এর কোন উত্তর নেই। কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রকৃতপক্ষে ধ্যান হল সারাদিন ধরে করবার মত কাজ। সূর্য উঠে, এবং কিরণ দেয়, এবং তার রশ্মি এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য এবং সূর্য কিরণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

হিসলপ ঃ স্বামী, কোন তফাৎই নেই।

সাই ঃ একই উপায়ে সবাই ভগবান। চিন্তা, কামনা বাসনা সবাই ভগবান। সব চিন্তাই ভগবান হিসাবে ধরে নিতে হবে।

হিসলপ ঃ কিন্তু স্বামী—সমস্যা থেকে যাচ্ছে কি করে মনের কাজকর্ম স্তিমিত করা যায়।

সাই ঃ বাস্তবিক মন বলে কিছু নেই। প্রশ্ন হল কি চাই ? সবই ভালো হবে যদি একমাত্র কামনা হয় ভগবানকে পাওয়া।

হিসলপ ঃ কিন্তু ধ্যানে মনের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুতগতিতে চিন্তা এবং ধারণা প্রবাহিত হয়। এটা কি স্তিমিত হওয়া প্রয়োজন নয়, যাতে ধ্যানের সময় শান্তি পাওয়া যায় ?

সাই ঃ হ্যাঁ মনকে স্তিমিত করতে হবে। একটা স্তরে মনের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। ধ্যানের সময় যদি কামনা হয় ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার, তাহলে মন স্বাভাবিক ভাবে স্তিমিত হয়ে আসবে। এর জন্যে কোন পদ্ধতি নেওয়া, বা জোর করবার প্রয়োজন নেই। কামনা-বাসনা খুব দ্রুতগামী এবং শক্তিশালী হওয়া উচিত নয়। এমন কি ভগবানের প্রতি কামনাও খুব প্রবল এবং তীব্র হতে পারে। সুরু কর তাড়াতাড়ি, ধীরে চলো এবং নিরাপদে পৌঁছাও। খুব অলস হওয়াও সম্ভব। প্রথমে দ্রুত এবং পরে ধীরে সেটাও খারাপ। পদ্ধতি হওয়া উচিত সমগতিসম্পন্ন।

হিসলপ : চিন্তাগুলি, যার উৎস মনে, সেগুলো কি বস্তুগত ?

সাই ঃ হ্যাঁ সেগুলি বস্তু, এবং সব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী।

হিসলপ : চিন্তাগুলি কোথা থেকে আসে ?

সাই : সেগুলো আসে খাদ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে। যদি স্বাত্ত্বিক খাদ্য খাও, এবং একমাত্র কাম্য হয় ভালোর জন্যে, তাহলেই ভালো চিন্তা আসবে।

হিসলপ : চিন্তাগুলি কোথায় যায় ?

সাই : সেগুলি কোথাও যায় না। কারণ চিন্তাগুলি মনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। মন বেরিয়ে যায় এবং চিন্তাগুলি ধরে নেয় এবং তাতেই ডুবে থাকে। যদি ভগবানে চিন্তা থাকে, মন বেরিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সবচেয়ে ভালো উপায় হল, চিন্তা থেকে মুক্তির চেষ্টা না করা—সব চেয়ে ভালো উপায় হল সব চিন্তাকে ভগবান হিসাবে দেখা। তাহলে কেবলমাত্র ভগবানের চিন্তা আসবে।

হিসলপ : স্বামী বলেন—আত্মাই হল অসীম ক্ষমতাশালী, যদিও প্রাত্যহিক জীবনে মন একটা অদম্য শক্তি বলে মনে হয়।

সাই : মন হল নিস্ক্রিয়, তবুও মনে হয় যেন সক্রিয়। এটা সক্রিয় কারণ এতে আত্মার প্রতিফলন হয়। কখনও কখনও একে আত্মার চেয়েও শক্তিশালী বলে মনে হয়। লোহা স্বভাবত গরম নয়, এটা ঠাণ্ডা এবং নিস্ক্রিয়। লোহাকে যখন আগুণে গরম করা হয়, তখন কি লোহা পোড়ে এবং তাই থেকে উত্তাপ সৃষ্টি হয় ? না, জলন্ত কয়লা থেকে উত্তাপ লোহার মধ্যে যায়। উত্তাপ লোহাতে যুক্ত হয়। তবুও লোহা যখন গরম হয় তখন জলন্ত কয়লার চেয়েও বেশি গরম বলে মনে হয়।

হিসলপ : মনের ধর্ম হল আগে থেকে কর্মসূচী ঠিক করা। এতেতো সন্দেহ নেই যে এটা ভুল কাজ ?

সাই : সাধারণ জীবনে লোকে কর্মসূচী তৈরী করে এবং তা কার্যকরী করে। এটা করা উচিত পবিত্র ভাবে, এবং কারও ক্ষতি না করে। শেষে এক স্বতঃস্ফূর্ত দিব্যচিন্তা আসবে, কোন কর্মসূচী ছাড়াই এরকম দৈবপ্রেরণা চলবে।

এক দর্শক : কোনটি সুচিন্তা সেটি কি করে বুঝবো ?

সাই : এই আশ্রমে তুমি স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে পারো, কিন্তু আমেরিকায় উত্তরের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে, তারপরে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে অনুসন্ধান করবে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি তোমার উত্তর পাবে। কোনটা সঠিক জানা থাকলে প্রশ্ন করো না, কাজটি করে যাবে। এটা হল বিশ্বাস—দৈবশক্তি। সব সম্পর্ক, আত্মীয়তা সরিয়ে দাও। কাজটা যাকে নিয়েই হোক না কেন, তা কি ঠিক ?

হিসলপ : স্বামী বলেন—মন থেকে দূরে থাক, তার মানে কি ?

সাই : তার মানে, মন দ্বারা পরিচালিত হয়ো না।

হিসলপ : কোন মানসিক কাজগুলি গ্রহণযোগ্য ?

সাই : প্রথমে দেখ কোনটি ঠিক, এবং কোনটি বেঠিক। যদি ঠিক হয়, যেটি তোমাকে পরিতৃপ্তি দেবে তা করো। যদি অনিশ্চিত হও, নিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু করো না।

কুড়ি

হিসলপ : স্বামী বেদান্তের কথা বলেন—কথাটির সঠিক মানে কি ?

সাই : বেদান্ত হল ভগবান, পৃথিবী এবং গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধান। পদার্থবিদ্যার যেখানে শেষ, সেইখানে দর্শনের সুরু। যা প্রমাণ হয়েছে, অভিজ্ঞতার দ্বারা বেদান্ত তাই প্রমাণ করে। দর্শন হল পূর্ণ একটি ফল এবং বেদান্ত হল তারই সুমিষ্ট রস। দর্শন তোমাকে নিয়ে যাবে সত্যের কিনারায় এবং সত্যের একটি ঝিলিক দেখা যাবে। বেদান্ত সত্যের গভীরে নিয়ে যাবে। দর্শন হল বুদ্ধিগত অনুসন্ধানের একটি উপায়।

হিসলপ : স্বামী ভগবান, পৃথিবী এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে বলছেন। স্বামীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কি ?

সাই : স্বামী ব্যক্তির চালক। তিনি হলেন, 'আমি', তোমার এবং অপর প্রত্যেকের ভেতর যে সত্তা সেই। কিন্তু উত্তাপ জলের স্বভাবগত নয়। জলে সূর্যের প্রতিফলনে জল গরম হয়।

হিসলপ : ভগবান এবং জগতের মধ্যে পার্থক্য কি ?

সাই : কেবলমাত্র কথায় এবং মনেই এর পার্থক্য। যখন একজন ভগবানে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত, কেবলমাত্র তাঁকেই চায় তখন কথায় এবং ধারণায় যে পার্থক্য তা চলে যায়, এবং জগতকে সে দেখে ব্রহ্মময়। পরিণামে সে অনুভব করবে, এবং দেখবে, জগত ও জীবন সবই ঈশ্বর। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই জগত এবং জীবনকেই দেখে, এবং ভগবানকে অনেক দূরে রাখে।

এক দর্শক : সৃষ্টি কিসের জন্যে—এর কারণ কি ?

সাই : প্রথমে জিজ্ঞেস করো 'খাদ্য কেন ?' কোন কারণ নেই। বিয়ে কেন ? কোন কারণ নেই। তারপর ছেলেমেয়ে কেন ?—কোন কারণ নেই। এটা তোমার ইচ্ছা। সৃষ্টি ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর সঙ্কল্প। গাছের বীজ থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হয়—এবং পল্লব বা ফেঁকড়ি গজায় এবং তার ডালপালা হয়—এবং ক্রমশঃ বিস্তারিত হয়। হাজার হাজার পাতা, হাজার হাজার ফল হয়। বিভিন্নতা। এবং সব কিছুই এক বীজ থেকে।

দর্শক : কেন এই সৃষ্টি ? এর কারণই বা কি ?

সাই : প্রথমে জিজ্ঞেস করো 'তুমি কে ?'

দর্শক : আমি কেউই নয়।

সাই : না, না। তুমি কে ? প্রথমে সেটা বার করো, তারপর তোমার উত্তর খুঁজে পাবে।

দর্শক : অপর গ্রহগুলিতে কি প্রাণ আছে ?

সাই : সৃষ্টি হল অসীম।

হিসলপ : ধারণাগুলির অভিক্ষেপনের মাধ্যমে মানুষ কি তার জগত সৃষ্টি করে থাকে? যেমন, 'টেবিল', বাস্তব নয়। এটা হচ্ছে কাঠ, যে টেবিলটি তৈরী করেছে, তা হল বাস্তব, তবু 'টেবিল' এই ধারণাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি এবং সেই ধারণা অনুসারে কাজ করি।

সাই : টেবিল হল কাঠ, এবং টেবিল হল মানুষের মনের কাজ, এবং টেবিল হল অস্থায়ী। মনের উপর প্রতিবিম্ব হল মূল আদর্শের স্বরূপ। তেমনি, মেঘের ভেতর প্রাসাদ হল চলমান প্রপঞ্চ। কিন্তু ভগবান হলেন তার মূল। ঠিক যেমন ঢেউগুলি, সূক্ষ্ম জলীয় কণা, বুদবুদ সমুদ্র থেকে উত্থিত হয় এবং সেগুলি পড়ে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু সমুদ্র অদৃশ্য হয় না।

হিসলপ : স্বামী একবার বলেছিলেন যে জগত মানুষ থেকে বহির্দিকে নির্গত হয় ঠিক যেমন মানুষ বহির্গত হয় মায়ের দেহ থেকে। তার মানে কি সমগ্র জগত যার সম্পর্কে আমরা সচেতন, সবই?

সাই : একটি ব্যতিক্রম আছে। একটা জিনিস যা বাইরের থেকে এসে মানুষের মনে প্রবেশ করে। সেই জিনিস হল অহঙ্কার, যা বাইরের জিনিসের প্রতি আসক্তি থেকে আসে। জাগতিক কামনা বাসনা দূর হলে অহঙ্কারও চলে যাবে। বাইরের থেকে নেওয়া মানুষের যে অস্পষ্ট ধারণা, যদি তাকে সত্য বলে নেওয়া হয় তবে তা অনিষ্ট করে। কারণ মানুষ বাইরের জগতে দৃষ্টিপাত করে এবং তারপর সৃষ্টি করে, সে মনে করে সে সেই বহির্দেশ উৎপন্ন করছে। অপরপক্ষে, বাস্তবিক বহির্দেশের জিনিস শুধু পূর্বস্মৃতি স্মরণ করে, যা আগেই তার ভেতর ছিলো। যখন একজন চোখ খোলে, তখন সে সৃষ্টিকে দেখতে পায়। সকল বস্তুই সৃষ্টি হয় চোখের সাহায্যে। তুমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছ সবেরই উৎস হল চোখ। সব কিছুর যতটুকু দেখা যায় সবই অস্থায়ী। EYE (আই) শব্দটির তিনটি অক্ষর হল, তিনটি গুণ। কিন্তু I (আই), হল স্বসত্তা, যার ভেতর দিয়ে একজন অনিত্যের অতীতকেও দেখে।

হিসলপ : স্বামী কি দয়া করে জগত একটি আয়না তার এই উক্তিটির ব্যাখ্যা করবেন?

সাই : জগত হল আয়না, এবং জীবন হলো ভগবানের প্রতিফলন। আয়না যদি পবিত্র হয় শুধু ভগবানকেই দেখা যাবে। ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্বকে আর দেখা যাবে না—কেবলমাত্র ভগবানকেই দেখা যাবে। যদি জগতকে দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে আয়নাও নেই এবং প্রতিফলনও নেই। কেবলমাত্র আয়নার প্রতিফলনে জগত সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা হয়। আয়না (জগত) ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কামনা বাসনা থাকে। জগত মানে ভেতরের ইন্দ্রিয়বিষয়ক জগত। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জগতকে উপলব্ধি করি। বহির্দেশে ইন্দ্রিয়গুলি দেখা যায়। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মায়ায় দেহবোধ হয়। একটি মৃতদেহ পুড়ে যায় কাঠে আগুন লাগলে।

ভেতরের ইন্দ্রিয়গুলি কাঠের অনুরূপ। যখন সেগুলি অনুসন্ধান এবং সাধনার দ্বারা পুড়ে যায়, দেহ স্বাভাবিক ভাবেই অপসৃত হয়। অনুসন্ধান এবং অভ্যাস প্রয়োজন।

হিসলপ : কিন্তু স্বামী আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, বস্তুগুলির অস্তিত্ব থাকে, তাদের সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা ছাড়াই।

সাই : আমাদের কাছে জগত ততক্ষণই বর্ত্তমান, যতক্ষণ আমরা তাকে দেখার জন্যে সেখানে রয়েছি। আমরা অন্ধ হলে তা দেখতে পাই না। যখন আমরা অজ্ঞান হয়ে যাই, তখন আর তা বর্ত্তমান থাকে না। আমাদের কাছে জগত সেইরকম, আমরা যেমন দেখি। এর আকার আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর রচিত হয়। যদি তোমার দৃষ্টিভঙ্গী হয় যে সবই ভগবান, তা হলে যা কিছু দেখবে, সবই ভগবান। ধরা যাক্ ক্যামেরার সাহায্যে একটি ছবি নিলাম। গাছগুলো কি ক্যামেরার কাঁচের উপর অঙ্কিত হবে? অথবা ক্যামেরা কি বার হয়ে এসে গাছগুলিকে আঁকড়ে ধরবে?

হিসলপ : গাছগুলি ক্যামেরাতে অঙ্কিত হবে।

সাই : ভুল। আমি একজনের ছবি নিলাম, যে তার ছবি তুলতে চায় না। সেই অস্বীকার কি ছবি তোলায় বাধা দিতে পারবে? অথবা এটিকে আর একটি দিকে দেখো। একজন লোক তার ছবি তুলতে চায়, তার ফলেই কি ছবি উঠবে? হৃদয় হল ফিল্ম, যা স্বামীর প্রতিকৃতি ধরে নিতে পারে। যদি ফিল্মটি সুপ্ত এবং পরিষ্কার হয়, তা স্বামীকে বন্দী করে নিতে পারে, এমন কি যখন স্বামী তা চান না। কিন্তু ক্যামেরাতে যদি তেমন ফিল্ম না থাকে—যদি হৃদয় হয় অপবিত্র এবং মেঘাচ্ছন্ন, তাহলে স্বামীর প্রতিকৃতি সেখানে থাকবে না, যদি সে চায় তাহলেও। দেহ হল ক্যামেরা, মন হল লেন্স, বুদ্ধি হল সুইচ, এবং প্রেম হল ফিল্ম।

হিসলপ : কিন্তু স্বামীর আকারই হল হৃদয়ে তাঁর প্রতিচ্ছবি। কৃষ্ণ বলেছেন, 'ভক্তের প্রয়োজন পরমাত্মার আকারহীন ছবি এবং তাই যথেষ্ট। তার মানে কি এবং হৃদয়ে স্বামীর প্রতিকৃতির বেলায় তা কি ভাবে প্রযোজ্য?

সাই : প্রতিকৃতি যে স্বামীরই হবে তার কোন মানে নেই। তা হতে পারে প্রেম, যা হল স্বামী। প্রথমে ভগবানকে আকারে উপলব্ধি করতে হবে, তারপর সেই আকারে তাঁকে সর্বত্র দেখতে পাবে। তারপর নিরাকার ভগবানের উপলব্ধি হবে, যেহেতু সব আকারই অস্থায়ী। শেখবার সময় শিশু একটি হাতির মূর্ত্তি দেখলো। মূর্ত্তিতে অক্ষরে লেখা হাতি। শিশু সেই লেখা পড়তে পারে না—কিন্তু হাতির নাম শুনে সেটা যে হাতি জানতে পারে। একবার সেই শিশু পড়তে শিখলে তখন হাতি কথাটা বললেই সে হাতি কি তা বুঝতে পারে। মূর্ত্তি এবং আকার হল অস্থায়ী, কিন্তু হাতি কথাটি থাকবে, যতক্ষণ ভাষা থাকবে। হাতি কথাটি হাতির চিহ্ন রূপে কাজ করবে, তার আকারহীন অবস্থায়। ঠিক তেমনি ভক্ত যদি একবার দেবত্বের ভাষা

শিখতে পারে তখন ভগবানের ছবির দরকার নেই। ভগবান কথাটিই যথেষ্ট। কিন্তু একজন ভগবানকে জানতে পারে, তার আকার এবং নাম দিয়ে।

হিসলপ: আমরা এখানে স্বামীকে ভগবানের আকারে দেখছি। কি করে আমরা সেই আকারকে বুঝবো? ভগবান কি শুধু ঐ একটি আকারে দৃষ্টিগোচর হবেন? প্রশ্ন যথোপযুক্ত না হলে স্বামী দয়া করে তা অগ্রাহ্য করবেন।

সাই: প্রশ্নটি ঠিক আছে। এই ঘরের সব জায়গায় বিজলীর তার রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র একটি বাল্‌ব তারের সঙ্গে যুক্ত আছে। কেবলমাত্র একটি আলোই দেখা যাচ্ছে পূর্ণ ক্ষমতায়। তারের সর্বত্রই একই শক্তি রয়েছে। অবতার কেবলমাত্র একটি এবং এই একটি দেহ অবতার ধারণ করেছেন। অবশ্য একটি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু সে রশ্মি আলোর থেকে আলাদা নয়।

হিসলপ: স্বামী দয়া করে আরও স্পষ্ট করে আকার এবং নিরাকার সম্পর্কে বলুন।

সাই: দেহ সত্য নয় যা আমরা তাতে আরোপ করি। একটি উদাহরণ:— যেমন একটি লোক তার জন্মদাত্রী মাকে ৩০ বছর ধরে পুজো করছে। তাঁর পা মালিশ করে, তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে, তাঁর কথা শোনে এবং তাঁর সাদর প্রেমপূর্ণ ভালবাসায় সে নিজেকে সুখী মনে করে। ৬০ বছর বয়সে তার মা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কেঁদে উঠল মা, মা, তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে? কেন লোকটি কেঁদে উঠল? যে দেহ সে পুজো করতো তা রয়েছে—যে পা সে প্রতিদিন সেবা করতো তাও রয়েছে—কিন্তু সে কেঁদে উঠল যে তার মা সেখানে নেই, এবং তিনি তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে যদিও লোকটি গত ৩০ বছর ধরে ঐ দেহ এবং মাকে এক মনে করে সম্মান দিয়ে এসেছে, সেই মা যখন মারা গেলেন, সে তখনই জানতে পারলো যে মা এই দেহ নয় এবং সেই মা চলে গেছেন যদিও তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে। তাই যে দেহ কখনও মা ছিল না তার কি মূল্য, যদিও তা কিছু সময়ের জন্যে মা বলে গণ্য হয়েছিলো? এই রহস্য গভীরভাবে চিন্তা করলে এটাই স্পষ্ট হয় যে যদি দেহ না থাকতো মাকে জানা যেত না। কেবলমাত্র দেহের মাধ্যমে লোকটি মার কোমল, প্রেমপূর্ণ মহান গুণগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, যার ফলস্বরূপ তার হৃদয়ে ভালবাসা জেগে উঠেছিল। 'মায়ের' নিরাকার অসীম গুণগুলি কেবলমাত্র ঐ অস্থায়ী আকারের মাধ্যমে জানা ও লাভ করা যাবে।

হিসলপ: স্বামী চমৎকার হয়েছে! এটি আকারের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে।

সাই: নিরাকার ব্রহ্ম সম্পর্কে একই সত্য প্রযোজ্য। আকার ছাড়া তা আমাদের কাছে অবিদ্যমান থাকতো। আমাদের ঈশ্বরের জ্ঞান হয় এই আকারের মাধ্যমে।

হিসলপ : সাই আকার এবং নিরাকারের পার্থক্য সম্পর্কে বলেছেন। ভগবানের সাকার পুজো করতে করতে নিরাকার ব্রহ্মের পুজোতে কিভাবে পরিবর্তন করা যায় ?

সাই : সাকার ভগবানের পূর্ণ আরাধনার মাধ্যমে পরিবর্তন হয়, তারপর সকলের মধ্যে সেই ভগবানের প্রিয় আকারকে দেখা যায়, তারপর ভগবানকে সর্বত্র দেখা যায় এবং তখন অপরের প্রতি ভালবাসা স্বাভাবিকভাবে ও সহজে এসে যায়।

হিসলপ : যখন স্বামী রয়েছেন—তাঁর আকার সহজে দেখা যায় এবং পুজো করা যায়, কিন্তু স্বামীর দৈহিক আকার যখন অনুপস্থিত তখন একজন কি মনে তাঁর প্রতিকৃতি গঠন করতে পারে—যাতে করে সে তাঁর আকার দেখাকে বজায় রাখতে পারে ?

সাই : হ্যাঁ, ভগবানের আকারের মানসিক প্রতিচ্ছবি একজন গঠন করতে পারে। পূর্ণ বিকশিত হলে মন সেই আকারের দিকে বেগে ধাবিত হয়। যখন ভগবানের প্রতিচ্ছবি বাইরে দেখা যায় তা হল দ্বৈতের প্রতিষ্ঠা। যখন সেই প্রতিচ্ছবি মনে দেখা যায় তা হল বিশিষ্টাদ্বৈত। যখন আকার আত্মায় গভীর ভাবে অভিনিবিষ্ট হয় তা হল অদ্বৈত—দুই নেই। দুটি প্রাথমিক স্তর আলাদা স্তর নয়—দুটিই অদ্বৈতের মধ্যে রয়েছে। যেমন ঘোল এবং মাখন, দুইই দুধের মধ্যে আছে। ভগবানের প্রতিচ্ছবি যা বাইরে দেখা যাচ্ছে তাকে মনে ও পরে আত্মায় ধারণ করতে হবে।

হিসলপ : ভগবানের প্রতিচ্ছবি মনে গঠন করার সবচেয়ে ভালো উপায় কি ?

সাই : যদি তুমি ইচ্ছা করো, যে আকার দেখছো তার প্রতিচ্ছবি ধারণ করতে পারো অথবা ফটোগ্রাফ নিতে পারো।

হিসলপ : স্বামীর একটি ফটো বা সরাসরি অনুভূত স্বামীর কোন রূপকে মানসিক প্রতিচ্ছবি বলে ধরে নিলে কি মনের একাগ্রতা নষ্ট হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো ?

সাই : মন ভগবানের একটিমাত্র পছন্দ করা প্রতিকৃতিতে দৃঢ় হবে। যখন প্রতিকৃতি রূপোর হবে, চোখ, চুল, মুখ, চর্ম সবই রূপোর হবে।

হিসলপ : এটা দয়া করে আর একবার বলুন।

সাই : প্রতিকৃতির ছাঁচে মনকে ঢেলে দিতে হবে। তাহলে মনটি হবে ভগবানের প্রতিকৃতি।

হিসলপ : হ্যাঁ সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যাখ্যা। কিন্তু স্বামী আমরা স্বামীর দৈহিক উপস্থিতিতে যতখানি আনন্দিত হই, স্বামী দূরে থাকলে তত আনন্দিত হই না।

সাই : তুমি তোমার দৈহিক আকারকে তোমার সঙ্গে অভেদ কর এবং অন্যের আকারকেও সেইভাবে দেখ। যখন দৈহিক আকারের প্রতি তোমার আসক্তি কমে যাবে, তোমার আনন্দ বা সুখ তত বাড়বে।

হিসলপ: একজন নিজেকে স্বামীর ছেলে বিবেচনা করে। স্বামী তার যার মত। আমরা তাঁর উপর নির্ভর করি, সম্ভব হলে সরাসরি, কিন্তু তা নাহলে আমরা প্রার্থনা করি বা তাঁকে লিখি।

সাই: অবিরাম চিঠির স্রোত স্বামীর কাছে রোজ আসে, স্বামী সব চিঠি পড়েন। সকাল প্রায় ১০ টায় চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। স্বামী সব কিছুই নিজে করেন, তাই সবই ঠিক হয়। স্বামী কখনও ঘুমোন না। মাঝরাতে তিনি আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় বিশ্রাম নেন কারণ যদি আলো জ্বালা থাকে ভক্তেরা এসে ভীড় করবে। স্বামীর ঘুমের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা ঘুম দরকার। সেটা তাদের অত্যাবশ্যক। লোকেরা মনে করে যে বাবা দুপুরে বিশ্রাম নেন বিকেল ৪টে পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি কখনও বিশ্রাম নেন না। তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তিনি সবসময় কাজ করেন। লোকেরা ৩টি বা ৪টি আত্মীয় এলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু বাবার কাছে অবিরাম দর্শক আসে। বাবা স্কুল, কলেজ প্রত্যেকটির কাজ খুঁটি-নাটি দেখেন এবং সহস্র সহস্র ভক্তের দেখাশোনা করেন। বেশির ভাগ লোকের কাজের দায়িত্ব অন্যের উপর থাকে। কিন্তু বাবা কর্ম এবং কর্মফলের জন্যে দায়ী থাকেন।

হিসলপ: বাবা তাঁর অন্য জগতের জন্যও দায়ী, তাই নয় কি ?

সাই: হ্যাঁ ঋষিদের, সাধুদের, যোগীদের জন্যে সর্বত্র, যেখানেই তারা থাকুক না কেন, পথপ্রদর্শক হন, রক্ষা করেন এবং তাদের মঙ্গলের দিকে নজর রাখেন।

হিসলপ: আমার মনে হয় স্বামী শুধু এই জগত নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য দায়ী।

সাই: হ্যাঁ সেইরকম। বাবা হলেন সুইচ। সুইচ চালু করা হলে সবকিছুই আপনা থেকেই এগিয়ে যায়। সেই রকম ব্রহ্মাণ্ড আপনা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। তথাকথিত 'অলৌকিক' আসলে অলৌকিক নয়—সেগুলো দেবত্বকেও প্রমাণ করে না। সমস্ত জগতে বাবার সীমাহীন কাজ—সহজ, কোন ভার নেই, সদানন্দ—সেটাই 'অলৌকিক'।

হিসলপ: এই জগতে যে অবিরাম সমস্যা স্বামীর কাছে আসে, এবং তা সত্ত্বেও তিনি সব সময়ে খুশী ও সদানন্দ সেটাই আশ্চর্যজনক।

সাই: ঘটনা যাই হোক না কেন স্বামী সব সময় খুশী, তিনি সদানন্দ।

হিসলপ: একটি প্রশ্ন, অবিনীত হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। স্বামী মনে হয় বিভিন্ন মেজাজে থাকেন—তার মানে কি ?

সাই: একটি নৌকো বন্যার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় কিন্তু জলকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। নৌকোতে যেমন একজন শান্তিতে থাকে, যেখানে জল প্রবেশ করে না, বাবার স্বর্গীয় আনন্দের স্তরে সেইরকম কোন উদ্বেগ বা অশান্তি

প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু সাধারণ লোক বাবার মত করতে পারে না। তারা জল প্রবেশের অনুমতি দেয়, সব রকম উদ্বেগ আর অশান্তিকে নৌকোয় প্রবেশ করায় এবং সেখানে কোন সুখ নেই, কোন আনন্দ নেই, নেই মনের শান্তি। বাবার আনন্দ সব সময় রয়েছে জগতের যাই ঘটুক না কেন। বুঝে দেখ বাবাকে প্রত্যেক মাসে শত সহস্র টাকার খরচের হিসাব দেখতে হয়। তাঁর কাঁধের উপর স্কুলের সব কাজ, আশ্রমের, তাঁর দৈহিক এলাকার মধ্যস্থ লোকজন, বিভিন্ন লোকের সাক্ষাৎকার, দরখাস্ত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নানা সমস্যা সব কিছুই রয়েছে। এগুলো দৈহিক স্তরে। একই সময় মানসিক স্তরে, বাবা তাদের কাছে রয়েছেন—যারা ঈশ্বরকে চাইছে, জগতের যে কোন জায়গায় সাধু, যোগী এবং ঋষিরা আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাদের পথপ্রদর্শন করা, ভগবানের দিকে তাদের মন এবং হৃদয়ের সব অনুভূতিকে চালনা করা। কিন্তু বাবা সব কিছুতেই নিরাসক্ত। তাঁর স্বর্গীয় আনন্দ স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। বাহ্যিক দিক দিয়েও তাঁর আনন্দ স্থির, যদিও তাঁকে কখনও কখনও রাগান্বিত, অধৈর্য্য, পৃথক এবং দূরে রয়েছেন বলে মনে হয়। 'ক্রোধ' হল শব্দ মাত্র, কারণ ক্রোধের আওয়াজ কখনও কখনও দরকার হয় কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সংশোধনে। সেই রকম 'পৃথক থাকা' বা 'দূরে থাকা' হল সময় ও স্থানের উপযোগী কোন কাজ করা। কার্যতঃ বাবার প্রেম অবিরত এবং অপরিবর্তনীয়, যেমন তার আনন্দ।

হিসলপ ঃ ধারণাশক্তির অতীত ব্রহ্মাণ্ডের কাজ বাবার রয়েছে। কি করে তিনি আমাদের মত লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় দেন?

সাই ঃ বাবা তাঁর সীমাহীন দেহে সর্বত্র কাজ করছেন, 'সহস্র মাথা, সহস্র হাত, সহস্র পা—সহস্র শীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ'। এটা একটি দেহ যা তোমাদের সামনে বসে আছে এবং তোমাদের সঙ্গে কথা বলছে। এই হল বাবার সর্বত্র বিদ্যমানতা। অবতার পঞ্চভূতের অতীত। তিনি সৃষ্টিকর্তা। অর্জুন হলেন নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র এবং কৃষ্ণ হলেন সৃষ্টিকর্তা। বিজ্ঞান হল বাইরের এবং জ্ঞান হল ভেতরের। মানুষ যখন বহির্মুখী তখন যন্ত্র তৈরী করে, কিন্তু সেখানে নিয়ন্ত্রণের শেষ। তার সাক্ষী কয়েকমাস পূর্বে তিনজন মহাকাশ যাত্রীর মৃত্যু। ভগবান কোন কিছু সীমার মধ্যে নয়। তিনি পঞ্চভূতের সৃষ্টিকর্তা, তাদের পরিবর্তন করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন।

হিসলপ ঃ অবতার কখনও জন্মান না, কিন্তু তিনি দেহধারণ করে জন্মান যা স্বভাবত বেড়ে পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় সাধারণ লোকের মত। দেহগুলি, যা একজন দেখতে পায়, অস্থায়ী এবং বাবাকে অন্যরকম দেখায় না।

সাই ঃ অবতার দেহধারণ করেন যেমন তুমি বললে। পার্থক্য হল মানুষ দেহধারণ করে তার কর্মের ফলস্বরূপ কতকগুলি প্রবণতা নিয়ে। বাবা দেহধারণ করেন

—তাঁর কোন প্রবণতা নেই, সম্পূর্ণ মুক্ত, কোন কামনা বাসনা নেই, কোন আসক্তি নেই, সদানন্দ।

হিসলপ : বাবা যখন আকার নিয়ে এইসব নশ্বর আকারের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, এই সমস্ত নশ্বর স্বপ্নের মত আকারের মধ্যে একজনও তাঁকে এক প্রকৃত সত্তারূপে দেখতে পায় না ?

সাই : হ্যাঁ, প্রকৃত সত্তা হল বাবা। 'বাবা' মানে, সৎ, চিৎ, আনন্দ, আত্মা, এক প্রকৃত সত্তা।

বাইশ

হিসলপ : মনুষ্য সত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক রশ্মি রয়েছে তার প্রতিফলন হবে অসীম বিশ্বে, সীমায়িত অহমের পরিবর্তে। এ সম্পর্কে বাবা কি মানে করেন ?

সাই : যখন জগত সরে যায়, যখন সেখানে ব্রহ্মানন্দ অথবা যখন একটা অস্থায়ী সুখের অনুভূতি রয়েছে, সেই অবস্থাকে ধরে রাখ এবং তার সঙ্গে থেকে যাও এবং নিজেকে অহমের প্রবণতা বা চিন্তাগুলিতে আর ফিরে যেতে দিও না। মানুষের ভেতর পরপর কতকগুলি আধ্যাত্মিক রশ্মি রয়েছে যার গুণ হল পরম সুখ ও আনন্দ। মানুষের যা করণীয় তা হল সেই সুখকে প্রকাশ করা। অনুসন্ধানের ধারণা রয়েছে ভুলের মধ্যে। প্রত্যেক লোক আগেই সত্যকে জানে। সব থেকে প্রয়োজনীয় হল সেই সত্যকে কাজে লাগানো এবং প্রকাশ করা। আনন্দের এই আধ্যাত্মিক রশ্মিই হল মানুষের মানবিকতা। একটি ফুলকে দলে ফেলা যত সহজ এবং চোখের পাতা ফেলা যেমন সহজ, আত্ম-উপলব্ধি ঠিক সেই রকমই সহজ

হিসলপ : স্বামী বলেছেন আনন্দে থাকা মানুষের কর্তব্য।

সাই : ভগবানকে উপলব্ধির জন্য সুখ বা আনন্দ প্রয়োজন। এটি হল দিব্যত্বের প্রধান দরজা। একজন যদি সুখী না থাকতে পারে সেটা তার কেবলমাত্র দোষ নয়—সকল দোষের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দোষ। উপলব্ধির পথে এটি বাধাস্বরূপ। বেশির ভাগ লোকই অসুখী। কারণ তারা জাগতিক আসক্তি ও স্ফূর্তির মধ্যে নিযুক্ত। এই দোষ থেকে মুক্ত হতে গেলে সে লোকটিকে বলতে হবে তার দোষের গুরুত্বের কথা।··· তাকে বুঝতে হবে যে কামনা বাসনা কখনও শেষ হওয়ার নয়—যা সমুদ্রের তরঙ্গের মত।

হিসলপ : স্বামী বলেন সুখ বা আনন্দ হল দুটি দুঃখের মধ্যবর্তী অবস্থা। এর নিহিত অর্থ কি ?

সাই : দুটি দুঃখের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে সুখ। দুঃখ দূর করে দাও তাহলে কেবলমাত্র সুখ এবং আনন্দই থাকবে। কিন্তু কেউই দুঃখের কারণকে জানার জন্যে কষ্ট করে না। এটা হল সেই মহিলা যিনি রাস্তায় আলোতে হারানো ছুঁচ খুঁজছেন—কারণ তাঁর বাড়ীতে যেখানে ছুঁচটি হারিয়েছিলো—সেখানে কোন আলো ছিলো

না। জ্ঞানের আলোতে বাড়ী আলোকিত হয়। হারানো জিনিসটি সেইখানেই খোঁজা উচিত ছিলো, যেখানে সেটি হারিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে দুঃখের এবং যন্ত্রণার কারণ হল কামনা বাসনা। প্রতিকার হল সেই একই কামনা বাসনাকে ভগবৎমুখী করা— ভগবানকে কামনা করা। তৎক্ষণাৎ দুঃখকষ্ট চলে যাবে, জাগতিক বিষয় থেকে ফিরে ঈশ্বরমুখী হবার জন্য দুঃখের কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে। যে ঘটনাগুলো দুঃখের কারণ ছিল তা আর দুঃখ দেবে না। যদি কেউ "আমার" বলে তবে সরাসরি যন্ত্রণা এসে যায়। কিন্তু একজনের বাসনা যদি শুধু ভগবানমুখী হয়, যন্ত্রণা চলে যাবে।

হিসলপ : কিন্তু কেউ কেউ অন্যের কষ্ট জেনেও নিজে কষ্ট পায়।

সাই : একজন অন্যকে কষ্ট পেতে দেখে কল্পনায় সেই কষ্ট অনুভব করে। সেই সহানুভূতিক কষ্ট চলে যাবে কিন্তু সহানুভূতি থাকবে। যখন প্রেম চলমান হয় এবং প্রবাহিত হয় তখন তা হল দয়া। ব্যক্তিগত ভালবাসা হল যখন ভালবাসা চলমান নয়, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদির মধ্যে সীমিত থাকে। ভক্তি হল ভগবানের প্রতি মুক্ত, চলমান ও প্রবাহিত প্রেম।

তেইশ

হিসলপ : গত রাত্রে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় স্বামী বলেছিলেন যে একজনের দেহ স্পর্শ দ্বারা তার পাপগুলি অন্যের মধ্যে চালিত হয়—এটা খুবই গোল-মেলে ঠেকছে।

সাই : এই কারণে স্বামী কোন কোন ভক্তদের পাদস্পর্শ করতে দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন নিশ্চিত না হচ্ছে, সে ভালো কি মন্দ ততক্ষণ অন্যকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

এক দর্শক : সেইজন্যই কি ভারতীয় অভিবাদনের এই রকম পদ্ধতি। পাশ্চাত্য দেশের করমর্দনের পরিবর্তে ভারতীয়রা এই ধরণের প্রণাম জানায়?

সাই : না সেটা কারণ নয়।

হিসলপ : স্বামী কি এই মানে করছেন আমি যদি একজনকে স্পর্শ করি, আমিও সেই পাপ করবো যা সে করেছে?

সাই : যখন ভক্তির চারাগাছ বাড়তে আরম্ভ করে তখন তা সুরক্ষিত হওয়া উচিত। চারাগাছ যখন বাড়ে তখন বিভিন্ন পশু তাকে মুড়িয়ে খেয়ে ফেলতে পারে এবং মেরে ফেলতে পারে। সেই কারণে কচি গাছগুলোর চারপাশে বেড়া দেওয়া হয়। যখন গাছ বেড়ে বড় হয়ে উঠে তখন আর রক্ষণের দরকার হয় না। সেই একই জন্তুগুলি যারা প্রথমে গাছগুলিকে নষ্ট করে দিতে পারতো এখন তারা সেই গাছের তলায় আশ্রয় খোঁজে এবং আশ্রয় নেয়। যখন ভক্তি খুব দৃঢ় এবং তীব্র হয় তা সব পাপ পুড়িয়ে দেবে। একজনের ভক্তি একেবারে নতুন হলে সে মন্দকে মন্দ এবং

ভালোকে ভালো দেখবে। যার ভক্তি দৃঢ় হয়েছে সে মন্দের মধ্যে ভালো দেখবে এবং শুধুই ভালো দেখবে। কেবলমাত্র বাহ্যিক স্পর্শ দ্বারাই বিপদ আসে না, মনের মেলা-মেশা হলেও মন্দ প্রভাব একজন থেকে অপর জনের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। তোমার সন্তানরা তোমার সন্তান নয়, তারা ভগবানের সন্তান। তুমি তাদের ভালোবাসবে, কিন্তু তোমার চিন্তাধারা তাদের মধ্যে প্রবাহিত করবে না। মায়ের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক থাকে—যাঁর দেহ থেকে তুমি এসেছো এবং দিদিমার সঙ্গে যাঁর দেহ থেকে মা এসেছেন। ভাই এবং বোনেদের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে। কিন্তু অপর লোকেদের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক নেই।

চব্বিশ

হিসলপ: এক যোগীর দ্বারা সৃষ্ট একটি আংটি আমি স্বামীকে দিয়েছিলাম। আমার সেটা পরার ইচ্ছা হয়নি এবং আমি জানতাম না সেটা দিয়ে আমি কি করবো? এটি সম্বন্ধে লিখে একটি বার্তাবহ মারফৎ সেটি স্বামীর কাছে পাঠিয়েছিলাম।

সাই: এটি অপর একটি চেষ্টা যা তোমার উপর প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছিলো অন্য একটি উদ্দেশে। তুমি বাবার ভক্ত হিসাবে পরিচিত এবং এটি তোমাকে অন্যত্র আসক্ত করার চেষ্টা। পাশ্চাত্য দেশীয় সহরগুলির ব্যাপার। এই ধরনের চেষ্টাকে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেওয়া উচিত।

হিসলপ: কিন্তু সেখানকার লোকটি বলেছিলো যে স্বামী তার বাড়ীতে থাকেন।

সাই: সত্য নয়। ঐ অঞ্চল কমিউনিষ্ট প্রধান। এক সময় বাবা তাঁর সঙ্কল্পের অবস্থিতির প্রকৃত প্রমাণ সেখানে স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু অহম এবং ব্যবসায় মনোবৃত্তি সৃষ্টি হওয়ায় বাবা তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি পরে তা পুনরায় চালু করেছিলেন এবং এখন আবার বন্ধ করে দিয়েছেন। ঐ লোকেরা অখ্যাতির ভয়ে এখন সেখানে চালাকি করে কাজ সুরু করেছে।

হিসলপ: লোকটিকে দেখে ভালোমানুষ বলে মনে হয়েছিল।

সাই: তা নয়। যে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্বিত্ব বস্তুর সবসময় ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই আছে। যখন কোন অবতার আসেন তখন নিশ্চয়ই কিছু খারাপ থাকবে; রামের পালিতা মা তাঁর শত্রু ছিলেন। এমন কি জন্মের আগে কৃষ্ণের মামা তাঁর শত্রু ছিলেন। সিরডি বাবাকে অনেক গালাগালি শুনতে হয়েছে। কিছুদিন আগে একজন লোক স্বামীকে কতকগুলি পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলো। অন্যান্য দেশেও বিস্তৃত ক্ষেত্রে এইরকম বহু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। এই লোকটির দলে কয়েকটি বিদেশী লোক ছিলো। স্বামীর কয়েকজন ভক্ত তাকে অনুরোধ করেছিলো এর জবাব দিতে; কিন্তু উত্তর দেওয়া লজ্জাজনক হত। এই যোগীটি পেরেক, কাঁচ ইত্যাদি খেতেন। তিনি একটি বিশেষ পুকুর সৃষ্টি করেছিলেন

জলের উপর হাঁটা পরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু একটি বিশেষ পুকুর কেন? এর ভেতর কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি দর্শকদের কাছে ১০০ টাকারও বেশি মূল্যের টিকিট বিক্রয় করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি জলে দাঁড়ালেন, এবং জলে ডুবে গেলেন। গালাগালি থেকে বাঁচাবার জন্যে পুলিশ তাকে একটি ছোট ঘরে রেখেছিলো এবং সমস্ত টাকা ফেরৎ দিতে হয়েছিলো। লোকেরা এখন বলে লোকটা কি বোকাই ছিলো যে স্বামীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানের বোকামীর জন্য তার ধ্বংস হয়েছিলো। পরে লোকটি স্বামীকে লিখে জানিয়েছিলো যে স্বামীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানে বাস্তবিক পক্ষে কোন ইচ্ছা ছিলো না। এবং একথা স্বীকার করে যে বেশি টিকিট বিক্রির জন্য সে স্বামীর নাম ব্যবহার করেছিলো। লোকটি এখন এখান থেকে চলে গেছে, এবং তার সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায়নি।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী লোকটি কি করে এত বোকা হল যে আগে থেকে অভ্যাস না করেই সে জলে হাঁটতে চেষ্টা করেছিলো?

সাই: লোকটি জলে হাঁটছিলো—কিন্তু অহঙ্কার এবং লোভ তার মধ্যে এল এবং তাই তাকে শেষ করলো। চিন্তা, কথা, কাজ একই রকম হওয়া উচিত।

পঁচিশ

গাড়ীতে করে অনন্তপুর যাওয়ার সময় একজন আমেরিকান যিনি বৃন্দাবনে সত্য সাই কলেজে পড়াতেন—স্বামীকে বললেন—ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে আসার জন্যে আমি নিজেকে দোষী মনে করছি।

সাই: ভগবান যখন ডাকেন তখন কোন জাগতিক কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব থাকে না। জীবনের উদ্দেশ্য হল ভগবান। তাঁর সংস্পর্শে এলে আর কোন কর্তব্য থাকে না। তিনি যখন বাইরে যাওয়ার জন্যে অনুপস্থিত থাকেন তখন কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে অনুভূত হয় কারণ কর্তব্যই ভগবান।

হিসলপ: যখন আমি সুদূর আমেরিকায় থাকি স্বামীর দৈহিক সংস্পর্শ থেকে দূরে, আমি তাঁর প্রকৃত উপস্থিতি জানতে পারি, জুঁই ফুলের সুগন্ধে। কেউ কেউ বলেন যে গন্ধটি পাওয়া যায় সূক্ষ্ম শরীরের ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা—এটা কি ঠিক?

সাই: না, দৈহিক শরীরেই ইন্দ্রিয়ের কাজ। সূক্ষ্ম শরীরে কোন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি থাকে না। দৈহিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সুগন্ধ পাওয়া যায়।

হিসলপ: মানুষের কি তিনটি দেহ আছে?

সাই: হাঁা, দেহ, মন এবং আত্মা। শারীরিক দেহ, সূক্ষ্ম দেহ এবং কারণ দেহ। (স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, কারণ দেহ) মৃত্যুর সময় শারীরিক এবং সূক্ষ্মদেহ চলে যায়। কিন্তু কারণ দেহটি থেকে যায়।

হিসলপ : পাঁচটি কোষ, পাঁচটি খাপ কাকে বলে ?

সাই : অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষগুলি অস্থায়ী। জ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষগুলি থেকে যায়। দেহ হল মাটির মত এবং মাটি থেকেই সবকিছু জন্মায়। দেহেরই খালি মৃত্যু হয়। প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গুলি মনের সঙ্গে মিশে যায়। মন জ্ঞানেতে লয় পায় এবং আনন্দ ও ভগবানে জ্ঞানের লয় হয়। পঞ্চকোষ হল এই রকম।

হিসলপ : চতুর্দশ লোক বা চতুর্দশ জগত কি ?

সাই ; প্রকৃতপক্ষে সেগুলি চিন্তা। উর্ধ্বমুখী ৭টি চিন্তার স্তর আছে এবং নিম্নমুখী ৭টি চিন্তার স্তর আছে।

হিসলপ : স্বামী কিছু লোক দাবী করে যে মনকে বিস্তার করে দিয়ে তারা সূক্ষ্ম শরীরে ঘুরে বেড়ায়।

সাই : এগুলি স্বপ্ন বা দৃষ্টিভ্রম, এগুলো প্রকৃতপক্ষে কিছু নয়। কিন্তু যদি ধ্যানের মধ্য দিয়ে কোন দৃশ্য ভেসে আসে তবে সেটা কিছুটা সত্য।

হিসলপ : ঘড়ি সময়ের নির্দেশ দেয় এবং ঘড়িতে এক মিনিট পরের মিনিটের সমান। কিন্তু মানুষের জীবনে একটি অভিজ্ঞতায় সময় আস্তে চলে আবার পরবর্তীতে খুব দ্রুত যায়।

সাই : হিসলপ বম্বেতে ঘুমোচ্ছে। স্বপ্নে সে দেখে কালিফোর্নিয়ায় তার জন্ম এবং তার জীবনের ৬৫ বছর সে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জীবনের এই পুরো ৬৫ বছর ঘড়ির সময় অনুসারে ২ মিনিট সময় নেয়। হিসলপ বম্বেতে যখন ঘুমোয় তখন সে তার বোম্বাই-এর দেহটি পেছনে ফেলে রেখে যায়। এটাই প্রমাণ করে যে হিসলপ তার দেহসর্বস্ব নয়। যে জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করেছে তার কাছে ৬৫ বছরের জাগ্রত জীবন একটি মুহূর্ত মাত্র, যেমন হিসলপের স্বপ্ন।

হিসলপ : বর্তমান মুহূর্তটি কি ?

সাই : ভগবান সর্বত্র বিরাজিত। তার মানে সকল সময় বিরাজিত। এই মুহূর্তও হল ভগবান। শুধু ভগবানই আছেন। যা সত্য তা অতীতে যেরূপ ছিলো বর্তমানেও তাই এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। সুতরাং সময়ের যে ধারা তা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কল্পনামাত্র। কিন্তু 'আমি' কালাতীত, সময়ের বাইরে। 'আমি' অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে দেখতে পাই কিন্তু তারা আমি নয়। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে বিবেচনা করতে হয়। সময়ের এই দুইটি দিক একত্রে মিশে যাওয়া উচিত, একই সময়ে তা হওয়া উচিত। সময়জ্ঞান যে কাল্পনিক এই অনুভূতি এবং 'আমি' যে কালাতীত এবং কালের উর্ধ্বে, এই অনুভূতি দুটোই সেই মুহূর্তে থাকা উচিত যখন কেউ তার দৈনন্দিন জীবনে সময়জ্ঞানকে কোন কাজে ব্যবহার করে।

হিসলপ : সময় যদি অবাস্তব হয়, তাহলে আমরা কি করে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা লাভ করবো ?

সাই : এগুলো হল অবাস্তব। কিন্তু সেই একই সময়ে আত্মা হল বাস্তব। এই কেন্দ্রীয় বাস্তবতাকে ধরে রাখো, তাহলে কোন গোলমাল হবে না। আভ্যন্তরীন বুদ্ধি সময়গত অভিজ্ঞতা এবং স্থায়ী আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য এনে দিতে পারে। এমন কি এখনও তুমি শুনতে পাচ্ছো ও দেখতে পাচ্ছো তবুও অন্তর্মুখীন বুদ্ধি দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য আনে।

হিসলপ : ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মনে হয় যে আমরা এই মুহূর্তেই রয়েছি। যখন স্বামী তাঁর চোখ দিয়ে আমাদের দেখেন তখন তিনি কি দেখেন ?

সাই : মানুষের মাত্র দুটি চোখ এবং সে শুধু অতীত ও বর্তমানকে দেখতে পায়। ভগবানের তিনটি চক্ষু এবং ভগবানের চোখগুলি আধ্যাত্মিক। তিনি সামনে পেছনে, উপরে নীচে সবই দেখতে পান। যেমন একটি মালা যদি আঙুলের উপর দিয়ে টানা হয় তখন আঙুলটি হল বর্তমান এবং তার সঙ্গে অতীত এবং ভবিষ্যতের যোগ রয়েছে। ঈশ্বর হচ্ছেন বর্তমান, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। যেমন বাবা যখন কোন লোককে দেখেন তখন তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সর্বত্র এবং সব দিকে দেখতে পান।

ছাব্বিশ

এক দর্শক : আমার দেশে, আমার বাড়ীতে আমার ডেস্কের উপর স্বামীর ছবির দিকে আমি তাকাই এবং স্বামীর উপদেশ পাই। তিনি ভারতে এই সম্মেলনে আসার জন্যে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন।

সাই : তুমি সাইকে চিন্তা করেছো এবং কতকগুলি অনুভূতি পেয়েছো।

দর্শক : আমি স্বামীর ছবির দিকে তাকাই এবং অন্য লোকের হয়ে আমার কতকগুলি প্রশ্ন এবং সমস্যা পাঠাই এবং ঐ লোকগুলির জন্যে তাঁর কাছ থেকে আদেশ ও উপদেশাবলী পাই এটা কি ঠিক ?

সাই : না, সেটা ঠিক নয়। তোমার নিজের জন্যে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার। কিন্তু তুমি কোন ভক্ত এবং সাই-এর মাঝখানে নিজেকে স্থাপন করার কথা চিন্তা করতে পার না। এটি একটি ভুল ধারণা।

এক দর্শক : অবতারের ১৬টি লক্ষণ কি ? আমি জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কেউ জবাব দিতে পারেনি।

সাই : মানুষের সঙ্গে অবতারের পার্থক্য ? মানুষ ১৫টি উৎপাদককে জানতে পারে কিন্তু তাদের প্রভু হতে পারে না। তারা তাদের নিজেদের রাস্তায় চলে। সংযমের দ্বারা মানুষ ষোড়শ স্তরের সর্বজ্ঞ পরমাত্মার কাছাকাছি যেতে পারে। ৫টি কর্মেন্দ্রিয় হল কথা বলা, গ্রহণ করা, হাঁটা, ত্যাগ করা (মলমূত্র ইত্যাদি) এবং খাওয়া।

৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় হল—শোনা, স্পর্শ করা, দেখা, আস্বাদ করা এবং ঘ্রাণ নেওয়া। ৫টি ভূত হল, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। ষোড়শ বৈশিষ্ট্য হল সর্বজ্ঞ পরমাত্মা।

হিসলপ : প্রশান্তি নিলয়ম অথবা বৃন্দাবন থেকে স্বামী যখন রওনা হন তখন স্বামীর গাড়ীর সামনে লোকেরা নারকোল ভেঙ্গে থাকে। তার বিশেষত্ব কি ?

সাই : যতক্ষণ নারকোলের ভেতরে জল থাকবে তার মানে হল জাগতিক কামনা বাসনা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নারকোলের শাঁস খোলার সঙ্গে আটকে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নারকোল মাটিতে পুঁতলে তাই থেকে গাছ হবে। কিন্তু সেই নারকোল না পোঁতা অবস্থায় ঝুনো হয়ে যায় তাহলে তার ভেতরের জল শুকিয়ে যাবে এবং শাঁস খোলা থেকে আলগা হয়ে যাবে এবং সেই নারকোল মাটিতে পুঁতলে তা থেকে গাছ হবে না। নারকোলকে প্রতীক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ তার তিনটি চক্ষু আছে—ছুটি শারীরিক চক্ষু এবং একটি জ্ঞান চক্ষু (আবৃত)। যখন নারকোল ভাঙ্গা হয় তখন সেটা হয় বন্ধ হৃদয়ের দ্বার খুলে দেওয়ার প্রতীক যার ভেতরের জিনিস ভগবানকে অর্ঘ হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। এই হল শরণাগতি। ভেতরের কোন কিছুই আর লুকানো থাকছে না এবং একবার নারকোল ভাঙ্গা হলে তা আর সৃষ্টি করবে না।

সাতাশ

সাই : মিঃ 'একস' একজন খুব পণ্ডিত লোক যাঁর অনেক খেতাব আছে এবং যিনি হিমালয় ও অন্যান্য জায়গায় জীবনভোর সাধনা করেছেন।

হিসলপ : আমার মনে হয় খেতাবগুলো ঠিক আছে কিন্তু এই লোকটির কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় জ্ঞান হল স্বামীর শিক্ষার জ্ঞান। এটা হল পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সোনার খনি আবিষ্কারের মত। অন্য কাজের দরকার কি ?

সাই : সোনার উল্লেখ যথোচিত। সোনার ভাণ্ডার পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু সোনার খোঁজ পেতে পারে কেবলমাত্র কয়েকজন লোক। ভগবান কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র বিরাজিত এবং যাদের পবিত্র হৃদয় আছে—তারা তাঁকে যে কোন স্থানে পেতে পারে—তার মানে এই বোঝাতে চাই যাদের হৃদয়ে প্রেম আছে।

হিসলপ : সোনা যে সব জায়গায় আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশ বড় সোনার খনি কদাচিৎ পাওয়া যায়। জলের বড় বড় ঝর্ণার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। বাবার মধ্যে লোকে পেতে পারে দিব্য অমৃতের ঝর্ণাধারা।

সাই : ঝর্ণার জল প্রায়ই অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ জল মাটি খুঁড়ে পাওয়া যেতে পারে। কোন কোন লোক ১০০ ফুট খুঁড়ে তবে বিশুদ্ধ জল পায় ; আবার কেউ কেউ ৪০ ফুট খুঁড়েই জল পেয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জীবনেও সেইরকম। হৃদয়ের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে কতটা কাজ করা দরকার এই দৈব অমৃত পাওয়ার জন্যে।

হিসলপ : কেবলমাত্র ভগবৎ প্রেমের জোরেই কি একজন ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারে ? অথবা অপর কোন প্রয়োজনীয় কারণ আছে ?

সাই : সবচেয়ে উপকারী জিনিস হল একজন লোকের জীবনে ভগবানের প্রেমকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা। ভগবানের প্রতি তার প্রেমের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম—কারণ সেটা দিব্য এবং জাগতিক প্রেমের দূষিত মিশ্রণ। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ যা দিয়ে ভগবানের প্রেম পাওয়া যায় তা হল সত্য এবং ধর্ম। একটি সমতল ভূমিতে সোনা, রূপো, তামা, লোহার টুকরো, হীরে, রুবি, সিল্ক এবং অন্যান্য দামী জিনিস এক সঙ্গে ছড়ানো থাকতে পারে কিন্তু চুম্বক সব দামী জিনিসের প্রতি নজর দেয় না—সেটি কেবলমাত্র লোহার টুকরোগুলোকেই বেছে নেয়। ভক্তদের ক্ষেত্রেও একই কথা। ভগবান লোকের অর্থ দেখে বেছে নেন না, তিনি দেখেন হৃদয়ের পবিত্রতার দিকে।

হিসলপ : স্বামী বলেন 'ভগবানের মুখোমুখি' হওয়া. তার মানে কি ?

সাই : যখন দুজন লোক পরস্পর মুখোমুখি হয় প্রত্যেকে অপরের চোখের ভেতর প্রবেশ করে এবং তারা কেবল নাম ও চেহারায় পৃথক—অপর পক্ষে তারা একই। তাই ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে মুখোমুখি হওয়া এবং তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই জন্যেই লোকে মন্দিরে গিয়ে স্বভাবতঃই তাদের চোখ বন্ধ করে, যাতে শারীরিক চোখের বদলে জ্ঞান চোখকে ব্যবহার করতে পারে।

এক দর্শক : সাধনা কথাটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমে ব্যবহার হয়।

সাই : সাধনা হল মানুষের মনের মন্দ ভাবগুলো দূর করে আত্মার দৈবী সত্তাকে প্রকাশ করা। মনের দুটি প্রধান মন্দ বিশেষত্ব আছে—সোজা রাস্তায় না গিয়ে বাঁকা রাস্তায় যাওয়ার প্রবণতা এবং তা যা কিছু দেখে তাই কামনা করে এবং আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। একে সাপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে—এঁকে বেঁকে চলে এবং যা দেখে তাই কামড়ায়। মনের ভগবানের প্রত্যক্ষ সম্মুখীন হয়ে সোজা তাঁর দিকে যাওয়া উচিত।

হিসলপ : বাবা বলেন, 'আমি যখন আছি তখন ভয় কি'। এর নিশ্চয় একটি ব্যাপক ও গভীর মানে আছে। বাবা কি এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

সাই : 'আমি আছি' বলতে বোঝায় আত্মাকে—যা সর্বদাই এবং সর্বত্র আছে। আত্মা হল নির্ভীক সিংহের মত। 'ভয়' বলতে দেহকে বোঝায়—যার আছে উদ্বেগ, দুঃখানুভূতি, কম্পন এবং ভয়। দেহ ভেড়ার মত যা এদিক ওদিক এলোমেলো ভাবে ঘোরাফেরা করছে। দেহ সব সময় অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে—খবর জোগার করতে এবং প্রশ্ন করতে। অপর দিকে আত্মা হল সিংহের মত সাহসী এবং নির্ভীক। আত্মা হল ভগবান। তুমিও ভগবান। ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান। এই 'আমি' হল তুমি। ঐ 'আমি' হল তুমি। তুমিই সব।

এক দর্শক : জ্ঞান কি ?

সাই: জ্ঞান হল সাধারণ বিজ্ঞতা—জগতে বেঁচে থাকার জন্তে যা প্রয়োজন। বিশেষ জ্ঞান হল প্রজ্ঞা। প্রেম হল দেওয়া এবং ক্ষমা করা। স্বার্থপরতা হল পাওয়া এবং ভুলে যাওয়া। প্রেম হল প্রসারণ এবং স্বার্থপরতা হল সঙ্কোচন।

আটাশ

এক দর্শক: আমি চতুর্দিকে মন্দ দেখছি ও হতবুদ্ধি হচ্ছি।

সাই: এখানে কলা রয়েছে। এর খোসা আমাদের কাছে অদরকারী। তাই তাকে খারাপ বলে ধরা হয়। কিন্তু আবরণ না থাকলে ভেতরটা রক্ষা হত না। কোনো জিনিসই খারাপ বলে মনে করো না। যদি কেউ তোমার মন্দ করে এবং তুমি সেটা মন্দ ধরে নাও ও প্রতিশোধ নাও তাহলে তুমিও মন্দ হলে। কিন্তু ভালো থেকে এবং অন্যের সম্বন্ধে মন্দ না ভেবে তুমি তাদের শোধরানোর অধিকার লাভ করবে। যদি ঘরে দুর্গন্ধ থাকে এবং তুমি যদি ধূপকাঠি জ্বালাও তার সুগন্ধ ঘরের গন্ধ বদলে দেবে। মন্দ কাজ ঠেকাতে হবে ভালো কাজের এবং ভালো দৃষ্টিকোণের দ্বারা এবং মন্দ বদলে যাবে। সময়ের কার্যকারণ ভালো-মন্দের পার্থক্য আনে। খাদ্য যখন খাওয়া হয় তখন তা ভালো। এক সময়ে সেই একই খাদ্য বদলে গিয়ে মল হয়ে যায়, এবং তাকে মন্দ বলা হয়। অপর পক্ষে সত্য একই থাকে এবং সময়ের গতিতে তার পরিবর্তন হয় না। সুতরাং সময়ের পর্য্যায়ক্রম হল কল্পনাপ্রসূত।

হিসলপ: কিছু লোকের অপরাধ এত দোষযুক্ত যে তাদের সম্পূর্ণ খারাপ মনে হয়।

সাই: কোন লোকই সম্পূর্ণ খারাপ নয় কারণ ভগবান সকলের হৃদয়ে আছেন। বিচারালয়ে সম্পত্তি নিয়ে মা ও ছেলের ঝগড়া হতে পারে। কিন্তু মা ও ছেলের সম্বন্ধ থেকে যায়। দুটি বাড়ীতে দুটি লোক পরস্পরকে ঘৃণা করে। প্রত্যেকের বাড়ীর দরজার মাথায় বাবার ছবি আছে। বাড়ী হল দেহ এবং বাবার ছবি হল আত্মার আবাসের প্রতীকস্বরূপ। দেহকে হয়ত তার ব্যবহারের জন্য সংশোধিত করতে হতে পারে এবং সব চেয়ে ভালো উপায় হল প্রেম দিয়ে আকর্ষণ করা। সম্পূর্ণ ভালো আছে কিন্তু সম্পূর্ণ মন্দ নেই। মন্দ বদলায়, মন্দ হল ভালোর বিকৃত আকৃতি। কিন্তু যখন একজন সাধারণ পার্থিব দৃষ্টি দিয়ে দেখে, তখন ভালো এবং মন্দকে একই দেখা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র যখন একজন নিজের ভেতর ভগবানের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পায় তখনই কেবল তার পক্ষে ভালো এবং মন্দকে সমভাবে দেখা সম্ভব। একজন যদি সেই সত্যের ধারণা নিতে পারে যে ভালোটা কেবল বাস্তব এবং যা একজন দেখে তা স্বভাবতই ভালো যদিও তা অন্যভাবে দেখা যায় এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে জগতকে দেখে তাহলে সে প্রচুর শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। পণ্ডিতেরা জগত সম্পর্কে তর্ক করতে পারে এবং বলতে পারে সব কিছুই মায়া এবং হতাশা, কিন্তু তারা এ জগতকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না। ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। জড় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে

জগতকে অসত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পৃথিবীকে সত্য বলে দেখা যাবে।

হিসলপ: আমরা স্বামীকে মন্দ লোকের বিষয় প্রশ্ন করছি, একটা নোংরা কাজে জড়িয়ে যাওয়া একটা অসহায় লোকের ক্ষেত্রে কি হবে?

সাই: প্রত্যেক লোকই ভালো কিন্তু কিছু কাজ আছে খারাপ কাজ এবং তার প্রতিফল। খারাপ কাজে রত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আগেই সব ঠিক ছিলো। আমরা খালি বর্তমানকে দেখি বাবা অতীতকেও দেখতে পান। সোনার হার গলায় একটি চার বছরের ছেলেকে ডাকাতরা আক্রমণ করেছিলো এবং যাতে করে তাদের চিনিয়ে না দিতে পারে অন্ধ করে দিয়েছিলো। ছেলেটি দেখতে না পাওয়ার জন্যে করুণভাবে কাঁদছিলো—তার পিতামাতারাও কাঁদছিলো। তারা বাবার কাছে এসেছিল। গত জীবনে ছেলেটি একটি নিষ্ঠুর লোক ছিলো—যে কয়েকজন লোককে অন্ধ করে দিয়েছিলো। ছেলেটি মানুষ হিসাবে অন্ধই থাকবে। কিন্তু সে যদি চিন্তা করে এবং বুঝতে আরম্ভ করে যে সে বিগত জীবনের মন্দ কাজের জন্যে অন্ধ হয়েছে এবং তারপর যদি সে আন্তরিকভাবে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে এবং নিজেকে পরিবর্তনের জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে এবং ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে বাবা তার কর্মকে ক্ষমা করতে পারে এবং তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে।

হিসলপ: এই রকম মন্দ লোকের সঙ্গে আমরা কি রকম সম্বন্ধ রাখবো?

সাই: যদিও সবাই ভাই-এর মত, তবুও যে সব লোক মন্দ কাজ করে তাদের কাছ থেকে দৈহিক ভাবে তফাৎ থাকা দরকার। দেহকে আলাদা রেখে আত্মাকে ভগবানের সঙ্গে মিলিত কর।

হিসলপ: ঠিক রাস্তা বেছে নেওয়া প্রায়ই খুব শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই বিচার করবার ক্ষমতা মানুষ কি ভাবে পেতে পারে?

সাই: প্রত্যেক লোকই কোন কাজটি ভালো এবং কোনটি মন্দ তা বুঝতে পারে। ভুল কাজ করলে মনে দোষীভাব আসে। কিন্তু ঠিক কাজে স্বাধীনভাবে থাকা যায়।

ঊনত্রিশ

হিসলপ: স্বামী, সময় সময় এখনও স্বাভাবিক আওয়াজ শোনা যায় কিন্তু প্রত্যেকটি শব্দ নিস্তব্ধতায় ঘেরা এবং সেই নিস্তব্ধতাই শোনা যায়।

সাই: সেই নিস্তব্ধতা—যা বাইরের আওয়াজকে ঘিরে থাকে—তাই হল ভগবান। ভেতরের সেই স্তব্ধতা হল ওম্-এর সনাতন শব্দ। একটিই শব্দ এবং সেটি হল ওম্। অপর সকল শব্দ এই ওম্ শব্দ থেকে উৎপন্ন।

হিসলপ: একটি শক্তি, নিজের ভেতর থেকে উত্থিত শক্তি সম্পর্কে লোকে সচেতন। সেটা কি?

সাই : সেই জীবনীশক্তি ঈশ্বরের দিকে ফেরান উচিত।

হিসলপ : কি করে একজন সেই শক্তিকে ঈশ্বরের দিকে ফেরাবে ?

সাই : বিশ্বাস এবং প্রেম দিয়ে। সেগুলি প্রেমের দ্বারা প্রতিপালিত হবে যেমন কচি গাছগুলির যত্ন নেওয়া হয়। কুঁড়িকে জোর করে টেনে গাছ করা যায় না।

হিসলপ : বাবা বলেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস শুধুমাত্র স্পর্শের দ্বারা বিবেকানন্দের রূপান্তর এনেছিলেন।

সাই : হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ছিলো অস্থায়ী, কিছুদিন পরে তা চলে গিয়েছিলো। বিবেকানন্দের তীব্র মেজাজ আবার জেগে উঠেছিলো এবং তাঁকে তার নিজের সাধনার জন্যে কাজ করতে হয়েছিলো। রামকৃষ্ণ যা করেছিলেন তা বিবেকানন্দের প্রবণতাকে উল্টোদিকে ফিরিয়ে নিম্নমুখী জাগতিক জীবন থেকে উর্দ্ধমুখী আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তা না হলে বিবেকানন্দ জাগতিক জীবনই যাপন করতেন।

হিসলপ : রামকৃষ্ণদেব স্পর্শের দ্বারা বিবেকানন্দের জীবনে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তাকি আমাদের নিজেদের জীবনে সম্ভব শুধুমাত্র বাবার দর্শনে ?

সাই : বাবা তা করেন না। তিনি ধীরে এবং ক্রমশঃ ভক্তদের পরিবর্তন করেন। কিন্তু এই পরিবর্তন হল স্থায়ী।

হিসলপ : একজন কিভাবে শুনবে স্বামীর কথা যখন তিনি কথাবার্তা বলেন বা বক্তৃতা দেন ? অর্থাৎ যখন স্বামীর কথাগুলি গভীর থেকে গভীরতর স্তরে থাকে।

সাই : স্বামী এই দেহ নিয়ে, স্বর দিয়ে, তোমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। স্বাভাবিকভাবেই তা শুনবে। অবশেষে, দেহ ও মন চলে যাবে, তখন সেখানে দিব্যত্ব এবং সোজাসুজি উপলব্ধি।

হিসলপ : স্বামীকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ'।

সাই : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উল্লেখ করে ভেতরের স্বীকৃতি। মানুষের জীবনে অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক চেতনা আসে। তার স্বভাব হল যা সে পছন্দ করে তাতে 'হ্যাঁ' বলে এবং আশার উল্টোদিকে গেলে 'না' বলে—এটা খুব ভুল। স্বামীর কাছে যা কিছু আসে তাতেই 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলেন। সব কিছুই ভগবানের দান। ভগবান যা কিছু অভিজ্ঞতা দেন তাই ভালো। সব অভিজ্ঞতাই ভালো হবে অকপট এবং প্রেমের অনুসন্ধান দিয়ে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ' হল ভেতরের স্বীকৃতি। কিন্তু ভালো এবং মন্দ কাজ আছে। যাই হোক না কেন সেগুলো বাস্তব। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ' তা বদলে দেয় না। একজন লোক দামী জিনিসগুলি সিন্দুকে রেখে তালা দিলো এবং চাবিটি সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলল—বিশ্বাস যে তার সিন্দুকটি নিরাপদে আছে। চোরেরা সিন্দুকটি নিয়ে গিয়ে ভেঙ্গে খুলে ফেললো। তাই একজনের নিশ্চয়ই হওয়া চাই যে সে সর্ব অবস্থায় মূল সত্যকে বুঝতে পারে।

হিসলপ : ভেতরে এবং বাইরে সূক্ষ্ম কাজগুলি করতে হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন খুব কঠিন মনে হয়।

সাই : আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ হল আত্মবিশ্বাস, সে যে হচ্ছে আত্মা, সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। আধ্যাত্মিক জীবন সহজ। কিছু শিখতে গেলেই কতকগুলি প্রাথমিক সমস্যা থাকে। কিন্তু এটা সহজ। একটি উপুর করা বাটি শুকনো থাকবে যতই প্রচণ্ড বৃষ্টি হোক না কেন। আবার একটি বাটিকে সোজা করে রাখলে অল্প বৃষ্টিতেও কিছু জল জমে যাবে। যদি হৃদয় ভগবানের দিকে ফেরান হয় কিছু কৃপা পাওয়া যাবে। যদি মনোযোগ ও ভক্তি তীব্র হয় তাঁর কৃপা বাটিকে পূর্ণ করবে। বহির্জগতের জীবন হল অনন্ত দুঃখ, আধ্যাত্মিক জীবন হল সহজ। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় একাগ্রতা একজনের আছে। পুনরায় জন্ম নেওয়ার জন্য কোন কাজের প্রয়োজন নেই। পুনরায় জন্ম না নিতে হলে কিছু কাজ করা প্রয়োজন। ধন সম্পদ লাভ করতে হলে কিছু কাজ করা দরকার। গরীব থাকতে হলে কোন কাজের প্রয়োজন নেই।

ত্রিশ

হিসলপ : জাগ্রত অবস্থায় একজন তার নিজের স্বপ্নের অভিজ্ঞতাকে মনের অভিক্ষেপণ বলে মনে করতে পারে। স্বামী বলেন জাগ্রত অবস্থাও একটি স্বপ্ন। কিন্তু সেই সুবিধাজনক অবস্থানটি কোথায়, যেখান থেকে আমরা দেখতে পাব যে জাগ্রত অবস্থা কেবলমাত্র স্বপ্ন ?

সাই : এক জনের স্বপ্ন হতে পারে যে সে শিশু, সে স্কুল যাচ্ছে, বক্তৃত্ব করছে, আনন্দ করছে তারপর বাবা হল ; জীবনের ঘটনা পর্যায়ক্রমে ৪৫ বছর কেটে গেল। এই স্বপ্ন ঘটল রাত ৩—১ মিনিটে এবং শেষ হল ৩—১৭ মিনিটে, এই দুমিনিটের স্বপ্নে স্বপ্নদর্শী ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা লাভ করলো, জাগ্রত সময়ে যার বিস্তৃতি হল ৪৫ বছরের। জাগ্রত অবস্থা অতিক্রম করার পর তাকেও স্বপ্নই মনে হয় এবং তুরীয় স্তরে জাগ্রত অবস্থার জীবন কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। জাগ্রত স্তর স্বপ্ন মনে হয় এবং স্বপ্নাবস্থা হল একটি স্বপ্নের ভিতর অপর একটি স্বপ্ন। স্বপ্নাবস্থা হল বাস্তবের ভেতর অবাস্তব। জাগ্রত স্তর হল অবাস্তবের ভেতর বাস্তব। এবং তুরীয় অবস্থা হল বাস্তবের ভেতর বাস্তব। স্বপ্নাবস্থায় 'আমি' বলা হয় দেহকে, জাগ্রত অবস্থায় 'আমি' বলে ধরা হয় মনকে। এবং তুরীয় অবস্থায় 'আমি' হলেন ভগবান।

হিসলপ : কিন্তু স্বামী স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থার আর একটি পার্থক্য আছে। স্বপ্নাবস্থায় একজন বাস্তবকে সন্দেহ করে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় অত্যন্ত দৃঢ় সন্দেহ থাকে। জাগ্রত অবস্থায় একজন বিশ্বাস করে না যে সে প্রকৃতই এক বাস্তব সত্তা ; নিজেকে ছায়া মনে করে, সে যে একজন প্রকৃত মানুষ, সে কাজে নিযুক্ত রয়েছে তা মনে করে না।

সাই : তুমি নিজেকে ছায়া ভাবো, এবং তখন একটা পরিবর্তন হয় এবং তোমার অভিজ্ঞতা হয় যে তুমি একজন বাস্তব। সেইরকম এটি আগে পেছনে পরিবর্তন মানে। একটি মুদ্রার দু' দিক—মুখমণ্ডল, এবং অপর দিক।......

হিসলপ : হ্যাঁ এটা সেইরকম।

সাই : কিন্তু এটাই জাগ্রত অবস্থার আদর্শ অভিজ্ঞতা নয়। এটা সাধনার জন্য যোগীর স্তর। লোকের সাধারণ অভিজ্ঞতায় স্বপ্নাবস্থাকে সত্য মনে করে যখন স্বপ্ন দেখে এবং জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা হয় যখন জেগে থাকে। তোমার অভিজ্ঞতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের স্তরে একটি ছায়াকেও মনে হয় ভগবানের প্রতিবিম্ব।

সাই : (একত্রিত কলেজের ছেলেদের) এই রকম আলোচনা বোঝা দরকার যদিও এগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করা শক্ত।

সাই : (হিসলপকে) তোমার শার্টের নিচে কি?

হিসলপ : (গলা থেকে হার বার করে স্বামীকে দিল) এটা সেই আংটি যা স্বামী দিয়েছিলেন সেটা এখন ভেঙ্গে গেছে।

সাই : (কলেজের ছেলেদের আংটিটি দেখিয়ে) তুমি কি চাও?

হিসলপ : যদি স্বামী আংটিটি মেরামত করে দেন?

সাই : কেবল এই?

হিসলপ : যা স্বামীকে খুসী করে তা আমাকেও পরম আনন্দ দেয়।

সাই : (ভাঙ্গা আংটিটি বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চেপে ধরলেন এবং তার বৃত্তটিতে ফুঁ দিলেন) সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি নতুন আংটি হল যা তিনি কলেজের ছেলেদের দিলেন—সকলকে ঘুরিয়ে দেখালেন। যখন আংটিটি ফিরে এল তিনি হিসলপের বাঁ হাতটি ধরলেন এবং আংটিটি তার চতুর্থ আঙুলে পরিয়ে দিলেন। সেটি সোনার আংটি এবং তাতে সূক্ষ্ম তারের কাজ করা ছিলো। মসৃণ ডিম্বাকৃতি বড় পাথরের নীলাভ চিত্রের পটভূমিকায় ছিলো বাবার হাসি হাসি একটি প্রতিকৃতি।

সাই : জগতে ধাতু, পাথর, মণি এবং স্যাকরা এ সব কিছুই যে আংটিটি নেবে তার মত আলাদা, এবং সবগুলোকে একসঙ্গে জড়ো হতে হবে। কিন্তু স্বামীর জগতে ধাতু, পাথর, মণি এবং যে আংটিটি নেবে, সবই এক এবং সেই এক হল ভগবান। জগতের কাছে সময়ের প্রয়োজন কিন্তু ভগবান কালাতীত। সঙ্গে সঙ্গে আংটি তৈরী।

এক দর্শক : বাবা যদি একটি বড় কিছু সৃষ্টি করেন তা খুবই আকর্ষণীয় হবে।

সাই : স্বামী যতক্ষণ দেহ ধারণ করে আছেন—ততক্ষণ তিনি নিজের উপর কতকগুলি সীমা আরোপ করেছেন। স্বামী স্বর্ণমূর্তি সৃষ্টি করেছেন এবং ততখানি সহজে একটি সোনার পাহাড় তৈরী করতে পারেন। কিন্তু তাহলে সরকার তাঁকে ঘিরে ধরবে এবং কাউকে সেখানে যেতে দেবে না। বাবার জীবনের ১৬ বছর পূর্বের

লীলা; ১৬ বছরের পর থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত অলৌকিকত্ব; ৩৫ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত শিক্ষা এবং অলৌকিকত্ব; ৬০ বছর পর জনসাধারণের বাইরে। কিন্তু ৬০ বছর পরেও তাঁর নিকট-ভক্তেরা তাঁকে দেখতে পাবে। তিনি সরকারকে বলবেন যে তারা তাঁর। এই দেহ ৯৬ বছর পর্যন্ত থাকবে এবং তা তরুণ থাকবে।

একত্রিশ

হিসলপ: ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের ধাতুর মূর্তিটি যা স্বামী সৃষ্টি করেছিলেন যখন দৃঢ়ভাবে অধিকতর বড় করে দেখা হয় এটি মনে হয় ছোট ছোট আঘাতের চিহ্নে ভর্তি। সেগুলি কি?

সাই: ওগুলো রক্ত। রক্তের গ্রন্থি। দেহটি ছিলো দুরবস্থায়। সমস্ত দেহে ক্ষত এবং আঘাতের চিহ্ন ছিলো। মৃত্যুতে রক্ত হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, এবং ক্ষত স্থান-গুলিতে রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

হিসলপ: স্বামী ঐ মূর্তির বড় করা ছবিতে দেখা যায় নাকটি ফালা করে কাটা এবং তা নেই।

সাই: নাকটি পুরো আছে। ওটি খুব বেশি পরিমাণ রক্তে রঞ্জিত। যখন মুখটি নিজেই স্ফীত হয়েছে—মুখটি মৃত দেখাচ্ছে। স্বামী ঐ দেহের মৃত্যুর পর ধাতুর মূর্তিটি তৈরী করেছেন।

হিসলপ: চারিদিকে যে ছবি দেখা যায় এবং বইতে যে গন্ধ পাওয়া যায় ক্রুশের উপর ছোট্ট আকারটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। এটি নিয়ে কি করা হবে? এটি কি নতুন সত্য সাই জাদুঘরে স্থাপন করা হবে?

সাই: জাদুঘরের জন্যে স্বামী খৃষ্টের একটি বড় মূর্তি তৈরী করবেন। ছোটটি তোমার জন্যে। ওটি তুমি রেখে দাও।

সাই: বড়দিনে কি করবে?

হিসলপ: বাস্তবিক খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আমার অনুরাগ নেই, কিন্তু স্বামী ক্রুশ কাষ্ঠে মৃত্যু মূর্তি তৈরী করার পর থেকে এ বিষয়ে বেশি মনোযোগ দিচ্ছি।

সাই: আমি বলতে চাইছি বড়দিন কি বোঝায়?

হিসলপ: খৃষ্টের জন্মকে বোঝায়।

সাই: ২৫শে কিন্তু জন্ম নয়। ২৪শের মাঝরাতে জন্ম হয়েছিলো।

হিসলপ: খুব বেশি দিন আগে নয় খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে আমি কয়েকটি খুব চিত্তাকর্ষক জিনিস পেয়েছি। পুরাকালে পূর্বদেশীয় গীর্জার খৃষ্টান পাদ্রীরা যা জানতেন, আধুনিক খৃষ্টানদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। পুরাকালে পাদ্রীরা বলতেন যে একজন অনবরত বলবে, 'প্রভু যীশুখৃষ্ট আমার উপর করুণা কর'। খৃষ্টের নাম সর্বক্ষণ ব্যাপী উচ্চারিত হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত নাম হৃদয়ে প্রবেশ করছে, না থেমে এই

উচ্চারণ চলতে থাকবে। নাম উচ্চারণের সঙ্গে আকার মনের মধ্যে দেখা যাবে। এটি আমি একটি পুরানো বইতে পড়েছি। রুশ-ভাষা থেকে অনুবাদ করা 'তীর্থযাত্রীর পথ'।

সাই: যত দিন যাচ্ছে আধ্যাত্মিক পথের অন্তর্নিহিত কারণগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। ক্রীশ্চান অতীন্দ্রিয়বাদীরা খৃষ্টের নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে, খৃষ্টের মৃত্যুর ১৯ বছর পরে। যত সময় যেতে লাগলো মানুষের প্রকৃতিটা এগিয়ে এল এবং দিব্যত্ব একপাশে সরে গেল। রামের সময়ের পরে যে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান পাওয়া গেল কৃষ্ণের সময় আর সেটি রইল না। এবং কৃষ্ণ যা শিখিয়েছিলেন তা চলে গেল যখন সাই এলেন। একই কথা বৌদ্ধ, মুসলমান, জৈনদের সম্পর্কে।

হিসলপ: পুরাকালে অতীন্দ্রিয় ক্রিশ্চানরা যা শিখিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই খৃষ্ট ধর্মের প্রাণ। এবং এ সম্বন্ধে এখনকার ক্রীশ্চান জনসাধারণ কখনও শেখেনি।

সাই: আমেরিকায় তুমি কি কর?

হিসলপ: আমি অবসর নিয়েছি এবং কোন কাজ নেই।

সাই: তাহলে কি ভাবে দিন যাপন কর?

হিসলপ: বেশিরভাগ সময় স্বামীর সঙ্গে কাটে। সকাল আরম্ভ হয় স্বামীর সঙ্গে এবং তা সারাদিন যায়। যখন ঢালু টেবিলে বসি, কাজ করি তখন আমার আর্থিক বিষয়ের চিন্তা করার চেষ্টা করি, এবং তারপর বাড়ীর ব্যাপারে অনেক কাজ। কিন্তু বাস্তবিক ভগবান আমাদের জীবন। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত বিচারবুদ্ধি আমাদের বলে যে বাবা নিজেই ভগবান—তারপর আর কি আছে? কি বা থাকতে পারে?

সাই: সাই এর বাণী পাঠ করা তোমাদের একটি পরম সুযোগ।

হিসলপ: আমেরিকার সেণ্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যানের কি করা উচিত, সে বিষয়ে আমাকে স্বামীর বলতে হবে। এখন আমার সেই কাজ হবে।

সাই: তোমার প্রয়োজন এখন কিছু ঘোরাঘুরি করা এবং সত্য সাই বাবা কেন্দ্রগুলি দেখা। যেহেতু তুমি অবসরপ্রাপ্ত এর জন্যে তুমি নিজে খরচ করতে পারবে না।

হিসলপ: টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার বিশেষ উদ্বেগ নেই। আর্থিক ব্যাপারে আমি একেবারে অজ্ঞ, এবং কেবলমাত্র সাই-এর কৃপায় আমি এর ভেতরই নিঃস্ব হয়ে পরিনি। যখন আমি কেন্দ্রগুলি দেখতে বেরুবো তারা বক্তৃতা শোনার জন্যে আশা করবে, তাদের আমি কি বলবো?

সাই: আধ্যাত্মিক জীবনের মূল নীতিগুলি বলবে। ঐ ব্যাপারে স্বামী যা বলেন, যেগুলি প্রয়োজন ভগবানের কাছে পৌছতে, আধ্যাত্মিক জীবন যেমন নিয়মানুবর্তিতা, ভক্তি এবং সাধনা। পরিচ্ছন্ন এবং ধীরভাবে তোমার কর্তব্য পালন করবে এবং ঠিক সময়ে লক্ষ্যে পৌছবে।

হিসলপ : স্বামীর বাণীগুলি খুব পরিষ্কার এবং তা বলা যায়।

সাই : এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল যে ভক্তদের পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা থাকবে। এবং বিভিন্ন গুরু এবং এদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পথ সম্পর্কে তাদের কোন পাকা বিচারবুদ্ধি নেই। স্বামীর সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি যেমন তোমার হয়েছে। তোমার অনেক আধ্যাত্মিক জীবনের পটভূমিকা রয়েছে, তাদের তা নেই। সেগুলি তোমার সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।

হিসলপ : কেন্দ্রগুলোর নতুন বিধিনিষেধ, যা নিয়মাবলীতে স্থান পাবে, তা বহু কেন্দ্রকে নাড়া দেবে।

সাই : তাই হবে। সাই কেন্দ্রগুলিতে আমাদের সংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হবে। বহু গুরু এবং বহু আধ্যাত্মিক পথের সঙ্গে সত্যসাই বাবা কেন্দ্রে মিশে যাবে না। আমাদের লক্ষ্য রয়েছে। স্বামী যে পথ দেখিয়েছেন, অনুসরণ করবার জন্যে, শান্তভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে সেই পথে নিজেদের উৎসর্গ করবে। নেতাদের চরিত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে।

হিসলপ : বর্তমান সব কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে সাই শিক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করে না।

সাই : বর্তমানে কিছু লোক তাদের সংগঠনে থেকে যন্ত্র হিসাবে সাই কেন্দ্রের নাম করে; নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে। কিছু নেতার যোগের ব্যবসা আছে, এবং ব্যবসায় লাভের উদ্দেশে সাই-এর নাম ব্যবহার করে।

হিসলপ : এ ব্যাপারে কি করা যায়? খ্যাতিমান নেতাদের ক্ষেত্রে সাধারণের থেকে কি আলাদা নিয়ম করা হবে? নিয়ম হল কোন সাইকেন্দ্রের নেতা যোগ সম্বন্ধে কোন ক্লাশ নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার অন্য কোন ক্লাশ নিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারবে না।

সাই : স্বামী ব্যতিক্রমের ব্যাপার কিছু জানেন না।

হিসলপ : বুঝেছি যে একই নিয়ম সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম্ভবত এইরকম নেতারা তখনই বলবে যে যোগব্যবসা ছাড়াও সাই কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে তারা কাজ করবে।

সাই : এটা কি করে সম্ভব হবে? সেই মিশ্রণ থাকবেই। এইরকম লোকেদের স্থির করতে হবে, তারা কোন দিকে যাবে। একই সময় দুদিক চলে না—এবং সেটা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে সব ভক্তরা তাদের সংস্থা ভিন্ন পথে চালাতে স্থির করবে তারা তা করতে পারে।

হিসলপ : কিন্তু এখানে একটি বড় রকম তফাৎ আছে। স্বামীর ক্ষেত্রে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরই শাস্তি দেন। কিন্তু অপর ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রের নেতা, একটি ব্যক্তি, যে শাস্তি দেয়।

সাই : হ্যাঁ তুমি যা বলছো তাই। সাই স্বার্থছাড়াই পুরস্কৃত করেন বা শাস্তি দেন। যখন কোন মানুষ পুরস্কৃত বা তিরস্কার করে তখন সেখানে স্বার্থ থাকে।

হিসলপ : হ্যাঁ, সেখানে স্বার্থ থাকে। যে ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি বলেছি তিনি যখন বিপদগ্রস্ত কোন লোককে উল্লেখযোগ্য উদারতা দেখিয়ে সাহায্য করেন তখন সেই ব্যক্তি একটা সর্ত প্রয়োগ করে যা আপাত দৃষ্টিতে উদার—কিন্তু পরিণামে সে উদারতাকে পরিশোধ করতে হয় সেবার দ্বারা।

সাই : এটা ঠিকই। ঐ ব্যক্তিটি লোকদের সাহায্য করেছে এবং তারা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা দেখাবে। একজন লোক তার সমপর্যায় লোকের প্রতি যদি কৃতজ্ঞতা দেখাতে না পারে তাহলে কি করে আশা করা যায় যে সে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে?

হিসলপ : আমার মতে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া মহাপাপ।

সাই : কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা অন্যায়। অকৃতজ্ঞতা হল পাপ। জগতে চার রকম লোক আছে। প্রথম যারা যা কিছু দেখে তা ভালো দেখে। দ্বিতীয় যারা অন্যায়কে অন্যায় বলে এবং ভালোকে ভালো বলে। তৃতীয় যারা কোন বিচার করে না। এই তিন জনের ক্ষেত্রে কোন একটি কারণ পাওয়া যাবে। চতুর্থ শ্রেণীতে সেইরকম লোকেরা যাদের কাছে প্রত্যেকেই এবং সব কিছুই খারাপ, তারা কোন কিছুতেই ভালো দেখে না।

হিসলপ : এই চতুর্থ শ্রেণীর লোক নিশ্চয় খুব কমই। এবং সম্ভবত তারা নিম্নশ্রেণীর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক গোষ্ঠী থেকে আসে।

সাই : ঠিক উল্টো। এই শ্রেণীই সবচেয়ে বড়। এবং এটা গরীবদের বিশেষত্ব নয়। দরিদ্রতম চাষীরা প্রায়ই হাজার হাজার বছর অতীতের ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে এবং তারা খুব সাবধানে চলে। তারা পাপ করতে ভয় পায়। গরীব লোকেরা যারা শহরের কাছে চলে গেছে তারা পুরুষানুক্রম পটভূমিকায় সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং একটা জগতে বাস করে যার সব কিছুই তারা খারাপ দেখে। ঠিক সেই রকম ভাবে তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা অর্ধশিক্ষিত এবং অর্ধজ্ঞ তারা পাপকে ভয় করে না এবং বিশ্বাসও করে না যে ভগবান আছেন এবং তারা পাপী, কলুষিত এবং দুর্নীতিপরায়ণ, লোভী এবং ঘৃণ্য ইত্যাদি এবং সেটাই তাদের জগত।

হিসলপ : স্বামী যেমন বলেন, আমার পাশ্চাত্য দেশের কথা স্মরণ হচ্ছে, এবং এটা সত্য যে পাশ্চাত্য দেশে যারা দুর্নীতিপরায়ণ তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং তারা অর্থবান এবং ক্ষমতাশীল। কিন্তু অনেক কর্মী তাদের জীবনে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু আমেরিকায় আমার মনে হয় না উচ্চশ্রেণীর ভেতর সেই দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশেষত্ব আছে।

সাই : উচ্চশ্রেণী বলতে তুমি যদি বোঝ ঐতিহ্য আছে এবং যারা মা-বাবার কাছে ঠিক শিক্ষা পেয়েছে তাহলে সেটা ভারতের গ্রামের একটি বৃহৎ কৃষক শ্রেণীর লোকেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বত্রিশ

এক দর্শক : স্বামী, মিঃ 'একস' 'জেসাসের হারানো বছরগুলি' সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্র তুলতে ইচ্ছা করেন। তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আছে এবং সে একজন সাইভক্ত।

সাই : জেসাস তাঁর ২৫ বছর বয়সে জানতে পারেন যে তিনি খৃষ্ট। তাঁর ষোড়শ জন্মদিন থেকে ৮ বছর ধরে তিনি ভারত, তিব্বত, ইরাণ ও রাশিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারে ভিখারী, সন্ন্যাসী ইত্যাদির দ্বারা পরিচিত হয়েছিলেন। জেসাসের কোন অর্থ ছিলো না। তাঁর পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, এবং বাস্তব পক্ষে তাঁরা তাঁকে ছোট বয়সেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হিসলপ : কি দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা একজন ভগবানকে দেখতে পায়, একজন বিশ্রী এবং বিরক্তিকর লোকের মধ্যেও ?

সাই : একজনের স্বভাব পছন্দ না হলেও সতর্ক থেকো যে ভগবান তার হৃদয়েও রয়েছেন। মনে সেই ধারণা নিয়ে ও সেই মত নিয়ে তার সঙ্গে ব্যবহার করবে, নিজের সর্বোচ্চ ক্ষমতার সীমা পর্যন্ত। এক সময় সেই লোক সাড়া দেবে এবং তার স্বভাব বদলে যাবে। লোকেদের ভেতর একজন ভালো এবং মন্দ দেখে—কারণ সে লোকটিকে সম্পূর্ণ দেখতে পায় না—কেবল একটা দিকই দেখে। মনে কর এক মা ৬ ফুট লম্বা এবং তার ছোট ছেলে তখনও হাঁটতে শেখেনি শুধুমাত্র মেঝেতে বসতে শিখেছে। সেই মা কি বলবে, 'আমি ৬ ফুট লম্বা এবং আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি। আমি শিশুর জন্যে নীচু হতে পারবো না ?' অথবা সে শিশুকে ভালোবাসে বলেই শিশুর জন্যে নীচু হবে ? অপর একটি উদাহরণ—একজন অনেকগুলি বড় বড় উপাধি পাওয়া লোকের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে; সে কি ছেলেমেয়েদের সাহায্য করবে না যেহেতু সে অনেক জানে ? শিশুরা শিখতে আরম্ভ করবে অ, আ, ক, খ এর সারি থেকে। তাদের স্তরেই তাদের শিখতে হবে।

হিসলপ : চোখ দেহকে দেখে। সে কি করে ভগবানকে দেখে ?

সাই : চন্দ্রকে দেখবার জন্যে কি একজনের টর্চ বাতির দরকার হয় ? চন্দ্রের আলোতেই একজন চন্দ্রের আলোকে দেখতে পায়। সেই রকম একজন যদি ভগবানকে দেখতে ইচ্ছা করে প্রেম দিয়ে, যা হল ভগবানের বাতি, সে ঈশ্বরকে দেখতে পায়।

হিসলপ : স্বামী বলেন, অন্ধ লোক যার দেখবার চোখ নেই আমরা সেইরকম

অন্ধ এবং আমাদের নিজেদের দিব্যত্বকে দেখতে অক্ষম। কি দৃষ্টি দিয়ে সে তার নিজের দিব্যত্বকে দেখতে পাবে ?

সাই : একজন অন্ধ তার দেহকে দেখতে পায় না, তুমি পার কেন না তোমার চোখ আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দেহকে দেখার চোখ তোমার নেই। তোমার একটি আধ্যাত্মিক দেহ রয়েছে, যা সর্বত্র বিরাজিত। সেই দেহ আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়ে দেখা যায়।

হিসলপ : স্বামী কি আধ্যাত্মিক চোখের বর্ণনা দেবেন ?

সাই : নিশ্চয়ই ; আধ্যাত্মিক চোখ হল ভগবান। তাঁর সাহচর্য লাভ কর, আধ্যাত্মিক চোখ খুলে যাবে।

হিসলপ : স্বামী যখন বলেন 'নিজের অন্তর দেখ,' তখন কি মানে করেন ? অন্তর্দৃষ্টি মানে কি ?

সাই : 'অন্তর্দৃষ্টি' মানে এই নয় যে দেহ, মাংস এবং হাড়ের ভেতর দিয়ে দেখা। এর মানে ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে—যেমন গভীর ধ্যান।

হিসলপ : যখন কেউ ভেতরের দিকে দৃষ্টি দেয় তখন সে কতকগুলি অনুভূতির সম্মুখীন হয়। মেয়েরা হৃদয়ের কথা বলে। স্বামী হৃদয়ের উপর জোর দেন। হৃদয় কথাটি বলতে কি বোঝায় ?

সাই : হৃদয় (Heart) হল ভেতরের। কলা (Art) হল বাইরের। হৃদয় ভেতরে।

হিসলপ : স্বামী বলেন হৃদয় আত্মার প্রতিফলন এবং এও বলেছেন 'হৃদয় হল সত্য প্রতিফলনে সর্বোৎকৃষ্ট আয়না'। 'হৃদয়' কি ? স্বামী কি বোঝাতে চাইছেন ?

সাই : হৃদয় হল চেতনা।

হিসলপ : মেয়েরা যে হৃদয়ের কথা বলে—স্বামীও কি তাই মানে করেন ?

সাই : না, সেটা হচ্ছে অবচেতন মন যা কামনা মিশ্রিত।

হিসলপ : আমার চামড়ার প্রায় এক ইঞ্চি নীচে একটি দর্পণ আছে বলে মনে হয়। আমি যখন বাবাকে বাইরে দেখি তখন তাঁকে এই দর্পণেও দেখতে পাই। বাবার যাবতীয় চলাফেরা ঐ দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এই দুইটি, যে বাবাকে আমি চোখে দেখি এবং যে বাবা ভেতরে প্রতিফলিত এর মধ্যে কোনটি বাস্তব ?

সাই : চেতনা হল প্রতিফলন। যদি শুদ্ধ হয় তাহলে প্রতিফলন হবে পরিষ্কার। বাবার সঙ্কল্প অনুসারেই এই প্রতিফলন দেখা যায়।

হিসলপ : ভেতরের বাবাকে উদ্দেশ্য করে কি প্রার্থনা এবং ভক্তি দেওয়া হবে ?

সাই : যখন বাবাকে ভেতরে পাওয়া যাবে—তাঁকে বাইরেও সর্বত্র দেখা যাবে।

হিসলপ : যখন একজন ভেতরের 'আমি'কে অনুসন্ধান করে 'আমি'-কেই দেখা যায়। সেই 'আমি' নিজেই মনে হয়। কিন্তু তারপর আমার মনে হয় 'আমি' এই 'আমি' নয়—কিন্তু বাবা।

সাই : সেটা ঠিক। 'আমি' হল বাবা, কোন সন্দেহ রেখো না। তুমি এবং বাবা এক। প্রবণতা বা ওসব কিছু নয়, কিন্তু প্রকৃত 'তুমি' এবং বাবা এক এবং একই। 'আমি' হল বাবা।

হিসলপ : কেউ কেউ বলে যে জাগতিক ইচ্ছাকে জয় করার জন্যে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন দরকার।

সাই : কিছু কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী তপস্যা এবং অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধন করেন যা তাদের দেহের উপর অত্যাচার করে এবং শরীরকে দুর্বল করে। এটা ভুল। শরীর যদি স্বাস্থ্যবান হয় তাহলে সেই ভিত্তি থেকেই সুস্থ চিন্তাধারা আসবে।

হিসলপ : মানুষের প্রবণতাগুলি দীর্ঘস্থায়ী, এবং চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি বার বার ফিরে আসে।

সাই : সূর্য, বড় করে দেখানোর কাঁচ এবং কাগজ রয়েছে। ভগবান সূর্যের মত বহু দূরে, হৃদয় হল কাঁচ, কামনা বাসনা এবং প্রবণতাগুলি হল কাগজ। কাঁচটি যদি উপযুক্ত হয়, কাগজটি তখনই পুড়ে যাবে। হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ভালবাসা থাকে এবং তাঁর উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে কাঁচটি আপনা থেকেই ঠিক কাজ করবে।

হিসলপ : একটা বড় বাসনা হচ্ছে জিভ, স্বাদের সমস্যা, এবং যা থেকে আরও পাওয়ার ইচ্ছা হয়, কি করে তা জয় করা যায় ?

সাই : দেহ একটি ফোড়ার মত, জল হচ্ছে সেই ক্ষত স্থান পরিষ্কারের জন্য, খাবার হল ওষুধ, কাপড় হল ব্যাণ্ডেজ, দেহটাকে যদি এইরকম চিন্তা করা যায় তাহলে স্বাদের শক্তি কমে আসে। কিন্তু দেখা, শোনা এবং কথা বলার মধ্যে দিয়ে যা গ্রহণ করা হয় তা আরও প্রয়োজনীয় খাদ্য। দেহের জন্যে যে স্থূল খাদ্য তা একটি কুয়ো খোঁড়ার মত। অপর পক্ষে শুদ্ধ সূক্ষ্ম ভাবধারা যা অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা নেওয়া হয় তা হচ্ছে স্বর্গ পর্যন্ত উঁচু একটা দেওয়াল তৈরী করার মত। এই উঁচু দেওয়াল তৈরীর ব্যাপারে বেশি জোর দেওয়া দরকার।

হিসলপ : দেহ হচ্ছে একটি ফোড়ার মত কিন্তু স্বামী প্রায়ই একটি কথা ব্যবহার করেন যে 'দেহ হচ্ছে ভগবানের মন্দির'।

সাই : আধ্যাত্মিক জগতে একটা ভিন্ন ধরণের অঙ্ক রয়েছে ৩ − ১ = ১। এখানে তুমি রয়েছো এবং আয়না ও তার প্রতিচ্ছবি। আয়না সরিয়ে নাও তাহলে একটি বাকি থাকবে। জীবন হল আয়না, দেহ তার প্রতিফলন। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হও এবং সেখানে একটিই আছে যা হল ঈশ্বর। দেহ হচ্ছে ভগবানের মন্দির। মানুষের জীবন হল পুরোহিত। ৫টি ইন্দ্রিয় হল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের ৫টি পাত্র। আত্মা হচ্ছেন ভগবানের প্রতিমূর্তি। দেহ যদি ভগবানের মন্দির না হ'ত তা হলে একথা কেউ বলতো না। প্রত্যেকটি কাজ, চিন্তা এবং কথা হওয়া উচিত মন্দিরে প্রার্থনার মত। ৫টি ইন্দ্রিয়কে সব সময় পরিষ্কার এবং পালিশ করে রাখতে হবে,

যাতে তা ভক্তিভরে ভগবানের কাছে পূজোর জন্যে দেওয়া যায়। অফিসে গিয়ে যদি নিজে বলো যে সেই দিনের প্রতিটি কাজ হল ভগবানের পূজো, তাহলে তা তাই হবে।

হিসলপ: স্বামী বলেন যখন ইন্দ্রিয়গুলো নিজেদের জায়গা ছেড়ে জাগতিক বিষয়ে মিশ্রিত হয়ে পড়ে তখন দুঃখ এবং সুখ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গুলোর উপযুক্ত স্থান কোথায়?

সাই: এগুলো সবই কামনা বাসনার খেলা। জাগতিক কামনা বাসনা সুখ এবং দুঃখ উৎপাদন করে; অপরক্ষেত্রে ভগবানের কামনা বাসনা আনন্দ আনে এবং দুঃখ উৎপাদন করে না।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী, আমাদের বেশির ভাগ কাজই জাগতিক কামনা বাসনা থেকে উঠে। আমরা দেখি, শুনি, চিন্তা করি, অনুভব করি এবং ঘ্রাণ নিই তখনই কতকগুলো কামনা বাসনা জাগে এবং তা কাজ করতে প্রবৃত্ত করায়।

সাই: তোমার মধ্য দিয়ে ভগবান কাজ করেন, কামনার মধ্য দিয়ে।

হিসলপ: স্বামী ভগবান কি মন্দ বাসনাও জাগান?

সাই: জীবনীশক্তির, বেঁচে থাকবার বাসনার প্রবল গতি রয়েছে। যদি তা অনুকূল ক্ষেত্রে কাজ করে তা হবে প্রেমের; অপরপক্ষে তা বাসনাই থাকে। বাসনা অনুকূল ক্ষেত্রে প্রকাশিত হলে তা ভালবাসাকেই প্রকাশ করবে। তারপর জ্ঞান আসবে, তারপর আনন্দ। এই কামনার মধ্যে যে শক্তি, ক্ষমতা, উৎসাহ এবং উদ্দেশ্য থাকে তা হল ভগবান। বাসনা ভালো বা মন্দ যাই হোক তা সময়, স্থান এবং ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত। জীবনের প্রাথমিক বছরগুলিতে জাগতিক কৃতকার্যতার জন্যে যে কামনা তা ভালো হতে পারে—পরের বছরগুলির ক্ষেত্রে সে কামনাগুলি খারাপ হতে পারে। একদিন যে ফলটি ভালো কয়েকদিন পরে পচে যেতে পারে। আপেলের একদিক ভালো হতে পারে আর একদিক পচা। বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভালো দিকটি খাওয়া উচিত এবং পচা দিকটি ফেলে দেওয়া উচিত। তোমাদের ভেতর দিয়ে ভগবান কাজ করেন, তা হল বিচার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা মন্দ কাজ ত্যাগ করার জন্যে ব্যবহার করতে হবে। এই বিচার ক্ষমতা জানে কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল। ভুল বাসনা হল মায়া দ্বারা আবৃত ভগবান, অপরপক্ষে বিচার হল অপেক্ষাকৃত কম মায়া দ্বারা আবৃত ভগবান।

হিসলপ: স্বামী! এটি কি বাস্তবিকই ভালো মন্দের সব সমস্যা সমাধান করে?

সাই: হ্যাঁ বাল্মিকীর গল্প একটি দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন একজন নির্মম হন্তা এবং ডাকাত এবং কাজ সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ ছিলো না। এক সময় তিনি ২ জন সাধুর কথা শোনেন এবং রাম নাম জপ করতে সুরু করেন। একই শক্তি এবং ক্ষমতা যা তাঁকে এক দুর্দান্ত দুষ্কৃতকারীতে পরিণত করেছিলো তা ভগবানের বাসনা

এবং কাজের দিকে পরিবর্তিত হলো এবং তিনি ভগবৎ উপলব্ধি লাভ করলেন। বাল্মীকির সুরু করা 'রাম' নাম জপ গতিলাভ করে—'মা' এবং 'মরা' এর ভিতর মিশে গেল। এইভাবে তিনি দেহজ্ঞান হারিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত হলেন। দেহ জ্ঞান হারানো হবে এই রকম স্বাভাবিক উপায়ে, জোর করে নয়।

তেত্রিশ

হিসলপ: স্বামী বলেন দেহ, মন, বুদ্ধি কারুর জন্যে কাজ করে না—তারা তাদের নিজেদের কাজ করে—তার মানে কি?

সাই: এর থেকে যা বোঝাচ্ছে, 'দুর্ভাগ্যক্রমে তাই হল ঘটনা'। তারা তাদের নিজেদের কাজ করছে—কিন্তু সেই কাজে চালিত হবে উচ্চতর আদর্শের পথে। যেমন চোখ দেখে, দেখাই তাদের কাজ। কিন্তু তারা কারুর জন্যে যদি না দেখে তাহলে তার কাজ হল বৃথা। মন চোখের ভিতর দিয়ে দেখবে। বুদ্ধি মনকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে, কারণ সেটাই হল বুদ্ধির নিজস্ব কাজ।

হিসলপ: তাহলে কার জন্যে সমস্ত যন্ত্রগুলি কাজ করবে?

সাই: আত্মার জন্যে। একটি ছোট উদাহরণ: পৃথিবী নিজের অক্ষপথে ঘোরে কিন্তু একই সময় সে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। মানুষের সমস্ত কর্মক্ষমতাগুলি নিজেদের কাজ করবে কিন্তু তাদের বিশ্বের কেন্দ্র হল আত্মা।

হিসলপ: এখানে কিছু ভুল আছে মনে হয়। আত্মা সোজাসুজি কর্মক্ষমতাগুলির জন্য কাজ করে না। কি করে একজন কর্মক্ষমতাগুলিকে আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবে?

সাই: যখন একজন উপলব্ধি করবে যে আত্মাই সত্য বা বাস্তব সব কিছুই খুব সহজ হয়ে যাবে। এটি আত্মার নিকট সর্মপণের প্রশ্ন।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী বলেছেন যে একজন, যা তার নিজের নয়, যার উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই, তা সে সমর্পণ করতে পারে না।

সাই: এটা সমর্পণ বা কাউকে কিছু দেওয়ার প্রশ্ন নয়। একজন নিজের কাছেই সমর্পণ করবে। নিজেই আত্মা এই বোধই হল সমর্পণ। সমর্পণ মানেই হল ভগবানই সব এই বোধ হওয়া, তাই কেউ নেই যে সমর্পণ করবে, কিছুই নেই সমর্পণ করার এবং কেউই নেই সমর্পণকে গ্রহণ করতে। সবই ভগবান, কেবলমাত্র ভগবানই বর্তমান।

হিসলপ: 'সমর্পণ' কথাটি বাস্তবিকই ভালো কথা নয়। যার মানে এটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাই: 'সমর্পণ' হল পার্থিব ভাষা। ঠিক মত বর্ণনা করতে স্বর্গীয় ভাষার প্রয়োজন। ইংরাজি ভাষায় কোন ঠিক কথা নেই তাই সমর্পণ কথাটিই ব্যবহৃত হয়।

চৌত্রিশ

হিসলপ: যখন স্বামী বলেন, 'ঈশ্বরের আকার', তিনি কি মানে করেন? তার মানে যখন আমি ভগবানের চিন্তা করি বাবার মূর্তি মনে আসে এবং সেটা হয় স্বাভাবিকভাবে, কিন্তু তারপরে কি?

সাই: যদি তোমার সেই আকার দর্শন হতে থাকে—যখন তুমি কাজে নিযুক্ত—তুমি ভুল করবে। যেমন অফিসে কাজ করার সময় যদি তুমি ভগবানের রূপ চিন্তা কর, তোমার কাজে ভুল হবে। তাই যখন কাজে নিযুক্ত থাকবে, 'ঈশ্বরের রূপ দর্শন' মানে মুখে ভগবানের নাম নিয়ে কাজ করা, এবং কাজের ফল লাভের জন্ম কাজ নয়।

হিসলপ: ভালো, এবার নামের ব্যাপারে, নাম স্মরণ?

সাই: যখন ভগবান মানুষের রূপ নিয়ে আসেন—খুব কঠিন তাঁর ভেতর ভগবানকে দেখা। একজন সেই দেহটাকেই দেখে, তারপর নিজের দেহ দেখে—এবং দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক তা অগ্রাহ্য করতে না পেরে—সেই দেহকে নিজের পর্য্যায়ে দেখে। কিন্তু যদি প্রভু তাঁর সব ঐশ্বর্য নিয়ে আসেন—তাহলে লোকেরা তাঁকে ভয় পাবে এবং প্রভুকে জানবার বা ভালোবাসার সুযোগ পাবে না। যেমন একটি শিশুর জন্মের আশায় লোকেরা মন্দিরে সাপের মূর্তির পুজো করে—কিন্তু সেই সাপ যদি জীবন্ত হয় এবং মাটির উপব বুকে হেঁটে যদি তাদের দিকে এগোয় তাহলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। মানুষের পক্ষে প্রভুর অতিমানবিক আকৃতি সহ্য করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র মানুষের রূপ নিয়ে যখন ভগবান আসেন তখনই মানুষের পক্ষে সম্ভব তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে ভালবাসতে শেখা এবং তাঁর সম্পর্কে সামান্য কিছু জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু কারও পক্ষে এটা চিন্তা করা ভুল যে প্রভুর সব কিছু ঐখানেই সীমাবদ্ধ। যেমন—উড়োজাহাজ আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে আবার বিমান বন্দরে নেমে আসে। কিন্তু সেই উড়োজাহাজকে মাটিতে দেখে কারও পক্ষে এই ভুল চিন্তা করা উচিত নয় যে উডোজাহাজটি মাটির যন্ত্র (আকাশের নয়), যাত্রী বোঝাই করে তা আবার আকাশে উড়ে যায়। সেই রকম ভাবে ভগবান যদিও এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন তবুও তিনি মনুষ্যদেহের ভিতর সীমায়িত নন।

হিসলপ: ভগবানের নাম স্মরণ ব্যাপারে স্বামী কি আমাদের আরও কিছু বলবেন?

সাই: একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত, একটি লোককে রাত্রিরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ২০ মাইল রাস্তা পার হতে হয়েছিলো এবং তার হাতে ছিলো একটি ছোট লণ্ঠন যার আলো ৩ ফুট বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লণ্ঠনটি নামিয়ে রেখে সে কাঁদতে লাগলো এই বলে যে মাত্র ৩ ফুট সে দেখতে পাচ্ছে। কয়েকজন পথিক এসে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞেস করলো এবং বললো, মশাই যদি তুমি লণ্ঠনটি নিয়ে হাঁটো এবং যদি

তোমার সামনে মাত্র ২ ফুট দেখতে পাও তাহলেও কোন অসুবিধা না করেও তুমি ১০০ মাইল ঐ অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু লণ্ঠনটি যেখানে আছে সেইখানেই যদি রেখে দাও তাহলে এই অন্ধকার বনের মধ্যে একটুও এগোতে পারবে না। সেই রকম ভগবানের নাম বইতে লেখা থাকতে পারে এবং তুমি তা দেখলে, কিন্তু তুমি তোমার রাস্তা খুঁজে পাবে কেবলমাত্র নামস্মরণ দ্বারা। নামকে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াতে হবে যাতে তুমি সারাদিনই তাঁকে ডাকতে পার। সোহম—'তিনিই আমি'; 'তিনি' শ্বাস নেওয়ার সময় এবং শ্বাস ছাড়বার সময় 'আমি' অথবা সাই রাম। অথবা তোমার পছন্দ করা নাম বলবে তোমার শ্বাসের গতির সঙ্গে। শ্বাস হল আকার। এইভাবে নাম এবং আকার একসঙ্গে চলে। শ্বাস হল জীবনীশক্তি। জীবনীশক্তি হল ভগবান। ভগবানের নাম এবং ভগবানের রূপ। শ্বাস নাও ভগবানকে, আহার করো ভগবানকে, ভালোবাসো ভগবানকে। ভগবানের নাম তোমার জীবনের প্রতিটি ধাপকে আলোকিত করবে এবং তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। প্রেমের সঙ্গে নাম উচ্চারিত হবে। ভগবান হলেন প্রেম। যদি শ্বাস প্রেমের সঙ্গে নেওয়া হয় তাহলে জীবন হল ভালবাসা। এমন কোন শক্তি নেই যা ভালবাসার চেয়ে শক্তিশালী। যদি প্রেমের সঙ্গে ভগবানের নাম উচ্চারিত হয়—যে কোন ভগবানের নাম, সাইরাম, কৃষ্ণ, যীশু, সোহম—এই ছোট নাম জীবনের দ্বার খুলে দেবে। কারণ যে ভগবানকে উপলব্ধি করতে চায়, কেবলমাত্র নাম প্রয়োজন। সমুদ্র বিরাট, কিন্তু একটি বিরাট বাষ্পীয় জাহাজের প্রয়োজন নেই সমুদ্রের উপর যাওয়ার জন্যে। একটি ছোট্ট রবারের চাকা একজনকে সমুদ্রের উপর দিয়ে নিয়ে যায়।

হিসলপ: প্রভুর নাম স্মরণ ব্যাপারে সাইরাম, সাইবাবা এবং সোহম-এর সম্পর্ক কি? এবং কোনটির ক্ষেত্রে কোন আকার স্মরণ করতে হবে?

সাই: সাইবাবা হচ্ছেন দৈহিক আকার। সাইবাবা বলতে দিব্য পিতামাতাও বোঝায়। 'সা' মানে—ভগবান। 'আই' মানে মা। বাবা শব্দ পিতার প্রতীক। সুতরাং সাইবাবা বলতে দিব্য পিতামাতা বোঝায়। সোহম-এর কোন আকার নেই। এর মানে 'আমি ভগবান' ঠিক যেমন একজনের অনেক নাম থাকতে পারে কিন্তু একই দেহকে বোঝায়। আকারের সঙ্গে নাম স্মরণ প্রাথমিক স্তরের। পরে লোকে সর্বব্যাপী, সর্বাতীত ভগবানকে উপাসনা করে। যদি কেউ সমস্ত মানুষের ভেতর ভগবানকে দেখে—তাহলে সব সময় মনে মনে সাইরামকে ভালবাসা ঠিক হবে, কারণ তখন বিভিন্ন আকার সাইরামের আকারের সঙ্গে মিশে যাবে।

হিসলপ: ওঁকার ঠিক কি ভাবে উচ্চারণ করতে হবে?

সাই: ওম্ শব্দটি হল অ—উ—ম। অ—সুরু হয় গলার নরম স্বরে—এতে পৃথিবীকে বোঝায়। উ—মুখ থেকে বার হবে—এবং তা ক্রমশ জোরে হবে। ম—ঠোঁট থেকে উঠে খুব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। যেমন উড়োজাহাজ—যার

শব্দ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে এবং যত কাছে আসে জোরে হয় এবং যত দূরে যায় মিলিয়ে যায়। অ = পৃথিবী, উ = স্বর্গ, ম = ভগবান, যিনি ইন্দ্রিয়াতীত।

হিসলপ : কেউ যদি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পারে ?

সাই : যদি প্রেম থাকে—ওম শব্দের ঠিক উচ্চারণের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। প্রেম হল মা এবং সন্তানের মধ্যে ভালবাসার বাঁধন। এবং যদি সন্তান কাঁদে তাহলে সে কান্না বেসুরো হলেও মার কিছু এসে যায় না। মা ছেলের কাছে ছুটে যান এবং তাকে আদর করেন। দিব্য মা সর্বত্র বিদ্যমান। স্বামী এখানে রয়েছেন —কিন্তু দিব্য মাতা রয়েছেন সব জায়গায়। সুতরাং প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে। যখনই কোন লোক ভগবানকে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে সুরু করে দিব্য মা সেখানে যান তাকে দয়া করবার জন্যে। সব ব্যাপারে প্রেমই হল প্রধান। ভগবানে ভক্তি বলতে ভগবানকে ভালবাসা বোঝায়। আসল ওম্ হল স্বতঃস্ফূর্ত ; এটি দুই নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করে কপালের কেন্দ্রে যায় এবং কানের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়। বেতার স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে বাণী প্রচারের মত।

হিসলপ : ওম্ শব্দ ব্যবহার কি ভয়ঙ্কর নয় ? আমি শুনেছি যে ওম্ শব্দ হল অবিচ্ছিন্ন এবং সর্বদাই পৃথিবীকে চালনায় রত। কিন্তু মানুষ ওম্ শব্দ উচ্চারণে নিরবচ্ছিন্নতাকে ভেঙ্গে ফেলে তাই তার জীবনও তেমনি ভেঙ্গে যায়। এই রকম ঘটনা আমি অনেক শুনেছি এবং বলা হয় যে ওম্ কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের পক্ষে উপযুক্ত, যারা পূর্বেই জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

সাই : সন্ন্যাসী কি ? তিন রকম আছে। প্রথম হল 'বস্ত্র সন্ন্যাসী' যিনি গৌরীক বস্ত্র পরে ত্যাগের ভান করেন। ভারতে এইরকম হাজার হাজার সন্ন্যাসী আছে। দ্বিতীয় মনো সন্ন্যাস। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করেছেন। এরা নির্জনতার জন্যে কখনই জগত সংসার ছেড়ে চলে যান না। তাদের সংসারে থাকা উচিত—যেখানে থেকে তারা লক্ষ্য করবে তাদের প্রতিক্রিয়া এবং জানতে পারবে তাদের ইন্দ্রিয় দমন প্রকৃতই হয়েছে কিনা। তৃতীয় হলেন যিনি. প্রভুর নিকট সমর্পিত এবং সব কাজের ফল প্রভুতে উৎসর্গীকৃত। এই সন্ন্যাসে অহংকারের কোন স্থান নেই। তাঁর হৃদয় হল পবিত্র। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হয়ে গেছে এবং তিনি দ্বন্দ্বাতীত। যদি হৃদয় পবিত্র হয়, তাহলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ওম শব্দ বেরুবে এবং তা ভেঙ্গে যাবে না এবং যদি মন্দ কিছু উঠে তা হল অবাস্তব কারণ একমাত্র ওমই হল বাস্তব।

হিসলপ : স্বামী বলেন যে লোকেরা প্রত্যেক শ্বাসে 'সোহম' বলে না, এটা ভুল করে। একজন কি করে তা করবে ?

সাই : 'সা' হচ্ছেন তিনি, 'হম' হচ্ছে আমি। যোগী 'এক্স্' যাকে তুমি উল্লেখ করেছো, প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা 'সা', 'সা' বলতে শেখালেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 'হম্' বলা হচ্ছে, 'আমি'-এর ব্যক্তিত্ব অবনত হয়ে যাচ্ছে। দিনে ২৪ ঘণ্টা তা করা ভয়ানক শক্ত—ঘুমের মধ্যে তা একেবারেই অসম্ভব। যোগী 'এক্স্' বলেন যে তিনি তা করেন,

কিন্তু তিনি তা করেন না। কি দরকার এমন ভয়ানক অভ্যাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার ; যখন তার চেয়ে সহজ এবং ফলপ্রসূ উপায় রয়েছে।

হিসলপ : আচ্ছা স্বামী, যোগী 'একস্'-কে ছেড়ে দিয়ে, বাবা যা বলেছেন আমি তাই করতে চাই এবং প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে 'সোহম' উচ্চারণ করতে চাই। কায়দাটা কি ? এটি প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে ?

সাই : শ্বাস সব সময়েই বলছে 'সোহম'। নিয়ম হল প্রতি নিশ্বাসের সঙ্গে 'সো' বলতে হবে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে 'হম্'। ঠিক সেইরকম চিন্তাতেও। এর উদ্দেশ্য হবে মনকে স্থির এবং শান্ত করা। কিছুদিন পরে এটি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যাবে। দিনের বেলায় 'সোহম্' বলবে। রাত্রে ঘুমোবার সময় শব্দটি আপনা আপনি 'ওমে' পরিবর্তিত হবে।

হিসলপ : একজন কি চিন্তা করবে 'আমিই সেই' ?

সাই : না। শব্দটি হল 'সোহম'। এটি একটি ভারতীয় বা আমেরিকান কথা নয়। এটি হল নিশ্বাস যা বলছে তার শব্দ। অবশ্য শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ভাল।

হিসলপ : স্বামী বলেন যে 'সোহম' হল নিশ্বাসের স্বাভাবিক শব্দ। আমার নিশ্বাস শুনে মনে হয় না, আমি নিশ্বাসের এই রকম শব্দ শুনতে পাই।

সাই : নাক বা মুখের মধ্যে দিয়ে নেওয়া শব্দ মন এবং চিন্তার সঙ্গে মিশে যায় এবং বিভিন্ন ভাবে শোনা যায়। ব্যাপারটি হল মন যখন স্থির হয় এবং নিশ্বাস যখন সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয় তখন নিশ্বাসের সেই শব্দ (নাকের মধ্য দিয়ে) হয় 'সোহম'। মুখের দ্বারা নেওয়া নিশ্বাস পাকস্থলীতে যায়।

হিসলপ : কৃষ্ণ অর্জুনকে মনেতে ওম ধ্বনি তুলতে বলেছিলেন।

সাই : 'ওম' সর্বত্র রয়েছে। মনে, জিভে, হৃদয়ে প্রভৃতিতে। প্রথম ধ্বনি 'ওম' জিভের দ্বারা তারপর মনে। ২১ বার ওমকার খুব প্রয়োজনীয়। ৫টি বাইরের ইন্দ্রিয় (কর্মেন্দ্রিয়), ৫টি ভেতরের ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়), ৫টি প্রাণ (পঞ্চ প্রাণ), ৫টি কোষ এবং জীব।

পঁয়ত্রিশ

এক দর্শক : জীবন ও ভগবানে সমর্পণ কি ভাবে করতে হবে ?

সাই : জীবনে ও ভগবানে সমর্পন মানে হল দ্বৈতের অনুপস্থিতি এবং ভগবানের মত স্বভাব। কিন্তু এইরকম অবস্থা মানুষের ইচ্ছার বাইরে। সমর্পণ তখনই যখন, যে কর্ম করে সে ও কর্ম এবং বস্তু সকলই ভগবান। এটা জোর করে হয় না। এটি আসে স্বাভাবিক ভাবে হৃদয়ে, যে হৃদয় পূর্ণ ভগবানে ভালবাসায়। ভগবান হলেন হৃদয়ের মধ্যে একটি নির্মল এবং মিষ্ট জলের ধারা। একটি কুয়ো খোঁড়ার সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র সেই অক্ষয় মিষ্ট স্বাদের উৎসে পৌছবার তা হল জপ এবং ভগবানের নামস্মরণ। সমস্ত

কাজ ঈশ্বরে সমর্পিত হবে এবং সেখানে অহমের কোন স্থান থাকবে না। এটাই অহমকে দূর করার সবচেয়ে সহজ উপায়।

এক দর্শক: কি করে দ্রুত উন্নতি করা যায় এই পথে?

সাই: প্রেম হল উপায়। দিন সুরু কর প্রেম দিয়ে, দিনটি অতিবাহিত কর প্রেম দিয়ে। দিনটি পূর্ণ কর প্রেম দিয়ে, দিনটি শেষ কর প্রেম দিয়ে। এই হল ভগবানের পথ। প্রেম বিস্তার কর, সংকোচন নয়, স্বার্থপরতা নয়, 'আমার' নয়। ধ্যান, জপ, মন্ত্র, ভজন এই অভ্যাসগুলি হল সাবানের মত। প্রেম হল জল। জলই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। প্রেম ছাড়া জীবন মৃত্যুর মত। প্রেম হল জীবন। সকলেই এক। সকলের মত হও। আত্মানুসন্ধান খুবই প্রয়োজন। আমি কে? দেহ? না বাড়ী? না 'আমি' হলাম 'আমি' সেটাই সত্য। দেহ হল জলের বুদবুদ। মন হল পাগ্‌লা বাঁদর, মন তার চেয়েও খারাপ এর কোন যুক্তি নেই, কোন ঋতু বা সময় নেই —এমন কি একটা বাঁদরের তা আছে।

এক দর্শক: 'সাইরাম' বলাটা কি ঠিক আছে?

সাই: 'সা' মানে স্বর্গীয়। 'আই' মানে মা। 'রাম' মানে যিনি হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ স্বরূপ। সাইরাম মানে দিব্য মা ও বাবা। সোহম, সাইরাম, শিবোহম, সাম্বো শিব সবেরই এক মানে।

এক দর্শক: বাবা আমি খুব ক্লান্ত। আমার কোন উদ্যম নেই। কি করে আমি উদ্যম পাব?

সাই: ভগবানে সমর্পণ থেকে উদ্যমের উৎপত্তি।

এক দর্শক: ভৃগুর বই পড়ে যাওয়া কি আমার পক্ষে ঠিক হবে?

সাই: সেটা স্বামীর ব্যাপার নয়, তুমি পড়বে কি পড়বে না। যা লেখা আছে সত্য কিন্তু ব্যাখ্যা ভুল।

এক দর্শক: বাবা আমার উদ্যম।

সাই: উদ্যম আসে হৃদয়ের প্রসারণ থেকে। একটি ছোট বদ্ধ হৃদয়ে কোন উদ্যম নেই। যদি বাবাকে হৃদয়ে জানা যায় তখন হৃদয় প্রসারিত হবে। দেহ হল মন্দির। হৃদয় হল আসন। ভগবান সেখানে আসীন।

এক দর্শক: আপনি কি সন্তুষ্ট?

সাই: আমি সব সময় সন্তুষ্ট। প্রেম হল আমার আকার। সব সময়ে খুসী। অবস্থার সংশোধনে কখনও কখনও স্বামীর গলার আওয়াজে পরিবর্ত্তন, কিন্তু ভেতরে কোন রাগ দ্বেষ নেই।

হিসলপ: স্বামী, আমাকে ক্ষমা করুন। একজন দেখলো স্বামী জনসাধারণের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তার ভেতর থেকে কিছু লোককে বেছে নিলেন বিশেষ আলাপ বা সাক্ষাৎকারের জন্যে। এইখানেই গোলমাল হচ্ছে, কেন কিছু লোককে বেছে নেওয়া হল এবং অন্যদের নয়।

সাই : হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক তোমাদের হতবুদ্ধি হওয়া। একজন বাইরে থেকে দেখে, তাই সে জানতে পারে না কে যোগ্য কে অযোগ্য নয়।

হিসলপ : স্বামী বলেন ভগবানের কথা যে ভক্ত নয় তাকে বলা উচিত নয়। এর মানে কি ?

সাই : দলের মধ্যে বলা ঠিক আছে। নেতারা বিশেষ মনোযোগ দেবে, ফলে তাদের অনুসরণকারীদের বলবে। কিন্তু কারুর সঙ্গে ব্যক্তিগত নিজস্ব আলোচনার সময় যাদের বিশ্বাস নেই—শুধু তর্ক এবং আলোচনাই হবে, এবং ফলে সময়ই নষ্ট হবে।

হিসলপ : প্রত্যেক ভক্ত স্বামীর পাদস্পর্শ করার জন্য উদগ্রীব হয়। পাদস্পর্শের মানে কি ?

সাই : ভগবান হলেন পরা সূচক (পজিটিভ)। মানুষ হল অপরা সূচক (নেগেটিভ)। যদি দুই এর সংযোগ হয় দিব্য তড়িৎ প্রবাহিত হবে—পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে। এই কারণে ভারতের প্রথা হল দৈবী লোকের স্পর্শ নেওয়া। কিন্তু প্রচলিত প্রথায় নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং সীমা না রাখলে লোকে দেহ ও মুখকে স্পর্শ করতে পারে। তাই ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শের প্রথা।

হিসলপ : স্বামী বলেন, 'নৌকোর বাইরে জল রাখ'। কি করে তা করা হবে ?

সাই : কি করে একজন জীবননৌকার বাইরে জলকে রাখবে ? ভগবানের দিকে ফেরো তাহলেই কোন নৌকা নেই—কোন নৌকার প্রয়োজন নেই। তাঁর সঙ্গে সংযোগ ভেতরের, হৃদয়ে।

ছত্রিশ

হিসলপ : মোক্ষ পাওয়ার আগে কিছু নির্দিষ্ট সময় কি অতিক্রম করতেই হবে ?

সাই : মোক্ষের জন্য যে সময় প্রয়োজন তা এইরকম। কেউ জিজ্ঞেস করলো তোমার খেতে কত সময় লাগবে ? উত্তর হতে পারে 'পাঁচ মিনিট থেকে আধঘণ্টা পর্য্যন্ত'। এটা ভুল উত্তর হবে—উদরপূর্ত্তির জন্যে যতটা সময় দরকার ততটা সময় লাগবে।

হিসলপ : মোক্ষ পাওয়া কি মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা ?

সাই : সাধনা মোক্ষ আনতে পারে না। এটি শুধু শুধু রজ ও তম গুণকে নিয়ন্ত্রণ করে শান্ত করতে পারে। সত্ত্ব গুণের সব সময় মোক্ষ পাওয়ার ইচ্ছা থাকে। যখন মানুষকে সত্ত্বগুণ নিয়ন্ত্রণ করে তখন মোক্ষ আসে।

হিসলপ : পাশ্চাত্য দেশে সাধনাকে আত্মোন্নতির পথ বলে ধরা হয়। কিন্তু তা কি পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাত্মতা বোঝায় না ?

সাই : প্রথমে আত্মোন্নতির জন্য আকুলতা প্রয়োজন। নৈতিক স্বভাব এবং চরিত্রের উন্নতির প্রয়োজন বলে দেখা উচিত। কিন্তু পরের ধাপ হল অনুসন্ধান।

এটা এবং ওটার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান। সাধনার ১০ ভাগের ৭ ভাগ ($\frac{7}{10}$) হল অনুসন্ধান। 'আমি' কথাটি লোকেরা ব্যবহার করে, যা দেহকে বোঝায়।

হিসলপ : বুদ্ধের মহাযান-এ বলা হয়েছে যে চূড়ান্ত মোক্ষের আগে পর্য্যন্ত সে মিলিত হবে কিনা তার নিজের মনোনয়নের উপর নির্ভর করে।

সাই : স্বাধীনতার প্রথম স্তরে মিলিত হওয়া বা পুনর্জন্ম একজনের মনোনয়নের উপর নির্ভর করে। ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছায় কোন স্বার্থপরতা থাকবে না। এটি সংকোচন নয় এটি প্রসারণ।

সাঁইত্রিশ

(ভারতের অপর একটি প্রদেশ থেকে একজন রাজপুত্র এলেন, ভগবানের কাছে এবং একটি যোগকেন্দ্রের জন্যে কয়েক একর জমি দিতে চাইলেন এবং অনুরোধ করলেন যেন তিনি তার প্রদেশে পদার্পণ করেন, এবং রাজনৈতিক হিংসাত্মক কাজ এড়াবার জন্যে তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন।)

দর্শকের প্রতি সাই : স্বামীর প্রেম সকলের প্রতি একইরকম এমন কি যদি কেউ মন্দ কাজও করে। তারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে স্বামীর ক্রোধের জন্যে নয়, কারণ এই কষ্ট ভোগের মধ্যে দিয়েই তাদের মন অন্তর্মুখীন হবে এবং আত্মানুসন্ধান করবে। এবং এই আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই তারা মায়া থেকে মুক্তি পায়, যা তাদের ভগবানের কাছ থেকে পৃথক করে রেখেছে। হৃদয়ই হল একমাত্র দান, যা স্বামীর গ্রহণযোগ্য। তাঁর কাছে কয়েক একর জমির কোন মূল্য নেই। বর্ত্তমানে রাজনীতিবিদ এবং ছাত্রদের মধ্যে খুব বেশি রকম বিশৃঙ্খলা রয়েছে। এটা কিছুদিন চলবে কিন্তু এক বিশেষ সময় স্বামী এসে দাঁড়াবেন এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন।

হিসলপ : আমেরিকা ও ইউরোপের অবস্থার ব্যাপারে কি বলছেন?

সাই : দেশগুলি হল রেলগাড়ীর মত। ভগবান হলেন ইঞ্জিন। প্রথম বগি হল ভারতবর্ষ এবং অন্য বগিগুলি পরে আছে। অতীতের জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে স্বামীর প্রভাবে পৃথিবীর পরিবর্তন আসবে প্রায় ১৫ বছর পরে। (এই কথাবার্তা হয়েছিলো ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে) ৫,৬০০ বছর আগে উপনিষদে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিলো। বাবা, সাই অবতার যাঁকে নিয়ে তিন অবতার তাঁর আবির্ভাব এ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিলো। বর্তমানে যারা জন্ম নিয়েছে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারে।

আটত্রিশ

হিসলপ : বর্তমান জগতে কি এমন কোন সাধু নেই যার ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ এবং গভীর অভিজ্ঞতা আছে?

সাই : এখনও সেই রকম লোক আছে যাঁদের খাঁটি অভিজ্ঞতা আছে ঈশ্বর দর্শনে ও আত্ম উপলব্ধিতে। কিন্তু তাঁরা পৃথিবীর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান না এবং তাঁদের শিষ্য তৈরী করেন না। তাঁরা জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে খুব শান্তভাবে নিজেদের সাধনায় নিযুক্ত থাকেন। যদি তোমরা তেমন লোককে দেখতে পাও এবং পথের নির্দেশ চাও—তিনি সে ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেবেন না। সংসারের ভেতর রয়েছেন এমন কোন গুরুর জীবনী যদি পরীক্ষা করা যায়, দেখা যাবে তার কামনা বাসনা রয়েছে ও সমস্যা রয়েছে। তার রয়েছে শুধু বই-এর জ্ঞান এবং অপর লোকের কাছে নেওয়া জ্ঞান—এবং যার সম্বন্ধে সে বলছে সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে তার পূর্ণ ও সত্য অভিজ্ঞতা নেই। এই রকম লোকেরা সংসারের আবর্তে ধরা পড়ে ঠিক তোমাদেরই মতন। শক্ত জমিতে তারা কি করে তোমাকে তুলবে? বর্তমানে, ভগবানই একমাত্র খাঁটি গুরু। তাঁকে ডাক, তিনি তোমার পথ-প্রদর্শক হবেন। তিনি তোমার হৃদয়ে, সব সময় প্রস্তুত তোমাকে সাহায্য করতে, রক্ষা করতে এবং পথনির্দেশ দিতে।

হিসলপ : স্বামী বলেন, এই লোকেদের ভগবৎদর্শন হয়েছে। কি করে একজন সেই দর্শন লাভ করতে পারে?

সাই : ভগবৎদর্শন সেই দৃষ্টি মন থেকে মুছে দেয় যা হল অস্থায়ী। নাম, আকার বৈশিষ্ট্য এক সময় হারিয়ে যাবে। তাই অপেক্ষা কেন? দৃষ্টি থেকে তা এখনই মুছে ফেল এবং যা বাস্তব তাই শুধু দেখ। মায়া নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন, যা থাকবে না? একজনের বাস্তবের প্রতি সময় ও মনোযোগ দেওয়া অনেক ভালো। ভগবৎদর্শন হল মূল্যহীন মায়ার মধ্যে দিয়ে দেখা এবং বাস্তবের মধ্যে অবস্থান করা। ভগবান হলেন অনন্ত সত্য। তিনি হলেন প্রত্যেকটি ঘটনার অপরিবর্তনীয় ভিত্তি। রাজা জনক এই ভগবৎ দৃষ্টিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নাম, আকার, ব্যক্তিত্ব এবং গুণাবলী এত পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো যে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলি আর দৃষ্টিগোচর হয়নি। ভগবৎদর্শন হল সাধনা এবং ভগবানের কৃপার ফল। কখনও কখনও ভগবৎদর্শন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে, কিন্তু তা পূর্বজন্মকৃত কাজের জন্য।

হিসলপ : ভগবৎদর্শন হয়েছে এইরকম এক ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ণ ভাবে ভগবানে উপলব্ধি হয়েছে—দুই এর মধ্যে তফাৎ কি?

সাই : তফাৎ আছে। ভগবানে উপলব্ধি হয়েছে এইরকম একজন জীবন্মুক্ত লোকের দেহের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। সে হল এমন একজন, যার মধ্যে শুধু ভগবৎদর্শনই কাজ করে। দেহ সম্বন্ধে তিনি কোন মনোযোগ দেন না এবং তা নষ্ট হয়ে যায় ও শুকিয়ে যায়। তিনি খাদ্য বা জল সম্বন্ধে উদাসীন। সেগুলি তাঁর মনেও আসে না। ফলে সেইরকম অবস্থায় দেহতে জীবন ২১ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। তিনি দেহজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেন এবং জোর করে না খাওয়ালে তিনি কিছু খান না বা পান করেন না। লোকের শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী এই ২১ দিনের কিছু

কম বা বেশি হতে পারে। রাজা জনক সংসার থেকে অবসর নিয়ে বনে গেলেন এবং জীবন্মুক্ত হলেন। তাঁর দেহে জীবন মাত্র ১৯ দিন ছিলো। ভগবৎ দর্শনপ্রাপ্ত লোককে রাজযোগী বলে। সে কিছু দেহজ্ঞান রাখে এবং দেহের সহিত বেঁচে থাকে। জনক রাজা রাজযোগী হয়ে অনেক দিন রাজত্ব করেন। জীবন্মুক্তি হল স্থায়ী ঈশ্বর উপলব্ধি। এটি ভগবানের সঙ্গে মিলন। অস্থায়ী ভগবৎ উপলব্ধিও আছে যা কয়েক ঘণ্টা বা একটি দিন থাকে যা খুব গভীর ধ্যান অথবা সমাধির বিভিন্ন স্তরে হয়—কিন্তু সেগুলি স্থায়ী নয়। এটি মিলন নয়।

হিসলপ : দুঃখিত স্বামী, ভগবৎদর্শন এখনও পরিষ্কার বোঝা গেল না।

সাই : একটি পরিষ্কার কাঁচের টুকরো যার একদিক থেকে অপর দিক দেখা যায়। যদি সেই কাঁচের একদিকে রূপোর রং লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটি একটি আয়না হবে যার মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে দেখতে পাবে। কিন্তু সেই আয়নার ভেতর দিয়ে অপর দিকটি দেখা যায় না। সেইরকম চেতনার মধ্যে দিয়ে একজন বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত দেখতে পায়। অথবা বুদ্ধির দ্বারা সে দেখতে পারে নিজের ভেতর যা আছে, সে বিষয়ে সে জ্ঞান লাভ করতে পারে। যদি কেউ নিজের ভেতরের বস্তুবের মধ্যে থাকে এবং নিজেকে তার ভেতর রাখে, এবং তার চিন্তা, বাসনা মনোযোগ যদি ভগবানের দিকে হয় এবং যদি সে তার জীবনকে চেতনার দৈবী দিকে কেন্দ্রীভূত করে তাহলে তার চেতনা একটি আয়নার মত হয় যার বাইরের দিকটি আবৃত থাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ধুলো বালিতে। এই আয়নার ভেতরের দিকে শুদ্ধতলের শুদ্ধমনে এবং শুদ্ধ হৃদয়ে একজন নিজের প্রকৃত প্রতিফলন দেখতে পারে এবং সেইটি হল আত্মোপলব্ধি। এই হল রাজযোগ। জনক রাজা এইরকম ভাবে নিজের জীবন কাটিয়েছেন।

হিসলপ : স্বামী, সম্পূর্ণ নিঁখুত লোকেরও বিপদ আপদ আছে।

সাই : বিভিন্ন সাধুসন্তদের (স্বামী কয়েকজনের নাম করেন) সাংসারিক জীবনে অশেষ অশান্তি, অপরের কাছ থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার ইত্যাদি ছিলো—কিন্তু ভগবানের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিলো অটল।

হিসলপ : কিন্তু স্বামী, এইসব সাধু ব্যক্তিরা যাদের জীবন আগে থেকেই শুদ্ধ হয়েছিলো তাদের কি করে কষ্ট ও দুর্গতি চলেছিলো ?

সাই : তারা নিজেরা কষ্টে ভোগেনি। যীশুখ্রীষ্ট কষ্টে ভোগেনি। কিন্তু যা সাধারণত কষ্ট ভোগ বলে পরিচিত তার মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিলো—যাতে জগত এই জাগতিক অনাসক্তি এবং ভগবানে অটল বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত লাভ করে।

হিসলপ : ধর্মশাস্ত্রে এমন অনেক গল্প আছে যেখানে বড় বড় মুনি ঋষিদের দেখা যায় অত্যন্ত রাগী মানুষ হিসাবে, এটা কি করে হয় ?

সাই : ধর্মগ্রন্থের ক্রোধী মুনি ঋষিরা তাঁদের সাধনার পথে ভুল করেছিলেন।

তাঁদের ছিলো রাজসিক প্রতিক্রিয়া। সাত্ত্বিক সাধনা সব চেয়ে ভালো এবং তা কাউকে কষ্ট দেয় না।

হিসলপ: পড়বার সময় আমি এক জায়গায় দেখেছিলাম যে বিশ্বামিত্র মুনি একটি দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন, এটা কি সম্ভব?

সাই: হ্যাঁ, এই ঋষি একজন শিষ্যকে পার্থিব দেহ নিয়ে স্বর্গে পাঠাতে মনস্থ করেছিলো। এতে ভগবান রাজী হননি। ভগবানের নিষেধ সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র রেগে গেলেন এবং একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন। এমন কি বিশ্বামিত্র সূক্ষ্ম মহাকাশে বিভিন্ন দেবগণকে সৃষ্টি করলেন এবং তারপরে তাঁর শিষ্যকে সশরীরে সেখানে পাঠালেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই স্থায়ী হয় না, এবং বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ডও স্থায়ী হয়নি।

হিসলপ: প্রহ্লাদেরও পূর্ণভাবে ভগবৎ উপলব্ধি হয়নি কারণ তাঁর দেহ থেকেই গিয়েছিলো। কি করে তিনি আত্মাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন—যার দ্বারা তিনি সুকঠিন অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করতে পেরেছিলেন?

সাই: প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তটি স্বতন্ত্র—যা ভগবান, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করেছিলেন। এবং ঈশ্বর যে সব কিছুর ভেতরে রয়েছেন এমন কি অচেতন স্তম্ভ এবং মূর্ত্তির ভেতরেও আছেন—সেই সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত। অত্যাচারের সময় প্রহ্লাদ কোন কষ্টই ভোগ করেনি। যখনই ভগবানকে ডাকা যাবে তখনই তিনি আসবেন এই ব্যাপারে তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকার জন্যেই ভগবান তার সমস্ত কষ্ট সরিয়ে নিয়েছিলেন।

হিসলপ: লোকে খালি ভগবানকেই দেখতে চায়।

সাই: এটা ঠিক নয় যে একজন কেউ জগতের সব কিছুকে ভগবানে পরিবর্ত্তন করতে পারে। তা কেউ করতে পারে না এবং তা সম্ভব নয়। এটা কি সম্ভব যে কেউ একজন প্রকৃতি এবং সব জিনিসকে একই রঙে রাঙিয়ে দিতে পারে? কিন্তু যদি কেউ একটি বিশেষ রঙের চশমা পড়ে তাহলে সব কিছুই সেই রঙে দেখতে পাবে। যদি কেউ তার দৃষ্টির পরিবর্ত্তন করতে পারে তা হলে সে সব কিছুই 'একই রঙ' অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে সেই একই ভগবানকে দেখতে পাবে।

হিসলপ: স্বামী বলছেন, সব কিছুই ভগবান হিসেবে দেখতে হবে—তাহলে কি কেউ তার স্ত্রীকেও ভগবান হিসেবে দেখবে?

সাই: স্ত্রীকে ভগবান হিসেবে দেখা উচিত নয়। যদি সেইভাবে দেখ তাহলে সে তোমার মাথার উপর চড়ে বসবে। তার সঙ্গে স্ত্রীর মতই ব্যবহার করতে হবে—এবং তার অন্তর্নিহিত সত্তার ভেতর ভগবানকে দেখতে হবে।

উনচল্লিশ

এক দর্শক : অলৌকিক ঘটনাবলী যা স্বামী হাত ঘুরিয়ে সৃষ্টি করেন অনেক দামী জিনিস, যা শূন্য থেকে আসে—এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে ?

সাই : কিছু জিনিস স্বামী যা সৃষ্টি করেন, বস্তুগত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনভাবে সৃষ্টি করেন। অন্যান্য জিনিস যেমন ঘড়ি সেগুলি আগে থেকেই রয়েছে—তাই থেকে আনা হয়। এই জিনিসগুলি সৃষ্টি করতে, তাঁকে সাহায্য করতে কোন অদৃশ্য প্রাণী নেই। তাঁর সঙ্কল্প তাঁর দিব্যসত্তা মুহূর্তের মধ্যে জিনিসগুলিকে নিয়ে আসে। স্বামী সর্বত্র। তাঁর সৃষ্টিগুলি হল ভগবানের অসীম সহজাত শক্তির অন্তর্গত, এবং এগুলি কোন ক্ষেত্রেই যোগীদের যোগশক্তি বা যাদুকরের যাদুশক্তি দ্বারা সৃষ্ট নয়। এই সৃষ্টি ক্ষমতা উদ্ভাবিত বা অনুশীলন দ্বারা বিকশিত হয় নি—এটি স্বভাবগত।

হিসলপ : এটা কি সত্যি যে বন্য জন্তুরা সাধুসন্তদের কোন ক্ষতি করতে পারে না ?

সাই : একজন গুরু ছিলেন যিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে ভগবান সব জিনিসেই আছেন। শিষ্য তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছিলো। সেই দিনেই একটি রাজকীয় শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। একটি প্রকাণ্ড হাতীর পিঠে চড়ে বসা রাজা ছিলেন প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র। এইরকম শোভাযাত্রার ক্ষেত্রে বিপদ এড়াবার নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করে শিষ্যটি রাজকীয় হস্তীর গন্তব্য পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলো এবং তাকে যে পায়ের তলায় দলে মেরে ফেলতে পারে এই হুঁসিয়ারী অগ্রাহ্য করলো। তার কাছে পৌছে হাতীটি তাকে তুলে নিয়ে একধারে নিরাপদে নামিয়ে রাখলো। শিষ্যটি গুরুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো যে হাতী এবং তার নিজের ভেতর, উভয়ের মধ্যে, ভগবান থাকা সত্ত্বেও তিনি হাতীটিকে তার গন্তব্যপথ থেকে না সরিয়ে বরং তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। গুরু বোঝালেন যে এটা কেবলমাত্র হাতীর অধিকতর দৈহিক শক্তির ব্যাপার। তিনি শিষ্যকে বললেন যে, যদি সে হাতীর ভেতর ভগবানকে না দেখতো তাহলে হাতীটি তার সাধারণ কাজের মতই তাকে মেরে ফেলতো। যাই হোক যেহেতু শিষ্যটি হাতীর ভেতর ভগবানকে দেখছিলো—সেইহেতু ভগবান তাকে ক্ষতি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কোন জন্তু এমন কি গোখ্‌রো সাপ পর্য্যন্ত কোন লোকের ক্ষতি করতে পারে না যদি সে সেই জন্তু বা সাপের ভেতর মৌলিক সত্য হিসাবে ভগবানকে দেখে। বিপদজনক লোকের ক্ষেত্রেও এটাই সত্য, যদিও কর্মগত কারণে এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটে।

চল্লিশ

হিসলপ : 'ভারতের সাধুসন্ত', এই বইটি কিনেছি।

সাই : (বইটি খুললেন এবং নামগুলির দিকে দেখলেন।) এঁরা সিদ্ধপুরুষ

নয়। এঁরা ছিলেন পণ্ডিত এবং ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা। (সাই—নামের তালিকা পড়তে পড়তে তেলেগু ভাষায় মন্তব্য করলেন – অনুবাদক চুপ করেছিলেন)

হিসলপ : স্বামী, কয়েকজন প্রকৃত সাধু ব্যক্তির নাম জানলে ভালো হয়, যাতে আমি তাদের সম্বন্ধে পড়তে পারি।

সাই : 'সাধু' বলতে কি বোঝায় ?

হিসলপ : আমার অনুমান যে তাঁরা হলেন ভগবানের দূত। দশজনের নামের তালিকায় শঙ্কর, রামকৃষ্ণ এবং রমণ মহর্ষিকেও বিশ্বজগত এরূপ ধরে নিয়েছে।

সাই : রামকৃষ্ণ ভগবানের ভক্ত হিসাবে সুরু করেন। সেখানে ছিলেন মা কালী এবং নিজে। উভয়ে পৃথক ছিলেন। দ্বৈতভাব ছিলো। এ সময় তিনি এমন কাজে নিযুক্ত হলেন, মা কালী পুনরায় তাঁর সামনে আবির্ভূত হননি। শেষের দিকে তিনি ভগবানের সঙ্গে মিলিত হন এবং ঈশ্বর-উপলব্ধি করেন।

হিসলপ : শঙ্করাচার্য্য এবং রমণ মহর্ষির ক্ষেত্রেও একই উদাহরণ ?

সাই : হ্যাঁ।

হিসলপ : সম্ভবতঃ বুদ্ধ ভগবানের দূত ছিলেন ?

সাই : বুদ্ধ কখনও ভগবানের উল্লেখ করেন নি। সকলেই জানে যে তিনি রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর স্ত্রী পুত্র ছিলো। যখন তিনি দুঃখ, কষ্ট এবং মৃত্যু দেখলেন তিনি তার কারণ বার করতে মনস্থ করলেন। অনেক বছর কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত রইলেন। তিনি তিনটি ঘোষণা করেন : সবই দুঃখপূর্ণ, সবই ক্ষণস্থায়ী এবং সবই অসার।

হিসলপ : তাহলে বুদ্ধর ভগবৎ উপলব্ধি হয়নি কিন্তু নির্বাণ উপলব্ধি হয়েছিলো ?

সাই : হ্যাঁ, (আগে এক সময় সাই বলেছিলেন যে, একজন যা খোঁজে তা সে পায়, এবং বুদ্ধ দুঃখের কারণ খুঁজেছিলেন) একটিমাত্র যোগ আছে তা হল ভক্তি যোগ। অপরগুলি, যেমন ক্রিয়া যোগ, হঠযোগ, প্রাণায়াম সকল প্রণালী ও কলা-কৌশল যেগুলিকে যোগ বলা হয়, সবই দেহের সঙ্গে যুক্ত। এগুলো হল কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম। ডান! বাঁ! উপর! নীচ! ফল কি ? এগুলো মূল্যহীন এবং সময়ের অপব্যবহার। 'ভক্তি যোগ' হল সোজাসুজি ভগবানের পথ। এটি সহজ পথ। অপর সবগুলিই অপ্রয়োজনীয়। ছয় রকমের ভক্তি আছে। মধুর মানে মিষ্ট। এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকারের ভক্তি।

হিসলপ : মধুর শ্রেষ্ঠ হল কেন ?

সাই : এতে ভক্ত সব কিছুকেই ভগবান বলে দেখে। জয়দেব যখন পরবার জন্যে জামা কাপড় হাতে নিতেন তিনি জামা কাপড়ের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখতে পেতেন এবং সেগুলিকে আর জামা কাপড় হিসেবে মনে করতে পারতেন না, তিনি বস্ত্রহীন হয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিত। তিনি

কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতেন, কৃষের সঙ্গে গান করতেন, কৃষ্ণের সঙ্গে নাচতেন—কৃষ্ণের সঙ্গে মিশে যেতেন এবং চৈতন্য হারাতেন। তিনি চৈতন্যদেবের গুরু ছিলেন।

হিসলপ ঃ এই গল্পটি অনেকটা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মত মনে হয়।

সাই ঃ জয়দেব, চৈতন্য এবং রামকৃষ্ণের মধুর ভক্তি ছিলো। জয়দেব কৃষ্ণের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে মনে করতেন—এইজন্যে তাঁর গানগুলি জনসাধারণ জাগতিক মানে হিসেবে ইন্দ্রিয়গত কামনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সত্যিকার মানে, যা জয়দেবের বেলায় প্রযোজ্য, তা ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর কাছে তাঁর হৃদয়টি ছিলো স্ত্রীর মত, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন আত্মা।

হিসলপ ঃ চৈতন্য কি ধরণের লোক ছিলেন ?

সাই ঃ চৈতন্যও কৃষ্ণের জন্যে গান করতেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমানন্দে নাচতেন। একবার তিনি এক ভক্তের কাছে গিয়েছিলেন। প্রার্থনা-ঘরের পাশের একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো। যখনই পঞ্চধাতুর কৃষ্ণ মূর্ত্তির কাছে কোন ভোগ দেওয়া হ'ত তখনই চৈতন্যকে তাঁর ঘরে বসে সেই একই খাবার খেতে দেখা গিয়েছিলো। গৃহস্বামী একটা পরীক্ষা করবেন স্থির করলেন। তিনি চৈতন্যকে একটি ঘরে তালা দিয়ে রাখলেন যে ঘরের একটি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যকে দেখা যেত। কৃষ্ণের মূর্ত্তিতে ভোগ দেওয়া হল এবং চৈতন্যকে সেই খাবারই খেতে দেখা গেল। গৃহস্বামী ঘরে ঢুকে চৈতন্যের দুগালে চড় মারলেন এর ফলে কৃষ্ণের ধাতুমূর্ত্তি উধাও হয়ে গেল। তার ফলে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন। কৃষ্ণ ভক্তের ডাকে সাড়া দিলেন এবং বললেন তুমি আমাকে ভোগ দিলে, কিন্তু যখন আমি খাচ্ছিলাম তুমি আমাকে চড় মারলে—তাই আমি চলে গেলাম।

হিসলপ ঃ তাঁর ভক্তি ছিলো……

সাই ঃ চৈতন্যের সচানন্দ নামে এক গুরু ছিলেন। গুরু চৈতন্যের ভক্তি পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি একটি চিনির ঢেলা চৈতন্যের জিভের উপর রাখলেন এবং বললেন তিনি যতক্ষণ না নদী থেকে ফিরে আসছেন ততক্ষণ সেখানে সেটি রেখে দিতে। নদীতে প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে সচানন্দ স্নান করলেন, কাপড়চোপর ধুলেন এবং ভগবানের গান করলেন। চৈতন্যের মুখ খোলা এবং চিনির ঢেলাটি সামান্য নড়ছে কিন্তু একটুও না গলে, ঢেলাটি জিভের উপর আস্তই আছে। চৈতন্যের মহত্ব জেনে এবং তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীনে বুঝতে পেরে তিনি চৈতন্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং তাঁকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হিসলপ ঃ স্বামী, জয়দেব ও চৈতন্যের মত কি বর্তমানে এমন পূর্ণ ভক্ত আছে ?

সাই ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বেশির ভাগই তাঁরা ভক্তিটা নিজেদের ভেতর রাখেন। কখনও কখনও তা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, এবং জাগতিক বুদ্ধিতে লোকেরা তাদের পাগল বলে মনে করে। স্বামী এইরকম ভক্ত দেখেছেন কিন্তু

তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন নি। কিন্তু এই লোকেরা আনন্দের মধ্যে থাকে। এই রকম একজন রাণীকে কয়েকবছর আগে দেখা গিয়েছিলো—সেই অবস্থায় সাক্ষাৎকার করা উপযুক্ত মনে হয়নি।

হিসলপ: পাশ্চাত্য জগতে কোন লোকের পক্ষে এই রকম মহান ভক্ত হওয়া কি সম্ভব?

সাই: হ্যাঁ, খুবই সম্ভব।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী একজন অফিস কর্মী, জগতে যে সাই-এর কাজ করবার জন্যে নিযুক্ত আছে, তার পক্ষে সব চেয়ে ভালো ভক্তি কি?

সাই: একই রকম।

হিসলপ: কিন্তু এইরকম যদি হয়, তাহলে সে কাজ করবে কি করে?

সাই: একজনের পক্ষে একই সঙ্গে কাজ করা এবং সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত হওয়া সম্ভব। অনুভূতিই হল আসল, কাজ নয়। এমন কি চৈতন্য ও জয়দেবের ক্ষেত্রেও তাদের প্রভাব প্রচুর ছিলো।

হিসলপ: স্বামী, মনে হচ্ছে কৃষ্ণের সময় থেকে সত্য সাই পর্যন্ত কোন সুযোগই আসেনি……

সাই: (বাধা দিয়ে) সময়? আমিই কৃষ্ণ! সময় কোথায় আসে?

হিসলপ: স্বামী আমি বলতে চাই কৃষ্ণের সময় এবং সাই-এর সময়ের মধ্যবর্তীকালে ভগবানকে গুরু হিসেবে পাওয়ার কোন সুযোগ হয়নি।

সাই: সিরডি সাই-এর দেহ না আসা পর্যন্ত।

হিসলপ: তাহলে স্বামী, পৃথিবীতে কোন মানুষের জন্মাবার পক্ষে এই সময়টি সবচেয়ে ভালো।

. **সাই:** হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে ভালো সময়; এমন কি কৃষ্ণদেহের জীবৎকালের সময়ের চেয়েও ভালো।

একচল্লিশ

সাই: ক্যানসার। সাধারণতঃ এটা একটা ছোট ফুস্কুড়ি থেকে সুরু হয়—সেটা ফুলে উঠে, কিছু বায়ু সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে ক্যানসার হয়।

হিসলপ: স্বামী, এমন কি শেষ পর্য্যায়ের ক্যানসারকেও ভালো করে দিতে পারেন?

সাই: হ্যাঁ। একজন মহিলা, যাকে তোমরা জান, এ ব্যাপারে একটি ভালো দৃষ্টান্ত। তার দেহ ক্যানসারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়ে—নল সরিয়ে কাটা জায়গা সেলাই করে দিয়েছিলেন, কয়েকদিন আর মাত্র বাঁচার জন্যে—এখন সেই ভদ্রমহিলা শক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন এবং সারাদিন কাজ করে থাকেন।

হিসলপ: কর্ম উপযুক্ত থাকলে তবেই কি স্বামী তা করেন?

সাই: না, যদি স্বামী লোকটির উপর সন্তুষ্ট হন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা সারিয়ে দেন। এর উপর কর্মের কোন প্রভাব থাকতে পারে না।

হিসলপ: এটি একটি খুব প্রয়োজনীয় সংবাদ, কারণ লোকেরা যখন স্বামীর দ্বারা নিরাময় লাভ করে না, তখন তারা ধরে নেয় যে তাদের কর্ম ঠিক নেই।

সাই: যদি লোকটির হৃদয় পবিত্র থাকে এবং স্বামীর শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে স্বামীর করুণা আপনা হতে এসে যায়, কোন কর্মই তাতে বাধা দিতে পারে না।

হিসলপ: ক্যালিফোর্ণিয়ায় একটি ঘটনা ঘটেছিলো যেখানে একজন রোগ নিরাময়কারী ব্যক্তি সত্য সাই কেন্দ্রে যোগ দিতে চেয়েছিলো যাতে করে সে তার নিরাময় শক্তি বাবার ভক্তদের উপকারে লাগাতে পারে। সেই নির্দিষ্ট কেন্দ্রের নেতার এই লোকটির নিরাময় শক্তি দ্বারা রোগ নিরাময় হয়েছিলো এবং তার এই মনে হয়েছিলো যে বাবা সেই লোকটিকে পাঠিয়েছেন এবং বাবা সেই ব্যক্তির মাধ্যমে রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে এ সম্বন্ধে স্বামীর মতামত সম্পর্কে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে।

সাই: নিরাময়কারী ব্যক্তির ক্ষমতা স্বামীর ক্ষমতা নয়। এটি একটি অসৎ শক্তি। নিরাময়কারী ব্যক্তির নিজেরই রোগ সারানো দরকার। ভগবৎ শক্তি সব জায়গাতেই আছে এবং তা ভেতর থেকে আসে। দুটি দেহই (হিসলপ এবং গাড়ীর ড্রাইভারকে দেখিয়ে) শক্ত এবং স্বাস্থ্যবান (বোঝাতে চেয়েছেন যে ভগবৎ শক্তির জন্যেই স্বাস্থ্য, বাইরের কোন রোগ নিরাময়কারীর সাহায্য ছাড়াই তা রক্ষা হওয়া সম্ভব)।

হিসলপ: নিরাময়কারী ব্যক্তিটিরও একটি প্রশ্ন আছে। তার জিজ্ঞাসা—সে যা করছে তা ঠিক কিনা?

সাই: না, এটা ঠিক নয়। রোগ নিরাময়কারী ব্যক্তির মধ্য দিয়ে কোন দৈবশক্তি প্রবাহিত হচ্ছে না।

হিসলপ: তাহলে একজনের রোগ সারবে কি করে?

সাই: সাধারণ ডাক্তারী চিকিৎসা এবং প্রার্থনার দ্বারা।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী পৃথিবীতে হাজার হাজার ক্ষেত্রে রুগ্ন লোক এইরকম ব্যক্তিদের দ্বারা নিরাময় লাভ করছে—তাদের ক্ষেত্রে কি হবে?

সাই: এই রকম সব উপকারই কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী আরামের অনুভূতি—এটা সত্য নয়। যদি রোগ সেরে থাকে লোকটির ভগবান সম্বন্ধে কোন অনুভূতি বা চিন্তা ছিল বলেই রোগ সেরেছে।

হিসলপ: তাহলে কি ভগবানের কাছ থেকে কোন ব্যক্তির দেহে ক্ষমতা প্রবাহিত হয় না?

সাই : ভগবান কোথায়—তিনি তোমার ভেতরেই আছেন এবং ভেতরে থেকেই তিনি সারান।

এক দর্শক : বাবা, যেহেতু সময় তোমার ইচ্ছাধীন এবং এর বাইরে কোন বাস্তবতা নেই এবং যেহেতু সময়ের দৈর্ঘ্য তোমার ইচ্ছাতেই হয়—সময়কে একটু ছোট করে দাওনা কেন? লোকেদের এত দুঃখ কষ্ট এত দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভোগ করতে হয় কেন?

সাই : তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে—কিন্তু সেভাবে এটা বলা উচিত নয়। এটা হল কৃপা। যারা কষ্ট ভোগ করে তাদের উপর আমার কৃপা আছে। কষ্টের মধ্যে দিয়েই তারা অন্তর্মুখীন হবে এবং অনুসন্ধান করবে; এবং অন্তর্মুখীন হয়ে অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত তারা দুঃখ কষ্ট থেকে রেহাই পাবে না।

হিসলপ : লোকে বলে যে স্বামী তাদের শাস্তি দিচ্ছেন—এটা কি সত্যি?

সাই : নিশ্চয়ই। অসৎ আচরণকারী লোকেদের স্বামী শাস্তি দেন, তাদের ভুল সংশোধনের জন্যে। কিন্তু আকৃতি এবং স্বরে কঠোর দেখালেও বাবার অন্তর প্রেমে পূর্ণ। কখনও কখনও স্বামী লোকজনকে একান্তে সংশোধন করেন কখনও কখনও প্রকাশ্যে। ব্যক্তিবিশেষের উপর তা নির্ভর করে। যদি সংশোধন প্রকাশ্যে হয় তাহলে যারাই শোনে তারাই জানতে পারে কিসে স্বামী খুসী হন আবার কিসে তিনি অখুসী হন। মাখন আঙুল দিয়েই কাটা যায় কিন্তু পাথর ভাঙার জন্যে দরকার হয় লোহার হাতুড়ী। এটি নির্ভর করে বস্তুর উপর বা লোকের উপর। স্বামী তাঁর নিয়মাবলী বা নীতির ব্যাপারে খুবই কঠোর। অবতার অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেন না। ভক্তের উপর কঠোরতা শেষ পর্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট দয়া। অবস্থা অনুসারে স্বামী নরম বা দয়ালু হতে পারেন অথবা হীরের মত কঠিন হতে পারেন। তিনি কেবলমাত্র একটি সুযোগই দেন না—তিনি হাজার অপরাধ ক্ষমা করেন। কিন্তু তার পরেও যদি লোকে না শোনে—তিনি শাস্তি দেন।

হিসলপ : হ্যাঁ স্বামী, স্বামীর কাছের ভক্তদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে—তাদের ব্যবহারে নিখুঁত হওয়ার।

সাই : লোকেরা যারা আপাত দৃষ্টিতে দূরে, তাদের স্বামী বলেন, কিন্তু যারা নিকটে তাদের মত অত কঠোর ভাবে নয়। লোকেরা স্বামীর বিচার করে তাঁর কাছের ভক্তদের দেখে। এবং সেইজন্যে তাদের কঠোরভাবে চেষ্টা করতে হবে তাদের ব্যবহার উপযুক্ত পর্য্যায়ে আনবার জন্যে। 'শাস্তি' ভুলের প্রকৃতি এবং আকারের উপর নির্ভর করে।

হিসলপ : এটা কি সত্যি যে ভগবান পাপীকে ক্ষমা করেন?

সাই : আন্তরিক অনুশোচনার দ্বারা সব পাপ ধুয়ে যেতে পারে, ভগবানের কৃপা সাড়া দেয়। যদি তাঁর ক্ষমা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কিছুই বাধা দিতে পারে না। সব কর্মই মুছে যায়। সমস্ত আধ্যাত্মিক কর্মের মূলে (যার কোন প্রতিক্রিয়া নেই)

আছে প্রেমের বীজ। যদি সেই বীজটির পরিচর্য্যা করা হয় তা একটি গাছের মত বড় হবে এবং সেই প্রেমের গাছ থেকে সব কিছু মূল্যবান সম্পদ আপনাআপনি আসবে। অতীতের যা কিছু পাপ থাকুক না কেন যদি ভগবানের প্রতি ভালবাসা এবং গভীর অনুশোচনা থাকে, তাহলে সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় এবং মানুষের প্রকৃতি শুদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ভয় করা দুর্বলতা মাত্র। ভগবানের অশেষ দয়া। তাঁর প্রেমের অনুসন্ধান করো, ক্ষমা পাবে।

হিসলপ ঃ ভগবান কি বর্ত্তমান কর্মকেও ক্ষমা করেন?

সাই ঃ তিন রকমের কর্ম আছে ঃ অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত। বর্ত্তমান কর্ম চলতে থাকবে। এটি একটি গাড়ীর মত যার পেছনে রেখে যাচ্ছে একটি ধূলোর দাগ। যদি গাড়ীটি থেমে যায় ধূলো তার উপর বসে যাবে। সন্দেহ হতে পারে যে, গাড়ীটি সর্বক্ষণ চলতে পারে না যাতে তা ধূলো থেকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু গাড়ীটিকে সব সময় ধূলোর রাস্তা দিয়ে চলার দরকার নেই। এটি একটি পাকা বড় রাস্তা পেতে পারে যেখানে কোন ধূলো নেই। এই বড় রাস্তা ভগবানের কৃপার সমান। কৃপার সুবিধে ও ভক্তির সুবিধের মধ্যে তফাৎ আছে। একটি যন্ত্রণাকাতর রোগীকে বেদনানাশক ওষুধ দেওয়া হলে—যন্ত্রণা কমে যায়। কিন্তু কৃপা হল অস্ত্রোপচার যা যন্ত্রণাসহ সম্পূর্ণ চলে যায়। ভুল হয় না যেন, কৃপা কর্মকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিতে পারে। যেমন ওষুধের গায়ে লেবেল আঁটা থাকে '১৯৬৮ সাল পর্য্যন্ত ভালো'। যদি তা ১৯৭২ সালে ব্যবহার করা হয়—সম্পূর্ণ নিস্ফল হবে। দেহ হল বোতল—দেহের কর্ম হল ওষুধ। ভগবান ওষুধের উপর তারিখ বসিয়ে দেন। তারপর সেটা আর কার্য্যকরী হয় না।

হিসলপ ঃ কিন্তু, স্বামী, কৃপা হল দুর্লভ ব্যবস্থাপত্র!

সাই ঃ এটা মনে হতে পারে যে কৃপা লাভ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। না ব্যাপারটি তা নয়। যদি উপায় জানা যায় এবং ঠিকমত তা ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা সবচেয়ে সোজা। গীতায় উপায় দেওয়া আছে। গাড়ী চালানো শিখতে গেলে প্রথম প্রথম গোলমাল হয়, কিন্তু অভ্যাস করলে একই সময়ে সব প্রয়োজনীয় কাজগুলি করা খুব সহজ হয়ে যায়, এবং কোনরকম কষ্ট না করেই কথাবার্ত্তা বলতে বলতে গাড়ী চালাতে পারে। এমন কিছুই নেই যা অভ্যাসের দ্বারা সফল হওয়া যায় না। এমন কি পিঁপড়েরা একটি মাত্র সারির চিহ্ন রেখে যায় যখন তারা পাথরের উপর দিয়ে যায়। নামই তোমাকে সারাজীবন প্রহরাধীনে রাখবে এবং চালনা করবে। এটি একটি সামান্য জিনিস। কিন্তু সমুদ্র পার হওয়ার জন্যে একটি বড় বাষ্পচালিত জাহাজের প্রয়োজন নেই। একটি ছোট ভেলা তা করতে পারে। ভগবানের নাম হল ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র, এবং বৃহতের চেয়েও বৃহৎ। মুখ হল দেহের প্রধান দরজা এবং জিভ সর্বক্ষণ নাম স্মরণ করবে। একটি ছোট লণ্ঠনের আলোর মত যখন যেখানে যাবে নাম সঙ্গে থাকবে—তাহলে খুব সহজেই জীবনের সমস্ত অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করতে পারবে।

বিয়াল্লিশ

হিসলপ ঃ গোয়ার ঘটনায় ডাক্তারেরা যাকে নিশ্চিত মৃত্যু মনে করেছিলেন বাবার নাটকীয় উপশম, ডাক্তারদের বিস্ময়াভিভূত করেছিলো ও হতভম্ব করেছিলো।

সাই ঃ পরের দিন বিকাল ৪টায় বাবা যখন প্রাসাদ থেকে বেদী অভিমুখে ১৫০টি ধাপ অতিক্রম করে ভাষণ দেওয়ার জন্যে যাচ্ছিলেন সেখানে কয়েকজন চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্রসহ ২৫ জন চিকিৎসকের, সরকার থেকে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, বাবার সম্বন্ধে আলোচনা করতে। যুক্তি এই যে দেহে অস্ত্রোপচার না করে একটি বিদীর্ণ এ্যাপেণ্ডিক্স নিয়ে কি করে বেঁচে থাকে ? শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বললেন, 'আমাদের আলোচনা অপ্রয়োজনীয়, সত্য সাই বাবা হলেন ভগবান।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে ২৫টি আংটি সৃষ্টি করে প্রত্যেক চিকিৎসককে দিলেন। তারা এখন সকলেই বাবার শরণাগত এবং যে কোন রোগীর অস্ত্রোপচারেব আগে তারা 'সাই রাম' বলে। বেতারের সংবাদে বলা হল বাবা মৃত্যু মুখে। ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের ডাকা হল। বাবার রঙ কালো হয়ে গিয়েছিলো। চিকিৎসকরা বিভিন্ন সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দিয়ে বললেন সর্বাপেক্ষা বেশি ১০ মিনিট সময় পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবেন। বাবা তখন ঘোষণা করলেন যে বিকেলে তিনি ভাষণ দেবেন, এবং তিনি একজন ভক্তের রোগ নিয়েছেন। ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বললেন, 'তা হতে পারে কিন্তু আমি বলছি আপনি মৃত্যু মুখে'। বাবা বললেন, 'বিকেল ৪টেয় দেখা কর।'

হিসলপ ঃ এটা কি সত্য যে স্বামী যখন ছোট ছিলেন তখন চিকিৎসকদের অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়েছিলো ?

সাই : বাবা যখন তাঁর দৈবশক্তি বৃহৎ পরিমাণে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন তখন গ্রামের চিকিৎসকদের অত্যাচার সহ্য করেছেন। এটি ঘটে প্রায় ১০ বছর বয়সে। চিকিৎসকেরা তাঁর মাথায় গর্ত্ত করে, লোহা গরম করে সেখানে লাগিয়ে দেয়, তাঁর চামড়া কেটে সেখানে ফুটন্ত তরল পদার্থ ঢেলে দিয়েছিলো। মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে তাতে বসিয়ে বালি ভর্ত্তি করে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিলো এবং তাঁকে ঠিকমত বসিয়ে রাখার জন্যে লোহার গরাদ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলো। এরকম অবস্থায় তিনি নড়াচড়া করতে পেরেছিলেন। এই রকম অত্যাচারের সময় তিনি হেসেছিলেন এবং কোনরকম কষ্ট পাননি। কোন সময়ের জন্যেও সামান্য মাত্রায়ও তাঁর দেহজ্ঞান ছিলো না। যখন বাবা জন্ম নেন তখনই তিনি তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে জানতেন এবং জানতেন তিনি ভগবান। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাবার হাতের মধ্যে আছে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করে দিতে পারেন।

হিসলপ : স্বামী আপনার ছোট বয়সের প্রথম অবস্থার কথা কিছু বলুন।

সাই : স্বামীর সারা বছরের জন্যে দুটি শার্ট এবং প্যাণ্ট ছিলো। সেফটিপিন

কেনার জন্যে পয়সা ছিলো না এবং ছেঁড়া জায়গায় আটকানোর জন্যে কাঁটা ব্যবহার করতেন। স্কুলে উত্তরগুলো সবসময় জানার জন্যে সহপাঠীদের কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছিলেন যার ফলে চোখের জলে কাপড় ভিজে যেত। কেবলমাত্র তিনিই উত্তর জানতেন এবং যদি তিনি উত্তর দিতেন তাহলে ছেলেরা তাঁকে মারতো। যদি উত্তর না দিতেন শিক্ষকরা তাঁকে মারতেন। কখনও কখনও যে ছাত্র উত্তর দিতে পারতো তাকে যারা পারতো না, তাদের গালে চড় মারতে হত। ক্ষুদ্রকায় হওয়ার জন্যে স্বামীকে চেয়ারে উঠে চড় মারতে হত। কিন্তু তিনি চড়টি খুব আস্তে মারতেন। প্রতিটি আস্তে চড় মারার জন্যে শিক্ষকরা তাঁকে ততগুলি জোরে চড় মারতেন। অবশ্য প্রতিশোধ নেওয়ার পরেই ছেলেরা বাবাকে ভালবাসতো এবং স্নেহ করতো। যদিও বাবার নিজের জন্যে একটা সেফটিপিন পর্যন্ত ছিলো না—ছেলেদের যা প্রয়োজন হত—কলম, পেন্সিল, নোট লেখার খাতা সবই তিনি সৃষ্টি করতেন। এর ফলে শেষকালে গ্রামের মধ্যে একটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছিলো—কারণ কর্তৃপক্ষকে কি করে বোঝানো যাবে—কি করে এইসব জিনিস সৃষ্টি হয়েছিলো। এক সময় ১১ বছর বয়সের পরে বাবাকে কয়েক বছরের জন্যে সাধারণের কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়েছিলো। সেই সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিলো এবং গ্রামে গ্রামে পুলিশেরা ঘুরে কংগ্রেস সভ্যদের গ্রেফতার করছিলো।

হিসলপ: প্রথম বয়সের ঘটনাগুলি অদ্ভুত। আমরা যা চিন্তা করতে পারি তার সঙ্গে সেগুলির মোটেই মিল নেই। ছেলে বয়সের এই সব সঙ্গীরা নিশ্চয়ই বিশেষ ধরণের ছিলো। পরবর্তী জীবনেও কি তারা অদ্ভুত কিছু ছিলো?

সাই: বিদ্যালয়ে আরও দুটি ছেলে স্বামীর সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসতো—সেটি তিনজনের জন্যে ছিলো। যখন স্বামী বললেন, তিনি আর স্কুলে যাবেন না তখন একটি ছেলে আত্মহত্যা করেছিলো এবং অপরটি উন্মাদ হয়ে যায়, সে সব সময় রাজু, রাজু বলে ডাকতো এবং শেষকালে মারা যায়।

হিসলপ: এটা অদ্ভুত। একটি গভীর রহস্য। কিন্তু তার মৃত্যুটা খুব ভালো কারণ তার মন স্বামীর প্রতি স্থির ছিলো এবং সে সব সময় স্বামীর নাম করতো।

সাই: সে আমার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। আর একজন তেলেগু শিক্ষক ছিলেন—যিনি চেষ্টা করে স্বামীর বিদ্যালয়ে চাকুরী যোগাড় করেন এবং স্বামীর বিদ্যালয় ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান।

তেতাল্লিশ

এক দর্শক: ব্যায়ামের অনুষ্ঠানসূচীর কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? পাশ্চাত্য দেশে মনে করা হয় ব্যায়ামের যথেষ্ট মূল্য আছে।

সাই: পাশ্চাত্য দেশে ব্যায়ামকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয় অতিরিক্ত খাদ্য

হজম করার জন্যে এবং যৌন প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত পথে চালনা করার জন্যে। স্বামী, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তিনি খুব কম পরিমাণ খাদ্যই গ্রহণ করেন এবং তাঁর ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাঁর দেহটি খুবই মজবুত। যারা কাজে নিযুক্ত—সেটাই তাদের ব্যায়াম। যারা অলস এবং যাদের কাজে পূর্ণ দায়িত্ব থাকে না তাদেরই মাথায় ব্যায়ামের চিন্তা আসে। জীবনে সংযম দরকার, তা না হলে উদ্যমের সঞ্চয় হয় না। উদ্যম সঞ্চয়ের জন্যে দেহের ভেতর কিছুক্ষণ খাদ্য থাকা দরকার। অতিরিক্ত ব্যায়াম করলে সঞ্চয় বাড়বার আগেই খাদ্যশক্তি ফুরিয়ে যায়। সুতরাং কোন লাভই হয় না। ঠিক সেইরকম মানুষের শরীরের পক্ষে বেশি কথা বলাও ক্ষতিকর। একজন এম, পি, দুঘণ্টা কথা বলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বামী যিনি বছরের পর বছর চালিয়ে আসছেন তিনি ছাড়া আর কেউই অবিরাম কথা বলে যেতে পারে না।

চুয়াল্লিশ

হিসলপ ঃ স্বামী যেখানেই যাওয়া যায় হিপিদের দেখা যায়। বয়স্ক লোকেদের পক্ষে এই নিম্নশ্রেণীর কৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। এটা এমন কিছু নৈতিকমানের কথা প্রকাশ করে না যা প্রয়োজনীয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

সাই ঃ হিপিদের চিন্তাধারায় ভিত্তি হল কোন কাজ না করা, নেশার ওষুধ, ভিক্ষা এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। বাবা, তাদের কয়েকজনকে ছাপাখানায় কাজ দিয়েছিলেন কিন্তু তারা তা করেনি। বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে বাবা তাদের টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা যেতে চায়নি। ভারতে 'কর্ম' বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ যা ফল দেয়, তা তারা বোঝে না। ইংরাজিতে ধর্মের উপযুক্ত প্রতিশব্দ নেই। ধর্ম হল কর্ম। বাক্যের মধ্যে সত্যতা এবং হৃদয়ের মধ্যে সত্য ও প্রেম হল ধর্ম।

হিসলপ ঃ কোন বিশেষ ধর্ম তার পক্ষে উপযুক্ত হবে তা একজন কি ভাবে নির্ণয় করবে?

সাই ঃ এর জন্যে অনুসন্ধান প্রয়োজন। প্রশ্ন কর, 'আমি মানুষ, পশুর কাজ কি? আমি পুরুষ না স্ত্রী? আমি যুবক অথবা বৃদ্ধ ইত্যাদি।' কারণ পশুর ব্যবহার মানুষের পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কোন বৃদ্ধ পুতুল নিয়ে শিশুর মত খেলা করে তাহলে তা হয় হাস্যকর। আবার সেইরকম যদি একজন যুবক লাঠি নিয়ে একটি বৃদ্ধের মত হাঁটে সেটাও হাস্যকর। যে কাজ ন্যায়সঙ্গত, সত্য এবং সত্য বলে বিবেচিত সেটাই ধর্ম। চিন্তা, কথা এবং কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকবে। অপরকে বুঝতে হবে। অপরে যদি ক্ষুধার্ত হয় তাহলে তুমিও ক্ষুধার্ত হবে। তার ক্ষুধা তুমি নিজের বলে মনে করবে।

হিসলপ ঃ বাস্তবিকপক্ষে একজন লোক কখন বুঝতে পারবে সে অপর জনের

মতই। কারণ এখন লোকে অপর জনের জন্তে অনুভব করে সহানুভূতি দিয়ে। কিন্তু সহানুভূতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। যখন একজন একটি কুকুরকে আঘাত করেছিলো— সিরডি সাইবাবা আঘাত পেয়েছিলেন। এটি হল একতার প্রকৃত অনুভূতি।

সাই: সবই হল ঐশ্বরিক। যখন তুমি তোমার দৈবী সত্তায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তুমি প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারবে যে সবই স্বর্গীয়। অন্তের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তুমি নিজেকে পৃথক সত্তা মনে করছো। সিরডি সাই বাবার যে গল্প বইতে উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। ঘটনাটি হল এক ভদ্রমহিলা সিরডি বাবার জন্তে এক থালা মিষ্টি তৈরী করেছিলেন এবং একটি কুকুর তা খেয়ে ফেলেছিলো। মহিলাটি কুকুরটিকে মেরে তাড়িয়েছিলেন। তখন তিনি আর এক থালা মিষ্টি সিরডি বাবার জন্তে এনেছিলেন। সিরডি বাবা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আগে সে যে মিষ্টি দিয়েছিলো তা খেয়ে তাঁর ক্ষুধা তৃপ্ত হয়েছে। ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেন যে তিনি এই প্রথমবার মিষ্টি দিয়েছেন, তাই বাবা কি করে বিপরীত কথা বলছেন। বাবা বললেন, 'না' সে আগেই তা দিয়েছিলো এবং তাঁকে মেরেও ছিলো। এইভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তিনি সর্বব্যাপী এবং একটিই মাত্র জীবন আছে। সিরডি বাবার জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অবতারত্বের স্বীকৃতি এবং তাঁর জীবনী সম্বন্ধে উৎসাহ বাড়তে থাকে। এই রকম বহু ঘটনা যা ভক্তদের মনে আছে সেগুলি এখন বইতে লেখা হয়েছে। রাম এবং কৃষ্ণের জীবনীতেও উল্লিখিত আছে যে তাঁদের দিব্যত্বের স্বীকৃতির অভাব ছিলো। কৃষ্ণকে কেবলমাত্র একজন রাখাল বালক মনে করা হ'ত এবং তারপর তাঁকে মাত্র সারথি মনে করা হ'ত। সিরডি বাবার আগের জীবনের ১৮ বছর কেবলমাত্র বাবারই জানা এবং তাঁর দিব্যত্বের পরিচয় মাত্র কয়েকজন খাঁটি ভক্তেরই জানা ছিলো।

হিসলপ: খুব অবাক মনে হয় মাত্র কয়েকজন লোক অবতারকে চিনতে পারে।

সাই: অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবতার কে তুমি কি করে জানবে?

হিসলপ: বিশ্বাসের দ্বারা।

সাই: বিশ্বাস এক জিনিস আর জানা আর এক। তোমার স্ত্রীর তোমার উপর বিশ্বাস থাকতে পারে। কিন্তু সেও তোমাকে জানে না। কোন এক সময় হয়ত অবতারকে জানা গেল, কিন্তু সন্দেহ জাগে এবং স্বীকৃতি দ্বিধাগ্রস্ত হয়। একটি উদাহরণ: বিশ্বামিত্রের মত অত বড় মুনি বালক রাম এবং লক্ষ্মণের সঙ্গ চেয়েছিলেন এবং সাহায্য চেয়েছিলেন যে সব রাক্ষস বৈদিক উৎসব অনুষ্ঠানে বাধা দিচ্ছিলো, তাদের জয় করার জন্তে। তিনি রাজাকে বলেছিলেন, তিনি রাজার শক্তিশালী সৈন্তদল চান না, এই দুটি বালক যারা অবতার তারাই যথেষ্ট হবে। তবুও লক্ষ্যে পৌঁছে তিনি রামচন্দ্রকে ডাকলেন মন্ত্র শিক্ষার জন্তে যাতে দৈত্যদের জয় করা যায়। মায়ার ঢেউগুলি অবতারত্বের স্বীকৃতিকে অসম্ভব করে তোলে।

হিসলপ : কিন্তু স্বামী তবুও খুব বিস্ময়ের। অতীতের তেমন সহজ সরল দিনেও অবতারত্বের স্বীকৃতি এত কঠিন ছিলো। কিন্তু এখন এই জটিল, দূষিত সমাজেও অবতারের স্বীকৃতি প্রায় পৃথিবীব্যাপী।

সাই : এটা কি সুদূরপ্রসারী? স্বামীর সম্পর্কে গল্প, প্রবন্ধ আছে কিন্তু কতজন লোক নিশ্চিত যে তিনি অবতার, এবং কতজন নিশ্চিত সন্দেহ থেকে মুক্ত? অপর উদাহরণ : তুমি জান স্বামীকে অবতার বলে?

হিসলপ : হ্যাঁ।

সাই : কোন সন্দেহ নেই?

হিসলপ : কোন সন্দেহ নেই।

সাই : তোমার অভিজ্ঞতায় স্বামী সর্বব্যাপী?

হিসলপ : হ্যাঁ, তাই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

সাই : তবুও তুমি যখন স্বামীকে বৃন্দাবন থেকে ছেড়ে যাবে এবং হোটেলে ফিরে যাবে, তুমি মনে করবে স্বামী বৃন্দাবনে আছেন। তুমি দেখবে, অবতারের সর্বব্যাপীতা জানা অত সহজ নয়। নিশ্চয়ই সব সময় কিছু লোক থাকে যারা জানতে পারে। কৃষ্ণ অবতারের সময় কিছু লোক জানতে পেরেছিলো। সেইরকম কিছু লোক ছিলো যারা রাম অবতারকে জানতে পেরেছিলো। সূর্য উঠলে সব কুঁড়ি ফোটে না। কেবলমাত্র কয়েকটি তৈরী থাকে। পাকার জন্যে কতকগুলি কারণ থাকে ; গাছের সব ফল এক সঙ্গে পাকে না। অপর উদাহরণ : কে নতুন বাড়ীটি উপহার দিলো এবং এটা কাকে দেওয়া হল?

হিসলপ : দিব্য স্বরূপকে।

সাই : কি? দিব্য রূপ? এটি কি দিব্য রূপ? এটি মনুষ্যশরীর। যখন স্বামীর নাম কোন সম্পত্তি-দানের দলিলে লেখা হয়, তখন কাকে সম্পত্তি দেওয়া হচ্ছে এবং কে এই সম্পত্তি দান করছে? এটা কি ঐ দেহ থেকে এই দেহে নয়?

হিসলপ : হ্যাঁ দেহ থেকে দেহে।

সাই : ঠিক। (অন্তর্নিহিত অর্থ হল যদি স্বামী সত্যই অবতার বলে চিহ্নিত হন, দেওয়া ও নেওয়ার প্রশ্ন উভয়েই অর্থহীন, এবং কোনটিই ঘটবে না।)

হিসলপ : কখনও কখনও স্বামী রামায়ণ ও মহাভারতের কথা বলেন যেন সেগুলি ঐতিহাসিক এবং কখনও কখনও যেন সেগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, পুণ্য, মন্দগুণ প্রভৃতির প্রতিনিধি। এই সব ঘটনা এবং লোকগুলি কি ঐতিহাসিক ঘটনা?

সাই : হ্যাঁ সেগুলি হল ঐতিহাসিক লোক এবং ঘটনার বিবরণ। কিন্তু তাদের কাছে, এইসব পারিবারিক যুদ্ধ এবং ঝগড়াঝাঁটি অপ্রয়োজনীয়। স্বামী অর্থ হল এই ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ। রাম প্রকৃতই একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ছিলেন অবতার। দশরথ ছিলেন তাঁর বাবা। কৃষ্ণ ছিলেন বাস্তব এবং তাঁর

অবতার সম্পর্কিত ঘটনাগুলিও হল সত্য। দীর্ঘ সময়ের প্রবাহের মধ্য দিয়ে রামের জীবনের অনেক ঘটনার পরিবর্ত্তন এবং বিকৃতি হয়েছে। এবং স্বামীর রাম সম্পর্কে বলা গল্প কয়েক যুগ ধরে প্রামাণ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। কৃষ্ণের সময় দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো অন্যরকম এবং সেই সময় যে সব ঘটনাগুলি ঘটেছিলো বর্তমানে সেগুলি অন্য রকম ভাবে দেখা হবে।

হিসলপ ঃ স্বামী একবার বলেছিলেন যে যদি রামকে আমরা এখন দেখতে পাই তাহলে তাঁর চেহারা দেখে আমরা অবাক হয়ে যাব।

সাই ঃ প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব অবস্থা, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ আছে, সেইজন্যে প্রত্যেকেই আমাদের মত নয়—তা দেখে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। এমন কি বর্ত্তমান যুগেও এরকম পার্থক্য আছে। আফ্রিকার জঙ্গলে লোকেদের সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজেদের ধারণা আছে, যেমন তারা ঠোঁট, নাকের গর্ত্ত এবং কানের বিকৃতি ঘটায়। রামের যুগের আগে লোকেরা ওজনের মাপ বা মাত্রা হিসেবে আঙুলের গোড়া থেকে কনুই পর্যন্ত গ্রহণ করতো। সেই সময় মানুষের উচ্চতার মান ছিলো এই মাপের ১৪ গুণ। প্রত্যেক লোকের এই উচ্চতা অনুসারে তাদের নিজস্ব সব কিছুতে সামঞ্জস্য থাকবে। ত্রেতাযুগে এই উচ্চতার মাপ কমে গিয়ে আঙুলের গোড়া থেকে কনুই এর দূরত্বের ৭ গুণ নেমেছিলো। কলিযুগে এটি ৩½ গুণে নেমেছে। রামের বর্ণনা হল 'যা মানুষকে আকর্ষণ করে'। অতি মাত্রায় দিব্য সৌন্দর্য্য রাম ব্যক্তিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাঁর আকৃতি ছিলো নিখুঁত এবং তাঁর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য্য ছিলো যার ফলে যে কেউ দেখতো তারই হৃদয় আকৃষ্ট হতো। তাঁর আকারও ছিলো নিখুঁত। উচ্চতা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্য ছিলো।

হিসলপ ঃ আমরা পড়েছি যে রাক্ষসরা পর্য্যন্ত রামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হত।

সাই ঃ যক্ষদের রাক্ষস বলা হত, কিন্তু তারাও যখন রামচন্দ্রের অপূর্ব মুখশ্রী ও আকার দর্শন করতো, রামচন্দ্রের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতো। রাক্ষসদের মুখাবয়ব কদাকার ছিলো। কখনও কখনও নাক থাকতো না। কখনও কখনও চোখগুলি গভীরভাবে কোটরাগত থাকতো।

হিসলপ ঃ কৃষ্ণ সম্পর্কে কি বলেন? তিনি কিভাবে বর্ণিত হয়েছেন?

সাই ঃ কৃষ্ণের সময় অবস্থা কিছু অন্যরকম ছিলো। তাঁর আকর্ষণীয় গুণাবলী ছিলো। সকলেরই তাঁর প্রতি আকর্ষণ ছিলো। এবং সকলেরই ইচ্ছা হ'ত তাঁকে খুব কাছে পেতে।

হিসলপ ঃ কৃষ্ণ তখন বালক ছিলেন, তাই নয়?

সাই ঃ কৃষ্ণ সব সময়ই তরুণ ছিলেন, ৬।৭ বছর বয়সে গোপীরা তাঁকে শিশুর মত করে আদর করতো।

হিসলপ ঃ সেই সময় বিমান ছিলো—তাই নয় কি?

সাই : প্রথমে ছিলো 'পুষ্পক' যা রাবণ ব্যবহার করেছিলো সীতাকে হরণ করার সময়। ভারতীয় বিমান বাহিনী এখন সেই একই নামে ছোট বিমান তৈরী করছে।

হিসলপ : তারা কি শক্তির জন্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতো ?

সাই : না, মন্ত্রের শক্তিতে বিমান উড়তো। তীর নিক্ষেপের সময়ও মন্ত্র ব্যবহার হ'ত। তীরগুলি পুজো করা হ'ত কার্যকরী করার জন্যে। যখন অর্জুন কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন তিনি সব মন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন এবং শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। এখন নবরাত্রি উৎসবে কৃষকেরা কর্ষণের যন্ত্রগুলি মন্ত্র পড়ে পুজো করে এবং তার একটা ফল আছে।

হিসলপ : তাহলে এখনকার দিনেও মন্ত্রের ফল আছে ?

সাই : নিশ্চয়ই। এমন কি পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও পরীক্ষা করে দেখেছেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের ফল আছে। মন্ত্র সেই লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হবে যার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যাস আছে।

হিসলপ : আমার মনে হয়, স্বামী মন্ত্র দেন না। যখন তার ভক্তেরা মন্ত্র নেওয়ার জন্যে তৈরী তারা কি স্বামীকে জিজ্ঞেস করবে অথবা তিনি বলবেন কখন তারা তৈরী হয়েছে ?

সাই : মন্ত্র এখন নিম্নস্তরের লোকেরা দিয়ে থাকে। এখানে সেখানে মঠের প্রধানরা, কিছু যোগীরা এবং এই রকম লোকেরা। অবতার কখনও মন্ত্র দেন না। অবতার দেখান যে ভগবান সর্বত্র রয়েছেন। মন্ত্র আবৃত্তি নিম্নস্তরের মনের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। অবতারের যুগে তাঁর কথা শোনা এবং তা বোঝা, কি তিনি বলছেন এবং সেই মত করাই হল মন্ত্র। কৃষ্ণ পাণ্ডব ভাইদের মন্ত্র দেননি এমন কি অর্জুনকেও নয়। তিনি সোজা সরল ভাবে বলতেন 'এটা কর······ওটা কর'। সেটাই যথেষ্ট। এবং এর ফল খুব শক্তিশালী ছিলো।

হিসলপ : বাবার শিক্ষা সত্যের বৃত্তকে বহন করে নিয়ে যায় এবং তাঁর কথাগুলি নিজেরাই যেন কাজে পরিণত হয়ে যায়। তাদের কর্তৃত্ব স্বামী অবতার কিনা তার উপর পর্যন্ত নির্ভর করে না।

সাই : স্বামীকে অবতার হিসেবে সন্দেহ করো না। যে কোন প্রশ্ন বাবাকে করবে, না পড়েই সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেবেন, না থেমেই এবং বিশদ ভাবে।

হিসলপ : শ্রীকৃষ্ণের জীবনে একটি ঘটনা যা আমি বুঝতে পারিনি তা হল, তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু অর্জুন তা পারেননি। কেন ?

সাই : অর্জুন সবসময়ে অনুভব করতেন যে কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ে রয়েছেন এবং সেটাই তাঁকে শক্তি দিতো। যখন তিনি শুনলেন যে কৃষ্ণ মারা গেছেন—তিনি মনে করলেন কৃষ্ণ চলে গেছেন—যেই এই অনুভূতি এল তাঁর ক্ষমতাও চলে গেল।

হিসলপ : কিন্তু স্বামী, অর্জুনের হৃদয়ে যদি কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকতেন, তাহলে কৃষ্ণর মৃত্যু সংবাদে কেন এই রকম প্রতিক্রিয়া হল ?

সাই : প্রায় ৮০ বছর ধরে অর্জুন ভেবেছিলেন কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ে আছে। কৃষ্ণর মৃত্যু সংবাদের আঘাতজনিক প্রতিক্রিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়ে দিয়েছিলো। এটা দুর্বলতা। কৃষ্ণ যে তাঁর সঙ্গে আছেন সেই অনুভূতিকে তিনি আর ফিরিয়ে আনতে পারেননি।

হিসলপ : যদি অর্জুনের অনুভূতি থাকতো যে কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ে আছেন—সে কি তার শক্তি রাখতে পারতো ?

সাই : যখন সে শুনলো যে কৃষ্ণ মারা গেছেন সে জগৎ সম্পর্কে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলো।

হিসলপ : গোপীরা, কৃষ্ণ চলে গেছে শুনে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো, তাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ?

সাই : কিছু সংখ্যক গোপী দুঃখের আঘাতে (কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদের) জীবন হারিয়েছিলো।

হিসলপ : তাহলে তাদের কেবলমাত্র কৃষ্ণের আকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো ?

সাই : গোপীদের উভয় সম্পর্কই ছিলো। কারণ বেশ কয়েক বছর ধরে কৃষ্ণের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কের জন্য তারা কৃষ্ণের দৈহিক উপস্থিতিতে আসক্ত ছিলো। কিন্তু কৃষ্ণ যে তাদের হৃদয়ে আছে সে বোধও ছিলো। তারা সব সময়েই অনুভব করতো যে তিনি তাদের সঙ্গে আছেন এমন কি জাগতিক কার্য্যাবলী যখন তাঁকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত তখনও।

হিসলপ : কৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে আছেন সে বোধ এত দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও এইরকম ভয়ঙ্কর আঘাত হল কেন ?

সাই : কৃষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জগত এবং দেহ সম্পর্কে গোপীদের কোন উৎসাহই ছিলো না। তাদের দৈহিক অবস্থিতির প্রতি মূল্য আরোপ করবার একটিই মাত্র কারণ ছিলো তা হল কৃষ্ণের দৈহিক উপস্থিতি। তাদের হৃদয় ছিলো সম্পূর্ণ পবিত্র এবং কৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দৈহিক বন্ধনও খুব দৃঢ় ছিলো। উদাহরণ স্বরূপ তোমার প্রমাণ আছে যে স্বামী সব সময় তোমার সঙ্গে রয়েছেন কিন্তু একই সময় তোমার ইচ্ছা হয় স্বামীর কাছাকাছি ভারতে আসতে—তাই নয় কি ?

হিসলপ : আমার মনে হয় অর্জুনের প্রসঙ্গ ও কৃষ্ণের মৃত্যু একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা বহন করে, যারা আমরা এ যুগে বেঁচে আছি তাদের জন্যে।

সাই : অর্জুনকে আদর্শ হিসেবে নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু উপলব্ধি কর যে ভগবান তোমার সঙ্গে রয়েছেন এবং হৃদয়ে রয়েছেন সকল সময়।

হিসলপ : জগতের যে কোন জায়গায় কি একজন অবতার জন্মাতে পারেন ?

সাই : বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং অপর সকলে অবতার নয়। তাদের কিছু

দৈবশক্তি ছিলো। কেবলমাত্র ভারতে অবতাররা জন্মান, কারণ কেবলমাত্র ভারতেই শাস্ত্রগুলি বোধগম্য হয়। এবং কেবলমাত্র ভারতেই মুনি ঋষিরা অনবরত পরীক্ষা ও অভ্যাস করেন। এটি স্বর্ণখনির মত। যেখানে সোনা পাওয়া যায় সেখানে ভূতত্ত্ববিদ্, যন্ত্রবিদ্ এবং প্রসিদ্ধ খননকারীদের সমাগম হয়। সেখান থেকে স্বর্ণ তোলা হয় এবং তা সারা পৃথিবী নেয়।

পঁয়ত্রিশ

হিসলপ: কিছু লোক অনেক আশ্রম ঘুরে দেখে এবং এর জন্যে নিশ্চয়ই কোন প্রলোভন রয়েছে।

সাই: আমেরিকায় লোকেদের খুব বেশি অস্থিরতা রয়েছে। তাই শান্তির জন্যে তারা যে কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সেই শান্তি অস্থায়ী। প্রাথমিক স্তরে আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলির কিছু মূল্য থাকে। সেগুলি মানুষকে ঈশ্বর অনুসন্ধানে প্রাথমিক উৎসাহ দেয়। অনুসন্ধান হল ১/৪ ভাগ, সাধনা হল ৩/৪ ভাগ। একজনের ঋষি বা সাধু ব্যক্তির অনুসন্ধানের অধিকার আছে। কেমন করে সে কাজ করে, কেন এই রকম, কেন ঐরকম। কিন্তু অনেক গুরুর কাছে যাওয়া যেন একজনের এক একর জমির মালিকানার মত। সে এখানে একটু খুঁড়লো, তারপর আবার একটি নতুন চিহ্নিত স্থান খুঁড়লো এবং এই রকম। শেষ পর্যন্ত একটি ৫ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়লো এবং জল পেলো। সর্বসমেত তার খোঁড়া হল হয়তো ৩০ ফুট। অবশেষে একটি গর্ত থেকে সে জল পেলো—কিন্তু তার এক একর জমি নষ্ট হল—অনেক অগভীর গর্ত এখানে সেখানে খোঁড়া হল। যদি সে একটাই গর্তের ৩০ ফুট খুঁড়তো সে তার জল পেয়ে যেতো। এক একর জমি হল আধ্যাত্মিক হৃদয়। প্রত্যেকটি গর্ত হল পৃথক পৃথক গুরু। এখন আধ্যাত্মিক হৃদয় ধ্বংস হল এতগুলি গর্তের জন্যে, তাতে ছিদ্র হয়ে গেল।

এক দর্শক: গুরু কি?

সাই: গুরু হলেন একজনকে রাস্তা দেখানোর আলো। কিন্তু লক্ষ্য হল ভগবান। একজন গুরুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, কিন্তু ভগবানকেই সে পুজো করবে। এখনকার দিনে একজন গুরুকে পুজো করে যা হল সম্পূর্ণ ভুল।

হিসলপ: ধরা যাক্ সেই গুরু যদি স্বয়ং ভগবান হন। কি করে ছবির পরিবর্তন হবে?

সাই: (হেসে) এটি অনেক পরিমাণে ছবিকে বদলাতে পারে। যদি একজনের গুরু ভগবান হন, কোন ব্যাপারেই কোন উদ্বেগের প্রয়োজন নেই। যেমন প্রিয় মা তাঁর সন্তানের যত্ন নেন। যদি একজন ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাসে নিজের জীবন সমর্পণ করে—ভগবান সেই ভক্তের ভার নেন। কোন ব্যাপারেই কোন উদ্বেগের প্রয়োজন নেই বাস্তবিক ভগবানই হলেন একমাত্র গুরু। ভগবানই কেবলমাত্র

অন্তরের। বাইরের কেউই গুরু নন। তাঁরা এক ধরণের বা অপর ধরণের শিক্ষক। গুরু মানে 'যিনি অন্ধকার দূর করেন।' কেবলমাত্র ভগবানই অন্তরের অন্ধকার দূর করতে পারেন—কেবলমাত্র ভগবানের কৃপা।

হিসলপ : সাধনার ব্যাপারে কেন সম্ভব হয় না স্বরুতেই ভগবানকে গুরু হিসেবে নেওয়া ও তাঁকে জীবন সমর্পণ করা ?

সাই : (আবার হেসে) সেটা খুব সহজ নয়। তা করা খুব কষ্টসাধ্য। প্রথমে প্রয়োজন মনকে বশে আনা। এটি একটি অরণ্যে বন্য হাতীর মত। একে ধরে ফেলতে হবে ও বশে আনতে হবে। একবার বশে এনে পোষ মানাতে পারলে তা হবে একটি সার্কাসের হাতীর মত, যাকে একটি ছোট পিঁড়িতে একটি ছেলের দ্বারা বসানো হয়, এবং তা হল শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল।

এক দর্শক : আমার মনে হয় মনকে শিক্ষা দেওয়া খুবই কষ্টকর। প্রেমের পথ নেওয়া হবে না কেন ?

সাই : প্রেমও খুব সহজ নয়। জগতে খুব বেশি ভালবাসা থাকতে পারে, যা ভারসাম্যবিহীন কাজে নিয়োজিত করে। ভারতীয় কৃষ্টি স্ত্রীদের পরিচালনা করে বাড়ীতে পূর্ণ অধিকারে রেখে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রেম হল অসীম, কোন বিপদ নেই। জাগতিক প্রেমের সীমা আছে। কিন্তু ঐশ্বরিক প্রেম হল অনন্ত, এর কোন সীমা নেই। বুঝতে না পারাটা তত ভয়ঙ্কর নয়। ভুল বোঝা খুবই বিপদজনক। আমেরিকায় চলচ্চিত্র মন্দ হলেও তা সাধারণ বলে ধরে নেওয়া হয়। ভারতে সেগুলি স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানকে কলুষিত ও ধ্বংস করে।

এক দর্শক : আমেরিকার গুরুদের সম্পর্কে কি বলেন ?

সাই : আমেরিকা থেকে লোকেরা যোগ শেখবার জন্যে আসে এবং আমেরিকায় ফিরে যায় এবং একটি কাষ্ঠ ফলক টাঙায় 'যোগ প্রতিষ্ঠান' এবং নেতা হয়ে উঠে। তারা কয়েকটি বই পড়ে, তারপর সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রকৃত নেতারা অভ্যাস করে এবং নিজের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে, এবং তারপর লোকেরা তার প্রতি ভরসা করে, কারণ সে যা বলে তার মধ্যে তারা জীবনের সন্ধান পায়।

হিসলপ : পৃথিবীর এখানে ওখানে যে গুরুরা আছেন তাদের আমরা কি ভাবে সম্মান দেখাবো ? কাউকে কাউকে দেখা যায় ভালো কাজ করেন—কিন্তু স্বামী তাদের সম্বন্ধে ভালো বলেন না। তাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধে ভালো কথা বলেন এবং তাঁরা অনেক শিষ্য যোগাড় করেন।

সাই : উপযুক্ত রাস্তা হল যে সেই লোকটির স্বীকার করা যে সে ভগবানকে জানে না, এবং এই প্রস্তাব করা যে সে এবং তার অনুগামীরা একসঙ্গে অনুসন্ধান করবে এবং সাধনা করবে। কিন্তু তারা তা করে না। তারা এখান ওখান থেকে উত্তরগুলো তুলে নেয় তারপর সেগুলো খবর হিসেবে ব্যবহার করে ফনোগ্রাফ রেকর্ডের মত এবং ভান করে যেন তা তাদের নিজস্ব জ্ঞানলব্ধ। এইরকম একটি

লোকের একটি ছেলে আছে যার উপর তার কোন কর্তৃত্ব বা প্রভাব নেই। একজন লোক তার নিজের পরিবারকে চালনা করতে পারে না কিন্তু অন্যকে চালনার জন্যে নিজেকে নিয়োজিত করে, এটা সত্যিই হাস্যকর।

হিসলপ: আর এক ধরণের গুরু, ভারতীয় যারা আমেরিকায় আসে। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলেন একজন লোক যিনি পৃথিবী বিখ্যাত এবং যার লক্ষ লক্ষ অনুগামী আছে—তাঁর মধ্যে দিয়ে লোকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হয়, ধ্যান শেখে এবং অনুগামীদের জীবনের উপর হিতকর প্রতিক্রিয়ার হাজার হাজার খবর আছে। এই ধরণের গুরুর কি কোন মূল্য নেই?

সাই: লক্ষ লক্ষ লোকেরা পা মুড়ে বসে ধ্যান করছে, কিন্তু একজনও বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না। এর কি মূল্য? যদি গুরুও মুক্তি পান তাহলেও কিছু মূল্য থাকে। কিন্তু তাও হয় না। এবং যদি সামান্য ভুলও হয় তাহলে ভীষণ ক্ষতি হয়। মোটামুটি ফল হল গুরু এবং শিষ্যের উভয়েরই এটা ক্ষতিকর। আপাতহিত ক্ষণস্থায়ী তা স্থায়ী নয়। তোমার অনেক খাঁটি অভিজ্ঞতা আছে—তুমি কি গুরু হতে চাও?

হিসলপ: ভগবান ক্ষমা করুন, আমি কখনই গুরু হতে চাই না। আমি এমন কিছু জিনিস চিন্তা করতে পারি না যার আমি ঘোর বিরোধী। আমি এটা দেখানোরও বিরোধী।

সাই: হ্যাঁ, এটাই ঠিক রাস্তা। এদিক থেকে তুমি একজন গুরু। প্রকৃত গুরু নিজেকে গুরু হিসেবে প্রচার করে না। তিনি সাধারণের দৃষ্টির বাইরে থেকে নিজের সাধনা করে যান। তাঁর জীবন দেখে দু একজন লোক তাঁকে অনুসরণ করে এবং তাঁকে বাধ্য করে কিছু মূল্যবান সম্পদ প্রকাশ করতে অথবা ভাগ করে নিতে এবং এই ধরণের সাধকরা এইরকম লোকের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারে।

ছেচল্লিশ

সাই: (পাশ্চাত্য দেশীয়দের একটি দলের সাক্ষাৎকার আরম্ভে) অনুসরণ কর প্রভুকে—অন্তরের আত্মাকে, অতি জ্ঞানীকে। জীবন হল পরীক্ষা, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে যাও। জীবন হল গান তা গেয়ে যাও। জীবন হল স্বর্গীয়, তা উপলব্ধি কর। জীবন হল চরিত্র। একটিই পথ, পরিপূর্ণ জীবন।

সাই: (একটি ১৬ বছরের পাশ্চাত্যদেশীয় কিশোর বালককে) তুমি কি চাও?

ছেলে: মোক্ষ চাই।

সাই: মোক্ষ কি?

ছেলে: (দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে) পথের শেষ।

সাই: মানে অমরত্ব। নীতিহীনতা (immorality) দূর করা হল অমরত্বের (immortality) একমাত্র পথ। তুমি কে? বাক্স নও, দেহ নও। তুমি কে?

অনুসন্ধান কর। প্রেমই হল সব। প্রসারিত প্রেম, স্বার্থযুক্ত প্রেম নয়। নিজেকে (self) স্বার্থহীন (self less) প্রেম, অহম প্রেম নয়। সকলেই নারী। কেউই পুরুষ নয়। নারী হল দুর্বল, শক্তি নয়। নারীর সংস্কৃত শব্দের একটি অর্থ হল দুর্বলতা। কোন শক্তিই নেই। সব মানুষই তাই। ঘৃণা, ক্রোধ, হিংসা এবং দুঃখ। মানুষ হয়ত এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু তাদের ভেতরের অনুভূতি একই থাকবে। কেবলমাত্র ভগবান হলেন সব অনুভূতির অতীত। আর সকলে সমানভাবে পীড়িত। ভগবান হলেন একমাত্র পুরুষ। মেয়েদের কলেজে একটি নাটকে, পুরুষ চরিত্র মঞ্চে আসতে পারে, কিন্তু সেই পুরুষ হল, পুরুষের পোষাকে মেয়ে। জগত হল মেয়েদের কলেজ। সেখানে শুধু পুরুষের চরিত্র। ভেতরে সকলেই এক, সকলেই স্ত্রীলোক। জীবন হল মহাজাগতিক মঞ্চ, যার উপরে আমরা হলাম অভিনেতা। একটি দৃশ্যে অভিনেতা এক ধরণের ভূমিকা নিতে পারে, আবার অপর একটি দৃশ্যে ভূমিকা হবে ভিন্ন। অভিনয় করে। সৃষ্টির অর্থ হল পরিবর্ত্তন। কোন জিনিসই অপরিবর্ত্তনীয় নয়। প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হচ্ছে। কি করে এই পরিবর্ত্তনশীল জিনিসগুলি, পরিবর্তনশীল লোকেদের ব্রহ্মানন্দ দিতে পারে? তোমার আনন্দ স্থায়ী হতে পারে কেবলমাত্র অমরত্বের দ্বারা যার পরিবর্ত্তন নেই। বৈজ্ঞানিকরা আজ যা পরীক্ষা করলো, কালকে সেই আবিষ্কার বাতিল হয়ে যাচ্ছে। জগত নিজেই নিজেকে বাতিল করে দিচ্ছে। জানবার মত এত প্রচুর রয়েছে, যে তুলনায় বিজ্ঞানকে একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র অংশ জানতে পারে। পরমাণু যা ছাড়া কিছুই তৈরী হয় না। পরমাণুর সাহায্যে সব কিছুই তৈরী হয়। পরমাণু একসঙ্গে চাঁদকেও তৈরী করেছে। পরমাণুগুলি কর্মঠ ও সতর্ক এবং কখনও নিষ্ক্রিয় নয়। তাহলে চাঁদ কি করে নিয়ন্ত্রিত হবে? সারা জগত সক্রিয় কারণ হল পরমাণু। কোথা থেকে এই উদ্যম আসে? ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন—কোথা থেকে এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হল? বৈজ্ঞানিকরা জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে এই জিনিসগুলি চল্‌ছে? কিন্তু জিজ্ঞেস করে না 'কেন'? 'কেন' এর উত্তর তোমাকে দৈবের দিকে নিয়ে যাবে। মূল উদ্যম হল শক্তি। এই মূল উদ্যম থেকে সব কিছু পাওয়া যায়। এই পরমাণু শক্তি কোথা থেকে এল? এটি দৈবী শক্তি।

হিঁসলপ: 'পাঠচক্র কি?'

সাঁই: 'এটি কেবলমাত্র বই পড়া নয়। চক্র, পাঠচক্র, মানে একটি উক্তি এবং প্রত্যেক লোক আলোচনা করবে তাদের কাছে সেই উক্তিটির মানে কি, গোল টেবিল সম্মেলনের মত। প্রত্যেক লোক নিজের মতামত দেয় এবং অবশেষে তার থেকে মূল্য পাওয়া যায়। যদি শুধুই পড়া হয়, সেখানে সন্দেহ থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি নিজের মতামত দেয় সন্দেহগুলির উত্তর পাবে। আলোচনার বিষয়কে পাঠচক্রের বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে হবে, এটি একটি হীরের বিভিন্ন দিকের মত, কিন্তু একটি দিক, উপরটি হল সমতল এবং এটি থেকে সবগুলি দেখা যায়। উপর

দিকটি আবিষ্কার করাই হল 'পাঠচক্রের' কাজ। স্বামীর বাণী নেওয়া যেতে পারে কিংবা অপর ধর্মগ্রন্থ। একটি বিষয় বেছে নেবে। প্রত্যেকেই সে বিষয়ে চিন্তা করবে এবং আলোচনা করবে এবং শেষে এমন একটি চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌছবে—যেখানে সন্দেহ চলে যাবে। যদি কেবল একজন পড়ে—সেখানে কেবল একটাই মানে হবে। সব ভুল বোঝাবুঝি এবং বিভিন্ন মতামত যখন জানা যাবে পাঠচক্রের সভ্যেরা বিশ্বাস পাবে—এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যদি প্রত্যেকে একজন একজন করে পড়ে তা একবছর দুবছর চলবে এবং পড়াটা একটা বাতিক হয়ে উঠবে। কেন্দ্রের এইরকম পাঠচক্র হবে—এবং কেউই সময়ের ব্যাপার বুঝবে না। প্রত্যেকেই খুব উৎসাহভরে শুনবে এবং অনেকেই নিজের মতামত দেবে। বাইবেল, কোরাণ, গীতা এবং স্বামীর বই ব্যবহার করা যেতে পারে। যেটা চাই তা হল পাঠ চক্র, আবর্তন। প্রত্যেকেই একবার করে সুযোগ পাবে।

একটি বৈজ্ঞানিক দর্শক : (১৬ বছর বয়েসের ছেলেটির পিতা, যাকে আগেই স্বামী প্রশ্ন করেছিলেন) অনেক অজ্ঞ একজন জ্ঞানীকে তৈরী করতে পারে না।

সাই : কেবলমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরা মনে করে, তারাই পাঠচক্রে অংশ নিতে পারে। সম্ভবতঃ তারা অপর ব্যাপারে অজ্ঞ হতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে একটি উদাহরণ নিতে পারি—একজন বড় চিকিৎসক, যিনি অস্ত্রোপচার করেন, কিন্তু তিনি ব্যাণ্ডেজ করতে জানেন না—একটি ভালো কাজের জন্যে তিনি সেবিকার উপর নির্ভর করেন। জীবন এই রকম মিশ্রণ। দ্বৈত মনের একজন মানুষ অর্দ্ধ অন্ধ। প্রত্যেকেই কিছু কিছু ব্যাপারে অর্দ্ধ অন্ধ। কেবলমাত্র যিনি ঈশ্বরকে জানেন তিনি অভিজ্ঞ, পাঠে প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু সাধারণভাবে, লোকেদের সাধারণ জ্ঞান নেই। প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। এবং সেটাই কাজ দেয়। প্রত্যেক বিষয় হল একটিমাত্র রাস্তা; কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের উন্নতি এবং দক্ষতা হল আধ্যাত্মিক চেষ্টা। একটি বাড়ীতে, বয়োকনিষ্ঠ কয়েকটি বিষয়ে পড়াশুনা করেছে বলে, বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মান পায় না, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান অনুসারে বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি বয়োকনিষ্ঠের সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত। সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বিনয় এবং প্রেম হল স্বর্গীয়। যদি তোমার একটি বিষয়ে দক্ষতা থাকে এবং ক্রোধ ও অহম বাড়ে—এগুলি আধ্যাত্মিক পথের শত্রু।

বৈজ্ঞানিক : কিন্তু এটা সাধারণভাবে সবাই স্বীকার করে যে বিজ্ঞানের যথেষ্ট মূল্য আছে।

সাই : একটি বিশেষ স্তর পর্য্যন্ত বিজ্ঞান সাহায্য করে। এটি মানুষের সেবা করে। কিন্তু বাবা যা জানেন বিজ্ঞান তা জানে না। বাবা এমন স্তরে আছেন যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অতীত। তিনি যা জানেন, তার সব কিছু নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। বৈদ্যুতিক প্রবাহ যদি খুব বেশি হয় তাহলে বাল্‌ব পুড়ে যায়। ক্ষমতা কতদূর তা জানা দরকার। 'স্বামী ক্ষমতা দেন মানুষের সামর্থ্য অনুসারে। বাবা

হচ্ছেন সেবক। তুমি যা চাও তাই দেবার জন্যে বাবা মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। স্বামীর কর্তব্য হল তাঁর ভক্তদের সেবক হওয়া। সেখানে অহমের কোন নেই। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত—পৃথিবীর গোলক মানচিত্রে আমেরিকা খুব বড় নয়। কালিফোর্নিয়া একটি ছোট জায়গা। হিসলপের বাড়ী হল একটি বিন্দুমাত্র এবং হিসলপ এত ছোট যে দেখা যায় না। একজন লোক এত ক্ষুদ্র যে চোখে দেখা যায় না, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারের মধ্যে এত অস্থায়ী যে তার পক্ষে অহংকার লজ্জাজনক। অহংকারী মানুষ অসম্মানিত। যদি তোমার ধারণাকে ভগবান পর্য্যন্ত বিস্তার কর তাহলে কোন কারণেই অহমের কোন স্থান থাকবে না। এবং তুমি যদি ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের ভেতর নিজের আনুপাতিক মান অনুসারে নিজেকে সঙ্কুচিত করো তাহলেও অহংকারের কোন স্থান নেই। উচ্চতম বা নিম্নতমে কিছু এসে যায় না। মধ্যবর্তীদের উপরই চাপ আসে।

হিসলপ: পাঠচক্রে যে ধরণের কথোপকথন করতে হবে বলে স্বামী বর্ণনা দিলেন, তাতে চক্রটি দশজনের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।

সাই: কেন? ১০০ জনও হতে পারে।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী এত বড় চক্রের মধ্যে কোন একটি বিষয় আলোচনা চালানো সম্ভব নয়।

সাই: তা নয়। এখানকার দলের মধ্যে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং হিসলপই প্রশ্ন করছে। পাঠচক্রের প্রত্যেকেই কথা বলতে পারে না।

হিসলপ: আচ্ছা, অবস্থাটা বুঝেছি।

বৈজ্ঞানিক: এখানে এই বস্তুটি রয়েছে। কোপেনহেগেনে আমি স্বামীর বিষয় বলেছি—এবং কিছু কিছু বিজ্ঞানী যারা আগ্রহী তারা এই বস্তুটি তৈরি করেছে। এটা কে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা জানে, কিন্তু দেখা যায় না।

সাই: বাবার কাজ হল মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনা।

হিসলপ: ওরা বাবাকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে। (বৈজ্ঞানিক এবং তার সহকর্মীরা গত কয়েক বছর ধরে স্বামীকে, তার এবং ইলেকট্রনিক মাপার মাধ্যমে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে।)

সাই: বাবা বৈজ্ঞানিকদের পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের পরিবর্তন করতে পারে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের দ্বারা। তারা কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যার মধ্যে ডুবে আছে। পদার্থবিদ্যার যেখানে শেষ সেখানে দর্শনের সুরু। পদার্থবিদ্যা প্রয়োজন, কিন্তু এটি কেবলমাত্র খবর। আধ্যাত্মিক জীবন হল পরিবর্তন।

বৈজ্ঞানিক: বাবা অবিশ্বাসীদের নাড়া দেবার জন্যেই অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করেন।

সাই : বাবা, তাঁর নিজের জন্যেই তা করেন। বৈজ্ঞানিকদের আসতে দাও, আমি তাদের পরিবর্ত্তন করবো। আধ্যাত্মিক জগত হল বস্তুজগতের অতীত। জাগতিক বিষয় দুঃখের কারণ। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কি দয়ালু ও শান্তিপূর্ণ মন আছে? না তাদের খালি উদ্বেগই আছে। যেটা প্রয়োজন তা হল আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনের মিলন। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয় প্রথমে এবং তারপর এই জগতে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন কর, একটি দ্বৈত জীবন। আধ্যাত্মিক জীবন হল গুণগত, এবং জাগতিক জীবন হল পরিমাণগত।

বৈজ্ঞানিক : বৈজ্ঞানিকদের আপনাকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

সাই : কি প্রয়োজন?

বৈজ্ঞানিক : যদি তারা নিশ্চিত হতে পারে যে অলৌকিক ঘটনাগুলি বিজ্ঞান-সম্মত নিয়ন্ত্রণ এবং মান অনুসারে সত্য তাহলে আপনার উপর তাদের বিশ্বাস আসবে।

সাই : যদি তারা বিশ্বাস করে তাতে জগতের কি উপকার হবে? তাদের জাগতিক কামনাগুলি বাড়বে কারণ তাদের বোঝার ক্ষমতা খুবই অল্প।

বৈজ্ঞানিক : এটা সময়সাপেক্ষ। বিজ্ঞান তার আবিষ্কারগুলোকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে।

সাই : তারা তাদের নিজের বিজ্ঞানকে পূর্ণরূপে বুঝতে পারে না, এবং তারা যে ধীরে চলে তা ভালোই।

সাতচল্লিশ

এক দর্শক : যদি মার স্নায়বিক দুর্বলতা থাকে এবং শিশুর উপযুক্ত যত্ন নিতে অক্ষম হয় তখন একজন সুদক্ষ সেবিকার দ্বারা শিশুর যত্ন নেওয়া কি ভালো নয়?

সাই : সেবিকা যে ভালবাসা দেয় তা হল কেনা। মায়ের ভালবাসা সত্য। ভৃত্যের কাছে শিশুকে রাখলে শিশুর চিন্তাধারার কৃষ্টি হবে ভৃত্যের স্তরে।

এক দর্শক : স্বামী, আমার ঘরে সিমেন্টের মেঝে খুব শক্ত।

সাই : আশ্রমের জীবনের ভেতর দিয়ে বাবা শিক্ষা দেন। উঠ সকাল সকাল এবং ঘুমোও সকাল সকাল, তাহলে মন খুব সর্তক ও প্রফুল্ল থাকবে। মেঝেতে থাক তাহলে শিখবে যে দেহের প্রকৃত প্রয়োজন খুব সামান্য।

আটচল্লিশ

(হিসলপ এবং একজন দোভাষী স্বামীর সঙ্গে প্রাতঃরাশ করছিলেন। দুজন লোক একজন 'একসওয়াই' এবং 'মিঃ সিডি' ঘরে ঢুকলেন এবং মিঃ একসওয়াই স্বামীর চরণে পড়লেন। সে কাঁদছিলো—এটাই স্পষ্ট হল যে কোন শোক এবং দুঃখের খবর তাকে স্বামীর কাছে এনেছে। হিসলপ এবং সঙ্গীটি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে চলে গেল। অল্প সময় পরে লোক দুজন চলে গেলেন এবং বাবা হিসলপ ও তার সঙ্গীকে

কাছে আবার ডাকলেন। পরিচয় প্রকাশ না করার জন্যে লোকেদের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে।)

সাই: শ্রীএকসওয়াই এর ঘটনা স্বামী কি ভাবে তাঁর ভক্তের যত্ন নেন তার উদাহরণস্বরূপ। যখন সাই এর মা মারা গেলেন গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির চলছিলো। সাই, মার দেহটিকে পুটাপুর্ত্তিতে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু তার সঙ্গে গেলেন না। তাঁর কর্ত্তব্য ছিলো গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবিরে। একসওয়াই এর বাড়ীতে শুধু স্ত্রীলোকেরা এবং শ্রীমতী একসওয়াই এর মৃত দেহটি ছিলো। ব্যবস্থা করবার মত কেউ ছিলো না। এমন কি একজন পুরোহিতও ছিলো না প্রয়োজনীয় বৈদিক স্তোত্র উচ্চারণ করতে। স্বামী প্রশান্তিনিলয়ম থেকে বেদের পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে গাড়ী করে একসওয়াই এর বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীলোকদের সান্ত্বনা দিলেন এবং বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করলেন। বৃন্দাবন-পরিবার থেকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে পাঠালেন ঐ বাড়ীতে যাতে বাড়ীর মেয়েদের রাত্তিরে একা না থাকতে হয়। সাই হচ্ছেন অতি নিকট আত্মীয় ও তাঁর ভক্তের প্রকৃত আত্মীয়। একসওয়াই এর পরিবারের মেয়েদের দুঃখ চলে গেল এবং সকলেই সাই এর কৃপা বর্ষণে আনন্দিত হয়েছিল।

হিসলপ: স্বামী বলেন নি, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানতেন কখন ঐ ভদ্রমহিলা মারা গিয়েছিলেন?

সাই: স্বামী তা ভালো করে জানতেন তার মৃত্যু সময়ের আগেই। সেই সময় সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন কি ১৬ই মঙ্গলবার হিসলপকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে ২৫শে কলেজের উৎসব হবে না কিন্তু ছাত্রদের যেন না বলা হয়। মিসেস একসওয়াই জন্মেছিলেন পূর্ণিমার দিনে এবং মারা গেলেন পূর্ণিমার দিনে।

হিসলপ: কেন তিনি মারা গেলেন? তাঁর মৃত্যুক্ষণ কি এসে গিয়েছিলো?

সাই: তাঁর মৃত্যুক্ষণ কয়েক বছর আগেই এসে গিয়েছিলো। কিন্তু তিনি স্বামীর কাছে প্রার্থনা করেন যে তাঁর মৃত্যুর আগে তিনি নাতির বিয়ে দেখতে চান এবং স্বামীর জন্মদিন উৎসবে উপস্থিত থাকতে চান। স্বামী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় একটি ইচ্ছা ছিলো যদিও সেটা তিনি উল্লেখ করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিলো মারা যাওয়ার আগে কয়েকদিন তাঁর ছোট ছেলের কাছে কাটাবেন। যখন তিনি নভেম্বরে প্রশান্তি নিলয়মে এলেন তিনি স্বামীকে বললেন যে নাতির বিয়ে হয়েছে এবং এখন স্বামীর জন্মদিন উৎসবে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন এবং এখন তিনি যে কোন সময় সন্তুষ্ট চিত্তে মরতে চান, তাঁর প্রধান ইচ্ছাগুলি সবই পূরণ হয়েছিলো। স্বামী জবাব দিলেন যে এখন তিনি মারা গেলে তাঁর স্বামী, যিনি বিদেশে আছেন, তিনি থাকতে পারবেন না। তিনি উত্তর দিলেন স্বামী এখানে রয়েছেন এবং তিনি তাঁকেই ধরে রয়েছেন এবং আর কাউকে নয়। স্বামী তাঁকে শহরে তার ছোট ছেলের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে বলেছিলেন এবং তিনি তা

করেছিলেন। ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে তিনি নিজের বাড়ীতে ফিরে আসছিলেন। কারণ তাঁর স্বামী ১৯শে ডিসেম্বর বিদেশ সফর থেকে ফিরে আসার কথা ছিলো। ১৮ তারিখে তাঁর ছেলে বিমান বন্দরে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে আসছিলেন এবং তিনি পেছনের আসনে বসে তার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তারপর তার কাছ থেকে আর কোন কথা আসেনি। তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ছেলে পিছন ফিরে দেখলো তিনি পাশে পড়ে গেছেন। তিনি মারা গেছেন।

হিসলপ: কোন যন্ত্রণা হয়নি?

সাই: কোন যন্ত্রনা, কোন কষ্ট হয়নি। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিলো এবং মুহূর্তের মধ্যে তিনি মারা গিয়েছিলেন। ছেলে গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। যদি মা বিমান বন্দরে মারা যেতেন দেহটি আটকে থাকতো। ছেলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ঘুরিয়ে বড় রাস্তার উপর দিয়ে চালিয়ে বাড়ী পৌঁছে গেলেন। সে বাড়ীতে নামলে বাবার ফোন এল যে, তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। স্বামী আশ্রমের একজন কর্মচারীকে আদেশ দিয়েছিলেন যে ফোনে খবর দিয়ে দেবে 'দেহটিকে এক্ষুনি যেন তার বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' আশ্রমের কর্মচারীটি এই খবরের কথা শুনে এত হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো কারণ 'এই দেহের' ব্যাপারে সে কিছুই জানতো না। স্বামী তখন মিঃ সিডিকে টেলিফোন করলেন (যিনি একটু আগে মিঃ একসওয়াইকে স্বামীর কাছে এনেছিলেন) এবং তাকে তিনি বিমানে বম্বে গিয়ে বিমান বন্দরে মিঃ একসওয়াই এর সঙ্গে দেখা করে তাকে বৃন্দাবনে আনতে বললেন। এটা হচ্ছে সেই ঘটনা যা তোমরা এখন দেখতে পেলে। মিঃ সিডি, মিঃ একসওয়াই এখানে না আসা পর্য্যন্ত তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ তাঁকে দেবেন না। তোমরা যখন একসওয়াইকে দেখলে তখন তিনি হঠাৎ এই খবর শুনে খুব উতলা হয়ে পড়েছিলেন। ঘটনা পরম্পরাগুলি খুব নিখুঁতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো। যখন ভক্তরা তাঁদের জীবন ভগবানের কাছে সমর্পণ করেন এবং তাঁকে মেনে চলেন তখন ভগবান ভক্তদের পূর্ণ দায়িত্ব এবং যত্ন নেন। এমন কি ক্ষুদ্রতম বিষয় পর্য্যন্ত। একটি শেষ কথা। যখন স্বামী প্রশান্তি নিলয়ম থেকে গাড়ী চড়ে একসওয়াই এর বাড়ী পৌঁছলেন তখন তিনি ব্যবস্থা করলেন যাতে করে দেহটি ঠিক ভাবে তৈরী করা হয়, এবং সেইভাবে রেখে দেওয়া হয় যতক্ষণ না পর্য্যন্ত একসওয়াই বাবার কাছে সান্ত্বনা পেয়ে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফিরে না আসছেন। এইভাবে সমস্ত বিষয়গুলি গুছিয়ে ব্যবস্থা করে স্বামী একসওয়াইকে তাঁর স্ত্রীর দেহটিকে দেখতে, এবং তার কাছ থেকে উপযুক্ত ভাবে বিদায় নিতে সাহায্য করলেন।

হিসলপ: স্বামী এক্ষুনি, এখানে আমরা এই অদ্ভুত ঘটনার একটি অংশমাত্র দেখলাম। এটা কি করে হতে পারে? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বামীর হাতের মুঠোয়। তিনি অচিন্ত্যনীয় বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব নিয়েছেন—এবং কি করে তিনি সেই একই সময় প্রতিটি ভক্তের জীবনের প্রতি বিশদভাবে মনোযোগ দিতে পারেন?

সাই: তুমি যা বলছো এটা তাই। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বামীর মুঠোয়। কিন্তু

ভক্তরা স্বামীর মহিমা এবং গরিমা বুঝতে পারে, প্রতিটি ভক্তের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টির মাধ্যমে। স্বামী যে সমস্ত বিশ্বকে ধরে আছেন এবং একই সময়—তাঁর ভক্তদের ক্ষুদ্রতম বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখছেন—এতেই তাঁর ভক্তরা বুঝতে পারে তাঁর মহিমা কি বিশাল।

হিসলপ : স্বামী, এটা কি করে হয় যে স্বামী একটি ক্ষেত্রে· পূর্ণ সংহতি এনে দেন যেমন মিসেস একসওয়াই এর মৃত্যুর ক্ষেত্রে এবং অপর ক্ষেত্রে যা আমরা মিঃ একসওয়াই আসার আগে আলোচনা করছিলাম সেখানে কোন সংহতি নেই। বাস্তবিক এখানে একটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যহীন ঘটনা। এটি একটি ধাঁধাঁর মত।

সাই : যে রকম লোকদের নিয়ে ঘটনা তার উপর এটি নির্ভর করে। একটি ভক্তের ক্ষেত্রে যার শুদ্ধ চিন্তা ও পবিত্র হৃদয় আছে এবং যে ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে—স্বামী সেই ভক্তের জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব ও যত্ন নেন। কিন্তু যদি কোন লোকের বিরাট অহং আছে ও অহম্ বাসনায় নির্ভর করে, ভগবানের উপর নির্ভর করে না, স্বামী তার কাছ থেকে দূরে থাকেন, এবং কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন না।

হিসলপ : হ্যাঁ, তফাৎটা আমি বুঝেছি।

সাই : সেই ব্যক্তিটির ব্যাপারে স্বামী ঘটনাগুলি নিখুঁত ভাবে ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি অহংপূর্ণ এবং সে অহংপূর্ণ কামনা বাসনাকে অনুসরণ করতে চায় —স্বামী সেখানে হস্তক্ষেপ করেন না এবং তাকে ইচ্ছামত চলতে দেন।

হিসলপ : স্বামী বলেন, কামনা বাসনার মূলটিকে উচ্ছেদ কর। মূল উচ্ছেদ বলতে কি বোঝায় ?

সাই : যদি কামনা আসে তার বিশ্লেষণ কর। যদি সেটা তোমার পক্ষে ভালো হয় এবং অপরের পক্ষে ক্ষতিকর না হয় তাহলে এগিয়ে যাও। যদি তা ভালো না হয়, তখনই তাকে সরিয়ে ফেল। যদি অনিশ্চিত হও, যতক্ষণ না নিশ্চয়তা না আসে, ততক্ষণ কিছুই করো না।

হিসলপ : কোন লোকের সমালোচনা করা কি অন্যায় ?

সাই : সমালোচনা করা অন্যায় নয়, যদি সিদ্ধান্তটি আস্তে আস্তে ও সাবধানে করা হয়।

উনপঞ্চাশ

এক দর্শক : ধ্যানেতে কি করে যথেষ্ট বিশ্বাস আসবে ? সময় হয় না।

সাই : সত্যি নয়। আমাদের সব ব্যাপারে যথেষ্ট সময় রয়েছে কথা বলায়, সিনেমা দেখায় ইত্যাদিতে। ধ্যানের জন্যে নিশ্চয়ই সময় আছে।

এক দর্শক : ধ্যানের পর উত্তমের একটি অনুভূতি হয়। সেই অনুভূতি কোথা থেকে আসে এবং তার সঙ্গে ধ্যানের সম্পর্কই বা কি ?

সাই : শক্তি ভগবানের কাছ থেকে আসে। ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে সম্পর্ক হল ভালবাসা। ভগবানের সঙ্গে এই সম্পর্কের সচেতনতা প্রায় অসম্ভব। ভগবান হলেন সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর। এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক সেইরকমই সূক্ষ্মতম যাকে বোঝা দুরূহ।

এক দর্শক : স্বামী বলেন দিনে ২ বার ধ্যান করা ভালো।

সাই : ভোরবেলা সবচেয়ে ভালো—মন শান্ত থাকে এবং কাজের দায়িত্বের চাপ থাকে না।

হিসলপ : থেকে থেকে সারাদিনে ধ্যান করা কি ঠিক ?

সাই : দিনের বেলায় ধ্যান কষ্টসাধ্য। চারিদিকে লোকজন থাকে এবং কাজকর্ম চলে। যদি ধ্যানের চেষ্টা করা হয় কাজের ক্ষতি হয়।

এক দর্শক : ধ্যান কাকে বলে ?

সাই : প্রকৃত ধ্যান হল, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হওয়াটা একমাত্র চিন্তা এবং একমাত্র লক্ষ্য। একমাত্র ভগবান, কেবলমাত্র ভগবান। চিন্তা কর ভগবান, শ্বাস প্রশ্বাস নাও ভগবান, ভালবাসা ভগবান, ভগবানে বেঁচে থাকা।

দর্শক : একাগ্রতা কি ?

সাই : একাগ্রতা মানে যখন সব ইন্দ্রিয় এবং কামনা বাসনা চলে যায় এবং কেবলমাত্র ভগবান থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একাগ্রতা স্বভাবতঃই এত জোড়ালো ছিলো যে যখন তিনি হনুমানের ধ্যান করেছিলেন, তাঁর একটি ল্যাজের মত গজিয়েছিল। তাঁর একাগ্রতা এত দৃঢ় ছিলো যে—তাঁর দেহটি বুদ্‌বুদের মত পরিবর্ত্তনশীল ছিলো। একাগ্রতার উপর বিশেষ নজর ধ্যানের অঙ্গ হবার প্রয়োজন নেই। যখন মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করা হয়, সেখানে আগে থেকেই একাগ্রতা থাকে। একাগ্রতা না থাকলে হাঁটাও সম্ভব হয় না। এর জন্যে কোন বিশেষ অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। এটি ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিম্নে। ধ্যান হল ইন্দ্রিয়বৃত্তির উর্ধ্বে। একাগ্রতা এবং ধ্যানের মাঝখানে এদের ভেতর পার্থক্য বোঝবার জন্য রয়েছে মনন। ধ্যানের সময় 'আমি ধ্যান করছি' বলে কেউ ভাবলে সেখানে মন রয়েছে, কাজেই তা ধ্যান নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারছে যে সে ধ্যান করছে, সে ধ্যান করছে না। একজনের ভগবানের প্রতি সেই অভিনিবেশ এলে তার সব আকার সরে যায় এবং সব কিছুই ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবে মন স্বভাবতই থেমে যায়।

এক দর্শক : বাবা বলেন যে ধ্যানে আকার থাকবে না কিন্তু আমরা স্বামীর পুজো করি।

সাই : সেটা করা ঠিকই আছে। কিন্তু যখন একজন বাবার কাছে আসে—

মনশ্চক্ষুতে দেখা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় তোমরা বাবাকে দেখছো। এখনও কি তোমরা মনশ্চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছ?

এক দর্শক: আমি কি করবো? আমার ধ্যান হল অনুসন্ধান, 'আমি কে?'

সাই: রমণ মহর্ষির অনুসন্ধান, এক হিসেবে ভালো নয়। একে ধ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। ঠিকভাবে অভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে ধ্যান করা উচিত। এই রকম করলে তা সাফল্যমণ্ডিত হবে। কেউ যদি বাড়ী থেকে দূরে ভ্রমণে রত থাকে, মনে মনে সে যেখানেই থাকুক না কেন, নিজের অভ্যস্ত জায়গায় যেতে পারে। সত্যের জন্যে অনুসন্ধান করা অপ্রয়োজন। সত্য সব জায়গায়, সব সময় রয়েছে। সত্যের মধ্যে বাঁচতে হবে, তার অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। 'কোহম' (আমি কে) এটি সদ্যজাত শিশুর কান্না। জীবনব্যাপী সাধনার পর বৃদ্ধ বয়সে লোকে বলে 'সোহম' (আমিই ভগবান)। যখন স্বামী থেকে দূরে থাকবে তখন তিনি এটা করছেন বা ওটা করছেন স্মরণ করবে—ব্যাটারির পূর্ণ শক্তি পাবে। এটাও প্রকৃত ধ্যান। ধ্যান হল নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্জিজ্ঞাসা—আমি কে, সত্য কি? অহংকার কি? কোনটি প্রেম এবং কোনটি নিষ্ঠুরতা। ধ্যান হল আধ্যাত্মিক নীতির বিষয় খুঁজে বের করা এবং বাবা কি বলেন সেটা নিজের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করা, ইত্যাদি।

হিসলপ: মিঃ এক্স্ ক্রিয়া যোগ করেন।

সাই: তিনি মন্দ ক্রিয়া করেন।

হিসলপ: তিনি অনেক ধ্যান করেন ও কুণ্ডলিনী যোগ অভ্যাস করেন।

সাই: কুণ্ডলিনী শক্তি মন এবং কাজে সমতা আনে।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী কুণ্ডলিনী যোগ মনে হয় কুণ্ডলিনী শক্তি, মেরুদণ্ড থেকে উঠে।

সাই: এটা সত্য নয়। এটা বক্তৃতা মাত্র। লোকেরা দাবী করে যে এটা হয় ও গর্ববোধ করে। এটি একটি বড় রকমের অহমিকা।

হিসলপ: স্বামী কি বলতে চান যে প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী শক্তি বা উদ্যম বলে কিছু নেই যা মেরুদণ্ডের মূল থেকে উঠে মেরুদণ্ডের উপর দিকে উঠে?

সাই: সে রকম কোন জিনিস নেই। এটা বড় বড় কথা এবং তা হল একটি বড় রকমের অহংকার মাত্র। যোগী এস্ (একজন যোগের শিক্ষক) লোভ, অহংকার ও ঘৃণায় পূর্ণ।

হিসলপ: স্বামী প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহারের প্রশংসা করেন।

সাই: প্রথম হল বাইরের ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণ, তারপর ভেতরের ইন্দ্রিয়গুলির দমন। তখন সীমিত স্বাধীনতাসহ সমতাবোধ আসে। কারণ জ্ঞানের শেষ হল স্বাধীনতা। তারপর আসে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী দুটিরই প্রশংসা করেছেন। ভক্তেরা কি উপায়ে এই কাজ করবে?

সাই: হঠযোগ প্রভৃতির ন্যায় এগুলো যেন পরীক্ষার মত। তুমি পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাশ করলে এবং নিশ্চিন্ত ও গর্বিত হলে। এটি হল কলেজ যাওয়ার মত। আটটি প্রধান স্তর আছে তুমি কাজ কর এবং প্রত্যেকটিতে পৌঁছে যাও। কিন্তু সেগুলির প্রয়োজন যদি তুমি কলেজে যাও। যে ঈশ্বরে পূর্ণ সমর্পিত এবং যার হৃদয় ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ এই কলেজের পাঠক্রমের তার প্রয়োজন নেই—এগুলি অর্থহীন এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

হিসলপ: দেহের মধ্যে আত্মার কি কোন নির্দিষ্ট স্থান আছে যেখানে ধ্যানের সময় লক্ষ্য স্থির করা যায়? আত্মার কি একটি নির্দিষ্ট আসন আছে?

সাই: আত্মা সর্বত্রই, কিন্তু ধ্যানে বসার জন্যে জীবনীশক্তিকে নাভি থেকে ১০ 'ইঞ্চি' উপরে এবং বুকের মাঝখানে আছে বলে মনে করা যায়। এখানে এই মাপের এক 'ইঞ্চি' বলতে বোঝায় বুড়ো আঙুলের প্রথম সন্ধির জায়গা যতটা চওড়া।

হিসলপ: আমি পড়েছি যে আত্মার আসন হল বুকের মাঝখানের ডানদিকে—এবং সেখানেই একজন নিজেকে নির্দেশ করে।

সাই: আত্মার আসন যে ডানদিকে এটি একটি ধারণা মাত্র। যারা বাঁ হাতে কাজ করে তারা দেখায় অন্যদিকে।

হিসলপ: একবার যখন কেউ ধ্যানে বসে তখন প্রশ্ন আসে কতক্ষণ পর্যন্ত বসা হবে?

সাই: এর কোন উত্তর নেই। এর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। ধ্যান বাস্তবিক পক্ষে সারাদিন ব্যাপী একটি কাজ।

হিসলপ: স্বামী বলেন যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে সব সময় একটি খুব উচ্চমানের ধ্যানের মধ্যে আছি। তাহলে আধ্যাত্মিক অভ্যাসের ক্ষেত্রে সেই মনঃ-সংযোগ আপনা থেকে আসে না কেন?

সাই: মনোযোগ ছাড়া কোন কাজই করা যায় না। এবং আমরা সেই মনঃ-সংযোগ সারাদিন ব্যাপী কাজে লাগাই। কেন সেই মনঃসংযোগ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আসা কষ্টকর হয়? কারণ মন বহির্মুখী এবং বাসনা দ্বারা মন বস্তুতে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তর্মুখীন মনঃসংযোগে মনকে শিক্ষিত করা যায় এবং অনুশীলনের দ্বারা হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভালবাসা জন্মানো যায়। কেমন করে? সাধনার দ্বারা। সবচেয়ে ভালো সাধনা হল সারাদিনের প্রত্যেকটি কাজ ভগবানের পুজো মনে করে করতে হবে। ভগবান হলেন বৈদ্যুতিক শক্তি। হৃদয় হল তার বাল্‌ব। তারগুলি হল নিয়মানুবর্তিতা। সুইচ হল বুদ্ধি। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় ধ্যান হল সেই সুইচ ঘোরানো বা টেপা। যখন বৈদ্যুতিক সুইচ, তার এবং বাল্‌ব রয়েছে আর কিছুর প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র সুইচ ঘোরাও আলো পাবে। একটি ছোট চারাগাছকে রক্ষা করার জন্যে বেড়া দেওয়া

হয়। একই সর্তকতামূলক উপায় গ্রহণ করতে হবে ধ্যানে। যে কোন জায়গাই ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত বলে লোকেরা মনে করে। বিদ্যুৎপ্রবাহ আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে। ভূমিতে একটি শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে। সেইজন্যে, ভূমির একটি শক্তিশালী আকর্ষণের চেষ্টা আছে। ধ্যানে একজনকে এই বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকে নিজেকে পৃথক রাখবার উপদেশ দেওয়া হয়। এই কারণে যারা ধ্যান করবে তারা কাঠের পিঁড়িতে বসবে এবং তাদের কাঁধ উলের শাল দিয়ে ঢাকবে। একবার ধ্যানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে সে যে কোন জায়গায় বসতে পারে এবং তার জন্যে কোন কষ্টভোগ করতে হবে না।

হিসলপ: দুটো চিন্তার মধ্যে এবং নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে নিশ্চয়ই এক সেকেণ্ড বা তার ভগ্নাংশ সময় থাকে। কোন সন্দেহ নেই যে এই মধ্যবর্তী অবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

সাই: বের করে দেখ। নিদ্রা এবং জাগ্রত এই দুই এর মধ্যে যে বিরতি তা ধরার জন্যে অনবরত অভ্যাস করো। এইটি প্রেম দিয়ে করো।

হিসলপ: স্বামী, একটি শবদেহ দেখলে একজন বুঝতে পারে যে দেহের নিজস্ব কোন প্রাণ নেই। কিন্তু মন কি করে সেই দেহ, যা জড়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়?

সাই: জড় দেহটি রয়েছে। পরম চেতনা রয়েছে। এই দুইএর মাঝখানে রয়েছে মন যা নিজে জড় হলেও জীবন্ত ব'লে মনে হয় কারণ তাতে চেতনা অনুপ্রবিষ্ট হয়। যেমন লোহা, তা গরম করলে পুড়ে যায়, এবং তা হয় কারণ আগুন তাতে প্রবেশ করে বলে—সুতরাং লোহা পোড়ে না, আগুন নিজেই পোড়ে। এই সব মরীচিকা, এ সব কিছুর উৎপত্তি হল চিন্তা হতে। 'আমি'কে দেহের সঙ্গে যুক্ত করলে সব দুঃখ কষ্ট এবং গোলমালের উৎপত্তি। দেহের সঙ্গে যুক্ত হবার এই জাল যখন মনই বোনে, এই মনকেই ঘুরিয়ে বিচারের মাধ্যমে নিজের সত্যিকার প্রকৃতির অনুসন্ধান করতে হবে। 'মন' শব্দের ভেতর অহম এবং বুদ্ধি উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

পঞ্চাশ

হিসলপ: স্বামী, কিছু পাশ্চাত্য দেশীয় লোক ধ্যানে কেবলমাত্র আলো নেয়। জ্যোতির নির্দিষ্ট আকার নয়—একটি আকারহীন আলো এবং তার উপর তারা মনঃসংযোগ করে এবং তাই মনে এঁকে রাখে। এই আকারহীন আলোকে কি মনঃ-সংযোগের বস্তু হিসেবে নেওয়া ঠিক হবে?

সাই: আকারহীন কোন বস্তুতে মনঃসংযোগের চেষ্টা কাজে পরিণত করা যায় না। জ্যোতির উপর মনঃসংযোগ একটি উদাহরণ। মনঃসংযোগ করার বস্তু হিসেবে

শব্দ, আকার, জ্যোতি ইত্যাদি থাকবে। এর জন্যে প্রয়োজন কোন স্থূল বা মূর্ত্ত বস্তুর। কোন বিমূর্ত্ত বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করা সহজ নয়।

হিসলপ : এমন কোন নির্দিষ্ট পথ কি আছে যে পথ দিয়ে জ্যোতিশিখা দেহে প্রবাহিত হবে ?

সাই : জ্যোতিকে প্রথমে হৃদয়ে নিয়ে যেতে হবে—হৃদয়কে একটি পদ্ম-ফুলের মত কল্পনা করা যায় যার পাপড়িগুলি তখন খুলে যাবে। তারপর জ্যোতি শরীরের অন্যান্য অংশে যাবে। এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরম্পরা নেই। কিন্তু শরীরের যে অংশে সবশেষে অবস্থান করবে সেটি উল্লেখযোগ্য এবং তা হল মস্তিষ্ক। সেখানে সেই জ্যোতিটি একটি মুকুটের মত মস্তককে আবৃত করে এবং মন্দিরের মত রক্ষা করে। তারপর জ্যোতিটি বেরিয়ে এসে ব্যক্তিবিশেষ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চলে যায়। সেই জ্যোতিকে তারপর নিয়ে যেতে হবে আত্মীয়স্বজন, শত্রু, মিত্র, গাছপালা, জীবজন্তু, পাখী ইত্যাদির মধ্যে এবং শেষে পৃথিবীর সমস্ত কিছু আকারের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। এবং প্রত্যেকের ভেতর সেই জ্যোতি কেন্দ্রীভূত হবে যা একজন ব্যক্তির ভেতরে দেখা গেছে। এই জ্যোতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতর ছড়িয়ে পড়ার মূল নীতি হল সেই একই ভগবৎ জ্যোতির অবস্থান প্রত্যেকের ভেতর এবং সর্বত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একত্বকে মনের ভেতর ছাপ ফেলার জন্যে আমরা জ্যোতিকে বাইরে ছড়িয়ে দিই—একজনের দেহের ভেতর থেকে। প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে যখন কেউ ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করে তখন সেই জ্যোতির চিন্তাই আসে না বরং দেহজ্ঞান চলে যায় এবং তার ফলে একজনের ব্যক্তিগত দেহের প্রত্যক্ষ অনুভূতিও চলে যায়। এই হল ধ্যানের সেই অবস্থা যখন দেহজ্ঞান সম্পূর্ণ চলে যায়। এটা জোর করে হয় না—এটি আপনা থেকেই আসে এবং ঠিকমত মনঃসংযোগের এটি হল স্বাভাবিক পরিণতি। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে ধ্যানের সময় তিনি তাঁর দেহকে খুঁজে পাননি। এই জ্যোতির দর্শন এবং সেই জ্যোতির এখানে ওখানে গমনের কাজ হল মনকে কাজে নিযুক্ত রাখা যাতে সঠিক পথে মন নিযুক্ত থাকে—যার ফলে মন আজেবাজে চিন্তা করার সুযোগ না পায় এবং তা মনকে ক্রমশঃ শান্ত করার কাজে সাহায্য করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্তরে জ্যোতিকে ছড়িয়ে দেওয়া, জ্যোতিকে প্রতিটি দেহের ভেতর নিয়ে যাওয়া এবং যখন ততখানি মনঃসংযোগ হলে দেহজ্ঞানের কোন অস্তিত্বই থাকে না—এটাই হল মননের স্তর। মনন গভীর হলে আপনা হতেই ধ্যানাবস্থা এসে যায়। এটা জোর করে আনা যায় না। ধ্যানী যদি নিজের সম্বন্ধে এবং সে যে ধ্যান করছে সে বিষয়ে সচেতন থাকে তাহলে সে প্রকৃত ধ্যান করছে না এবং সে তখনও পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে, মনঃসংযোগের গোড়ায় অবস্থান করছে। তিনটি স্তর আছে—মনঃসংযোগ, মনন এবং ধ্যান। মনন গভীর হলে তা স্বাভাবিকভাবে ধ্যানের দিকে অগ্রসর হয়। ধ্যান পুরোপুরিভাবে ইন্দ্রিয়াতীত। ধ্যানের স্তরে ধ্যানী, ধ্যেয় ও ধ্যান প্রক্রিয়া অন্তর্হিত হয়ে যায়। তখন এক বর্তমান, সেই এক হল

ভগবান। যা কিছু পরিবর্তনীয় তা চলে গেছে এবং তৎ ত্বম অসি, তুমিই তিনি—কেবলমাত্র সেই অবস্থা বর্তমান থাকে। যখন একজন আস্তে আস্তে তার চিরাচরিত স্বাভাবিক চেতনার মধ্যে ফিরে যায় তখন জ্যোতিকে আবার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং সারাদিনব্যাপী তা দীপ্ত রাখা হয়।

হিসলপ: ভগবানের রূপ ধ্যানের বেলায় স্বামী বলেন যে মনন এবং ধ্যান ধ্যানীর নিজের ইচ্ছাশক্তি ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে এসে যায়। কিন্তু জ্যোতির ধ্যানে কি করে সংযোগ হয় যেখানে ধ্যানী নিজেই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জ্যোতিকে এখানে ওখানে ঘোরায়?

সাই: মনঃসংযোগ যা ইন্দ্রিয়ের নিচে, ধ্যান যা হল সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়ের উপরে এবং মনন যা দুটির মাঝখানে এবং অংশতঃ ইন্দ্রিয়গত এবং অংশতঃ ইন্দ্রিয়ের অতীত, যেটি দুটির সীমারেখার উপর—এই তিনটি স্তর হল প্রকৃত ধ্যানের অভিজ্ঞতা তা ধ্যেয় কোন রূপই হোক বা জ্যোতি হোক। কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। যদি ভক্ত ভগবানের কোন রূপের উপর বিশেষভাবে অনুরক্ত, সে জ্যোতির মধ্যে সেই রূপকে মিলিয়ে দিতে পারে এবং সেই রূপ তার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হবে এবং সেটাই তার মনঃসংযোগের বস্তু হবে এবং জ্যোতির ভেতর যে কোন স্থানে সেই রূপ দেখা যাবে। আবার, মনঃসংযোগ ভগবানের রূপের উপর হতে পারে, কারণ প্রতিটি রূপে ভগবান হচ্ছেন বিশ্বজনীন। আবার যে ধ্যেয়কে বেছে নেওয়া হয় তা হল শান্তির গভীরে ডুবে যাওয়ার এবং যে দেহ, যে নিজ সত্তা নয়, তাকে চেতনার বাইরে নিয়ে যাবার একটি পদ্ধতিমাত্র। যে কোন বস্তুই যেমন, জ্যোতি, রূপ অথবা শব্দ যে কোনটিকেই মনঃসংযোগের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেওয়া যেতে পারে। সরাসরি ধ্যানের স্তরে পৌছানো সম্ভব নয়।

হিসলপ: যোগ বলতে স্বামী বলেন যে ভক্তি যোগ, ঈশ্বরে ভক্তি হল একমাত্র যোগ, যাকে গ্রহণ করা যায়, আর সব অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয়রা অভিযোগ করেন যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কেমন করে কুণ্ডলিনী শক্তি উঠে এবং প্রত্যেকটি চক্রকে খুলে দিতে তিনি দেখেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।—এই সন্দেহের ঠিক উত্তর কি?

সাই: রামকৃষ্ণ মেরুদণ্ডের সবচেয়ে অনুভূতিশীল জায়গাটির প্রতীক হিসেবে চক্রকে ব্যবহার করেছেন। তথাকথিত কুণ্ডলিনী ধ্যান সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। চক্র হল চাকা। মেরুদণ্ডে কোন চক্র নেই। চক্রকে প্রতীক হিসেবে নেওয়া হয়েছে কারণ রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া হল বৃত্তাকার। মেরুদণ্ডের অস্থিখণ্ড গোলাকার। এই 'চক্র'কে মেরুদণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে এই জায়গাগুলি বিশেষ বিশেষ নাম দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট স্থানগুলির উপর একজনের মনকে স্থির করা সম্ভব এবং মনকে একটি থেকে অপরটিতে ঘোরানো সম্ভব।

হিসলপ : কিন্তু স্বামী এই ধারণাটি কি, যে মেরুদণ্ডের নীচে কুণ্ডলিনীর সর্প জাগ্রত হয় এবং যত সে উপরে উঠতে থাকে এক একটি চক্র কার্যকরী হয়?

সাই : তেজ হল প্রাণ। কল্পনা করা হয় যে, প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা ঐ তেজ মেরুদণ্ড দিয়ে উঠে আসছে। সব অবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলে প্রাণায়াম অভ্যাস ভয়ঙ্কর। এটির প্রয়োজন নেই এবং স্বামী এর বিরুদ্ধে উপদেশ দেন। মেরুদণ্ডের নবম হতে দ্বাদশ মেরুদণ্ডের কশেরুকা বা অস্থিখণ্ড বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ। এখানে আঘাতের ফলে পক্ষাঘাত হতে পারে। স্বামীর বর্ণিত ধ্যান হল রাজপথ—সহজপথ। অন্য অভ্যাসগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি? উদ্বিগ্ন না হয়ে কোন তাড়াহুড়ো না করে স্থির অভ্যাসই হল ধ্যানের পক্ষে সবচেয়ে ফলদায়ক। স্থির অভ্যাসের ফলে একজন শান্ত হবে এবং ধ্যানের অবস্থা স্বাভাবিক ভাবে আসবে। অন্যরকম চিন্তা করা হলো দুর্বলতা। সফলতা নিশ্চিত। ভগবানকে ডাকো। তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। তিনি সাড়া দেবেন এবং তিনি নিজেই তোমার গুরু হবেন। তিনি তোমার পথপ্রদর্শক হবেন। তিনি সব সময় তোমার পাশে থাকবেন। চিন্তা কর ভগবান, দেখ ভগবান, শোনো ভগবান, আহার কর ভগবান, পান করো ভগবান, ভালোবাসো ভগবান। এটাই সহজপথ—এই হল অজ্ঞতা দূর করবার এবং আসল প্রকৃতি—যা হল ভগবানের সঙ্গে একতা, তা উপলব্ধির লক্ষ্যে পৌছুবার রাজপথ।

হিসলপ : পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেরা, স্বামী যা বলেন তার প্রত্যেকটিতে তারা অত্যন্ত উৎসাহী—সেই ব্যাপারে তারা চিন্তা করে ও আলোচনা করে। বস্তুতঃ আমাদের শ্বাস দিনে ২১,৬০০ বার 'সোহম' উচ্চারণ করে জেনে কিছু লোক হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, কারণ তারা বলে যে এই হারে শ্বাসের অভিজ্ঞতা তাদের হচ্ছে না।

সাই : দিনে ২১,৬০০ শ্বাস প্রশ্বাস হল সাধারণ অভিজ্ঞতা। এটি হল একজনের জীবনের গড় হিসেব। পরিশ্রম বা অতিরিক্ত শ্রমের ফলে শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়। শান্তি ও ধীরতার সময় এটি অপেক্ষাকৃত ধীরে হয়। কোন কোন লোকের দৈনন্দিন গড় শ্বাস প্রশ্বাস ২১,৬০০ এর বেশি হয়। অভ্যস্ত যোগীর ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাস গড়ে ১৫ এর কম হয় এবং মিনিটে ৬, ৭ পর্যন্তও হতে পারে। শ্বাস প্রশ্বাস যত ধীরে হয় জীবনের আয়ু তত বাড়ে। স্বল্পায়ু বাঁদরের শ্বাস প্রশ্বাস মিনিটে ৪০ বার হয়, আবার দীর্ঘায়ু সাপের ক্ষেত্রে তা মিনিটে মাত্র ৩/৪ বার হয়।

হিসলপ : আমাদের পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেদের জন্যে বিশেষ কিছু বা কোন পরীক্ষা আছে কি, যা জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে সঠিক ধর্মের নির্দেশ দেবার জন্যে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়?

সাই : ভারতীয়দের একটি ধর্ম এবং পাশ্চাত্য দেশীয়দের জন্যে অপর ধর্ম নেই। ধর্ম হল বিশ্বজনীন। হ্যাঁ, কাজে প্রয়োগ করার জন্যে একটি অভীক্ষা আছে, যা দিয়ে তোমরা স্থির করতে পার যে কাজটি ধর্মসঙ্গত কিনা। তুমি যা করবে তা যেন অপরের ক্ষতি না করে বা অপরকে আঘাত না দেয়। এটি সেই স্বীকৃতি থেকে

আসে যে জ্যোতি যা হল ভগবান তা প্রতিটি দেহে একই এবং যদি তুমি অপরকে আঘাত করো তাহলে তোমার ভেতরে যে জ্যোতি আছে তাকেই আঘাত করা হবে। ধর্ম তোমাকে জানাবে যে একজনের ক্ষেত্রে যা মন্দ তা তোমার ক্ষেত্রেও মন্দ। ধার্মিক কাজের পরীক্ষা খৃষ্টধর্মে পরিষ্কারভাবে বলা আছে। সেটা হল অপরের প্রতি সেই ব্যবহার করো যা তুমি অপরের কাছে আশা করো।

হিসলপ: 'সত্য সাই বাবা' কেন্দ্রে আসার আগে লোকেদের অন্যরকম ধ্যানের অভিজ্ঞতা ছিলো। কিভাবে তারা বর্তমান ধ্যান প্রণালীর মূল্যায়ন করবে?

দোভাষী: এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে স্বামীর প্রকৃত ধ্যানের বর্ণনাতে। নতুন সভ্যের ধ্যান যদি তার থেকে নিম্নস্তরের হয় তাহলে সে এই ব্যাপারে স্বামীর নির্দেশ অনুসরণ করতে পারে।

একাত্ম

সাই: (একদল পাশ্চাত্য দেশীয়ের প্রতি) কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন আছে কি? কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক প্রশ্ন।

একজন দর্শক: ধ্যানের সময় জ্যোতি কেন?

সাই: জ্যোতি কেন? বালি থেকে যদি কেউ খানিকটা তুলে নেয়, তাহলে বালির পরিমাণ কমে যায়। জলের চৌবাচ্চা থেকে যদি প্রত্যেকেই খানিকটা করে জল নেয় তাহলে চৌবাচ্চার জল শুকিয়ে যাবে। কিন্তু যদি হাজার জন লোকও তাদের বাতিগুলি একটি বাতি থেকে জ্বালায় তাহলে সেই বাতিটি একটুও নিষ্প্রভ হবে না। একটি মোমবাতি বা আলো জ্বালাও। বাতির আগুনের দিকে সোজা তাকাও। তারপর সেই বাতির আগুন, যা হল জ্যোতি, তা তোমার হৃদয়ে গ্রহণ করো এবং হৃদপদ্মের মধ্যে তাকে দেখ। হৃদপদ্মের পাপড়িগুলি খুলে যাওয়াকে লক্ষ্য কর এবং দেখ সেই জ্যোতি কি ভাবে তোমার হৃদয়কে আলোকিত করে। কুচিন্তা আর সেখানে থাকতে পারে না। তারপর সেই জ্যোতিকে তোমার হাতের মধ্যে নিয়ে যাও এবং তখন তোমার হাত কোন খারাপ কাজ করতে পারবে না। তারপর সেই জ্যোতিকে একই উপায়ে চোখ এবং কানের ভেতরে নিয়ে যাও, যার ফলে সেগুলি এখন থেকে কেবলমাত্র উজ্জ্বল এবং শুদ্ধ অনুভূতি গ্রহণ করবে। তারপর সেই জ্যোতিকে বাইরে তোমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং শত্রুদের ভেতরেও নিয়ে যাও এবং তারপর তাকে নিয়ে যাও পশুপাখী এবং অন্যান্য বস্তুর ভেতর যাতে সবকিছুই একই আলোর দ্বারা আলোকিত হয়। খৃষ্ট বলেছেন, সকলেই এক, প্রত্যেকের প্রতি সমান ব্যবহার করো, এইভাবে তুমি আর তোমার দেহের মধ্যে সীমায়িত থাকবে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী বিস্তৃত হবে। জগত, যা এখন বিরাট রূপে দেখে থাক, তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে মনে হবে। নিজের গণ্ডির বাইরে নিজেকে বিস্তার

করা এবং বিশ্বব্যাপী জ্যোতি নিজের মধ্যে দেখাই হল মোক্ষ। মোক্ষ এর থেকে পৃথক কিছু নয়।

এক দর্শক : সোজা হয়ে বসে থাকা খুব সহজ নয়।

সাই : সোজা হয়ে বসা দরকার। মেরুদণ্ডের নবম থেকে দ্বাদশ অস্থিখণ্ডের মধ্যবর্তী হল জীবনীশক্তি। মেরুদণ্ডের এই স্থানে যদি আঘাত লাগে—পক্ষাঘাত হয়। দেহ যদি সোজা অবস্থায় থাকে,—যেন তা একটা সোজা খুঁটির গায়ে জড়ানো রয়েছে, তাহলে সেই সোজা দেহের মধ্যে দিয়ে জীবনীশক্তি উপরে উঠে যাবে এবং মনকে তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগে সাহায্য করবে। তাছাড়া কোন বাড়ীর ছাদের উপর লাগানো—বিদ্যুৎবাহী দণ্ড যেমন বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, ঠিক সেইরকমভাবে একটি নিখুঁত সোজা দেহ দৈবী শক্তিকে আকর্ষণ করে তোমার দেহমন্দিরে প্রবেশ করাবে এবং তোমার কাজ সুসম্পন্ন করতে এবং উদ্দেশ্যসাধনে শক্তি যোগাবে। অপর উদাহরণ হল, যেমন এখানে বেতার তরঙ্গ রয়েছে ঠিক সেইরকমভাবে দৈবী শক্তিও রয়েছে। কিন্তু বেতারে গান শোনার জন্যে দরকার হয় আকাশ তারের (এ্যাণ্টেনার)। তাছাড়া সংযোগ (টিউনিং) যদি ঠিকভাবে না করা হয়, তাহলে শুধু শব্দই আসবে কোন গান শোনা যাবে না। ঠিক সেইরকমভাবে সর্বসময়ে বিদ্যমান দৈবীশক্তি তোমার ভেতরে প্রবাহিত হবে যদি ধ্যান ঠিকমত হয়, এবং শরীর থাকে সোজা।

এক দর্শক : ব্রাহ্ম মুহূর্তে ধ্যান সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?

সাই : ব্রাহ্ম মুহূর্ত বলতে বোঝায় অতি প্রত্যূষ, যে সময়টা হল ভোর তিনটে থেকে ৬টা পর্য্যন্ত। তখন ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত থাকে, ঘুম থেকে উঠার পর মন শান্ত এবং দিনের ব্যস্ততার উত্তেজনা থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু সে সময়টির কোন পরিবর্তন হওয়া উচিত নয় যেমন আজ এই সময় আগামীকাল আর এক সময়। সকালে আধ ঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় আধ ঘণ্টা ধ্যানে বসাই যথেষ্ট। যদি সারাদিন ধরে এটা করা হয়, তাহলে কয়েক বছর পরে এর আকর্ষণ কমে যাবে। আগ্রহ বাড়ানোর জন্যে আধ্যাত্মিক অভ্যাস বিভিন্ন প্রকার করা দরকার। কিছু সময় ভজন, কিছু সময় ভগবানের নাম জপ আবার কিছু সময় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে কাটানো ইত্যাদি। ঠিক যেমন দৈনন্দিন জীবনে কিছু বৈচিত্র্য জীবনকে আকর্ষণীয় করে।

হিসলপ : স্বামী, জ্যোতি ধ্যানে কি করে শেষ করব ?

সাই : প্রথমে তুমি জ্যোতির মধ্যে। তারপর জ্যোতি তোমার মধ্যে। শেষে তুমিই জ্যোতি এবং সর্বত্র জ্যোতি। কিছু সময় উপভোগ কর, তারপর জ্যোতিকে তোমার হৃদয়ে ফিরিয়ে আনো এবং সারাদিন সেখানে তাকে ধরে থাকো। ঈশ্বরের আকারও এর অন্তর্গত হতে পারে। কৃষ্ণ, রাম, যীশু, সাই যেমন তোমার ইচ্ছে। নির্বাচিত ভগবানের রূপ আলোর শিখার কেন্দ্রে দেখা যাবে—যেখানেই তা নিয়ে যাওয়া হোক না কেন এবং তারপর তুমি সর্বত্র ভগবানের সঙ্গে।

এক দর্শক : সভায় বলা হয়েছিলো যে যারা অন্য ধরনের ধ্যান করে, তারা সত্য সাই কেন্দ্রে যোগ দেবে না।

সাই : এই যোগ বা ঐ যোগ—উত্তর হয় না। অন্য রকম ধ্যান করলেও তারা যোগ দিতে পারে। একই উদ্দেশে সবাই মিলিত হোক। ভগবানকে পাওয়া যায় কেবল প্রেমের দ্বারা। প্রাণায়াম করলে হৃদয় এবং ফুসফুসের উপর খাটুনি এবং চাপ পড়ে। স্বাস্থ্য ভালো হওয়া দরকার। ভক্তি যোগ সবচেয়ে ভালো। বড় রকমের মিশ্রণ খালি গোলমালের সৃষ্টি করবে। জ্যোতির ধ্যান হল সবচেয়ে নিরাপদ এবং নিশ্চিত এবং সরাসরি উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়।

এক দর্শক : যদি কেউ অন্য ধ্যানে দীক্ষা নিয়ে থাকেন, তবে, স্বামীর বইতে আছে যে তার পক্ষে তা পরিবর্তন করা অন্যায়।

সাই : লক্ষ্য একই থাকে কেবলমাত্র রাস্তা এবং উপায়ের পরিবর্তন হচ্ছে। জ্যোতির ধ্যান হল প্রকৃত ধ্যান। জ্যোতি হল নিরাকার, অনন্ত, দিব্য। এটি নিরাপদ ও সুনিশ্চিত পথ। কিন্তু সকলের উপর হল প্রেম। প্রেমই হচ্ছে ভগবানের কাছে যাওয়ার রাজপথ। প্রেমই হল ঈশ্বর। সুরুতে আমাদের উচিত আমরা কি উপায়ে ধ্যান বা সাধনা করবো সে সম্বন্ধে বিচার করা এবং অনুসন্ধান করা। গুরু কে? ফল কি? তারপর যদি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে সেই রাস্তাই আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, তাহলে এগিয়ে যাও এবং তাকেই ধরে থাকো। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হবে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছানো। শারীরিক বা ইন্দ্রিয়গত লক্ষ্য নয়।

এক দর্শক : কিন্তু আমার যে আত্মবিশ্বাস নেই, তা কেমন করে পাব?

সাই : মন্দ কাজ করতে তোমার আত্মবিশ্বাস আছে এবং তুমি সেই মন্দ কাজে এগিয়ে যেতে পারো। ভালো কাজের জন্যেও আত্মবিশ্বাস আছে। প্রত্যেকেরই আত্মবিশ্বাস আছে।

হিসলপ : সেটা খুব ঠিক।

সাই : হ্যাঁ, এটি প্রয়োজনীয়। আত্মবিশ্বাস ইতিমধ্যেই সেখানে আছে। ভালো জিনিসে আকর্ষণ থাকলে, আগে থেকেই দায়িত্ব বহন করার জন্যে আত্মবিশ্বাস থাকে। লোকেরা আমেরিকায় যায়, বিভিন্ন রকমের আধ্যাত্মিক তথ্য, সকলেই যার অধিকারী, এবং তার জন্যে কোন মূল্য নেওয়া ঠিক নয়, তার জন্যে অর্থ গ্রহণ করে। তথ্য বিক্রয় করা উচিত নয়, না এবং আমেরিকানদের তা কেনা ঠিক নয়।

হিসলপ : স্বামী, জ্যোতি ধ্যানের বর্ণনায়, আমি নিশ্চিত হতে পারছি না কি করে স্বামী বলছেন যে, তার ফল হবে মোক্ষ?

সাই : তুমি জ্যোতি। একই জ্যোতি অন্যের মধ্যেও দেখা হয়। দেহজ্ঞান চলে গেলে তুমি হলে জ্যোতি। সেটাই মোক্ষ।

হিসলপ : স্বামী কি এই বোঝাচ্ছেন যে জ্যোতির মাধ্যমে একজন নিজেকে বিশ্ব ব্যাপী বিস্তৃত করে দেয় এবং নিজের দেহ দ্বারা আর সীমিত থাকে না?

সাই : 'আমার' চলে যায়। 'আমার' বলতে আর কিছু থাকে না।

হিসলপ : এই একটি ধ্যান যা ভগবান নিজেই দিয়েছেন এবং এটা একজনকে সরাসরি মোক্ষে পৌছে দেয়। লোকেরা কেন অন্যরকম ধ্যানের ব্যাপার চিন্তা করবে?

সাই : কিছু ইন্দ্রিয়গত সুখ কিছু দেহানুভূতি।

হিসলপ : স্বামী গতকাল লোকেদের এই ধারণা হয়েছিলো যে কেন্দ্রে যে কোন রকমের ধ্যান করা যেতে পারে।

সাই : ও ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ো না। খুব শিগ্‌গির তারা বুঝতে পারবে জ্যোতির ধ্যান কত মহৎ এবং তাইতে বদলে নেবে। তাদের উপর জোর করো না। তাদের কিছু সময় দাও।

হিসলপ : স্বামী বলেন যে, যদি কারো জীবন এমনই হয় যার ফলে সে ভগবানের প্রেম লাভ করতে পারে তা হলে তা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ। কি করে ভগবৎ প্রেমের অভিজ্ঞতা সরাসরি লাভ করা যায়?

সাই : রান্নাঘরে একটি মিষ্টি আছে। তোমাকে এখন অনেক দূর থেকে সেই রান্নাঘরে আসতে হবে সেই মিষ্টি উপভোগ করার জন্যে। কেবলমাত্র খাবারটি খেলেই তোমার ক্ষিদে দূর হবে। দিব্য প্রেমের মিষ্টতা উপভোগ করার জন্যে তোমাকে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করতে হবে। দিব্য প্রেমের সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের যোগ্যতা কি ভাবে অর্জন করা যায়? আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করতেন নির্জনে গিয়ে দেহকে কঠিন এবং বাহ্যতঃ মৃত অবস্থায় বসে। অপরপক্ষে, লোকেরা অনবরত তাদের মাথা ও দেহ নাড়াচ্ছে। এ রকম লোকেদের মনঃসংযোগ হয় না। দেহকে বর্ণনা করা হয়েছে ভগবানের একটি মন্দিররূপে। যদি দেহের এই অংশ ক্রমাগত নাড়াচাড়া করা হয় তাহলে ভেতরের সব কিছু, মন ইত্যাদিও নড়বে। সেইজন্যে ধ্যানের জন্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গী বর্ণনা করা হয়েছে, যা নিশ্চিত রূপে মেনে চলা উচিত। ধ্যানের সময় মনকে গভীরে নিয়ে যেতে হবে যাতে তা বিক্ষিপ্ত না হয়। মনকে যত গভীরে নিয়ে যাবে ততই পারিপার্শ্বিক গোলমাল কম বিরক্ত করবে। গীতায় বলা হয়েছে মনঃসংযোগের পরে প্রজ্ঞা আসে। ধ্যানে বসে যদি তুমি মাথা বা পিঠ চুলকাও তাহলে তুমি ঠিকমত ধ্যান করতে পারবে না। কিছু লোক ধ্যানে কেবল বসেই থাকে এবং ভাবে, কত শিগগির সেই দেহভঙ্গী থেকে সে রেহাই পাবে। ধ্যান করতে হলে প্রথমে তোমার পছন্দ করা রূপের উপর মনঃসংযোগ কর, তারপর মনন করবে এবং শেষে ধ্যান করো। কেবলমাত্র এই তিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে তুমি সেখানে পৌছতে পার। মনঃসংযোগ থেকে একজন মননের ক্ষেত্র অতিক্রম করে ধ্যানে প্রবেশ করতে পারে। তিনটি জিনিস আছে—ধ্যানী, ধ্যানের মূর্তি এবং ধ্যানের প্রণালী। তিনটি এক সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে এবং সেইটিই হবে ধ্যানাবস্থা। কিন্তু যদি সব সময় তুমি মনে করো তুমি ধ্যান

করছো, তাহলে তাকে ধ্যান বলা যাবে না। তোমার পছন্দ করা মূর্তির উপর পূর্ণ মনঃসংযোগ করলে তাই তোমাকে ধ্যানে নিয়ে যাবে। দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগকে সরিয়ে ফেলে তা ধ্যেয় বস্তুর উপর পূর্ণভাবে নিবিষ্ট করতে হবে।

হিসলপ: স্বামী, সেদিন আপনি ফিরে আসাতে কলেজের ছেলেরা শুধু খুসীই হয়নি আশ্চর্যও হয়েছিলো। আমারও তাই হয়েছিলো, কারণ স্বামী বলেছিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই আশ্রমে থাকবেন।

সাই: বাবা শিবরাত্রি পর্য্যন্ত প্রশান্তি নিলয়মে থাকার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সেটাই ছিলো তাঁর সঙ্কল্প। তাঁর সঙ্কল্প লোহার মত শক্ত। উৎসবের তৃতীয় দিনে, বৃন্দাবনের ছেলেরা গরুগুলিকে সাজিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করেছিলো এবং স্বামীর জন্যে তাদের আকুতি এত প্রবল ছিলো যে স্বামী হঠাৎ বৃন্দাবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রশ্ন হতে পারে স্বামীর সঙ্কল্প যদি লোহার মত শক্ত হয় তবে তার পরিবর্তন হয় কি করে? ভক্তি হল আগুনের মত, যে আগুন লোহাকে গলিয়ে দেয়। ঈশ্বর ভক্তি দ্বারা বিগলিত হয়ে পড়েন।

স্বাস্থ্য

হিসলপ: স্বামী, বিভূতির ব্যবহার সম্পর্কে লোকেরা পরস্পর বিরোধী মতামত দেয়। স্বামীর ভক্তরা কি অসুস্থতা ও আঘাতের একমাত্র চিকিৎসা হিসেবে বিভূতিকে ব্যবহার করবে?

সাই: ছোট খাট অসুস্থতা বা আঘাতকে কোন প্রাধান্য দিও না। অধিকতর গুরুতর ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হবে স্বামীর কাছে প্রার্থনা করা, এটি প্রয়োজন। বিভূতি ব্যবহার করা বা না করা যেতে পারে, কিন্তু প্রার্থনা করতেই হবে।

হিসলপ: যে সাহায্য সাধারণতঃ পাওয়া যায় সে বিষয়ে কি হবে? লোকেরা কি স্বামীর কাছে প্রার্থনা করার আগে সেটাই চেষ্টা করবে?

সাই: কিছু লোকের ডাক্তারের উপর বিশ্বাস আছে। আবার কিছু লোকের স্বামীর উপর বিশ্বাস আছে।

হিসলপ: কিন্তু, স্বামী, ঠিক এটিই হল সমস্যা। লোকেরা ভয় করে যে বিভূতি ছাড়া অন্য কিছু যদি তারা ব্যবহার করে, তাহলে তা স্বামীর প্রতি বিশ্বাস না থাকার নিদর্শন হবে।

সাই: কার্য্যতঃ দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে এবং বিভূতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের মাত্রা যাই হোক না কেন সবচেয়ে ভালো হল স্বামীর কাছে তাঁর করুণা বা আশীর্বাদের জন্যে প্রার্থনা করা।

হিসলপ: কোন কোন ভক্ত চরম অবস্থায় যায়। অসুখ বা জ্বালা যত

গুরুতরই হোক, তারা স্থির করে যে শুধু বিভূতিই ব্যবহার করবে এবং ডাক্তারের কাছে কখনই যাবে না।

সাই: তারা ইচ্ছা করলে তা করতে পারে। স্বামীর পছন্দ হল যে সাধারণতঃ যে সব সাহায্য পাওয়া যায়, তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া।

হিসলপ: স্বামী বলেন আত্মানুসন্ধান ¾ ভাগ এবং ধ্যান হল ¼ ভাগ। দক্ষতাপূর্ণ আত্মানুসন্ধান কি? কাজটি নিপুণ বা অনিপুণ হতে পারে।

সাই: ভক্তের কোন বিশেষ দক্ষতা নাও থাকতে পারে, কিন্তু সবাই নিজের মধ্যে এই অনুসন্ধান করতে পারে, যে সে যা করতে চায় তা ঠিক না ভুল?

হিসলপ: কিন্তু অনুসন্ধান বলতে কি আমরা আত্মজ্ঞান মনে করবো না এবং নিজের ভেতরে যা চল্‌ছে সেটি জানা?

সাই: আত্মজ্ঞান নিশ্চয়ই নিজের বিষয়—বাইরের কিছু নয়।

হিসলপ: নিজের সম্বন্ধে জানবার জন্যে স্বামী পরামর্শ দিয়েছেন যে আমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করবো যে আমরা দেহ, না মন, না বুদ্ধি?

সাই: তোমরা এ সব কিছুরই সাক্ষী।

হিসলপ: অন্য জিনিসও লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি কামনাই—তা অতীত বা ভবিষ্যত কামনার ঠিক বিপরীত হলেও, নিজেকে 'আমি' বলে ঘোষণা করে।

সাই: বাস্তবিকপক্ষে কেবলমাত্র দুটো 'আমি' আছে একটি হল অহংকারের 'আমি' অপর 'আমি' হল শাশ্বত সাক্ষী—স্বামী। সাক্ষীর সম্বন্ধে চেতনা থাকলে, অহম্ 'আমি' আর বিরক্ত করবে না—তা বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

হিসলপ: স্বামী আত্মানুসন্ধানের সময় মানুষ লক্ষ্য করতে পাবে যে, যদিও তার ধারণা যে সে স্বাধীনভাবে কাজ করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি করছে এবং তাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে কোন ব্যক্তি পুরোপুরি স্বাধীন নয়, সে একজন বন্দীর মত—নয় কি?

সাই: তুমি স্বাধীন নও—সেটা ভুল। একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্য্যন্ত মানুষের জীবনে অন্য প্রভাব কাজ করে, যেমন বংশগত বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, প্রবণতা ইত্যাদি। পরে মানুষ উচ্চতর স্তরে যায় এবং এই সব প্রভাব থেকে মুক্ত হয়।

হিসলপ: কিন্তু, স্বামী, এখন যে বন্দী সেটাই এই মুহূর্ত্তে একটি সত্য ঘটনা। যদি কেউ নিজেকে এই অবস্থায় দেখে তাহলে সে স্বাধীন হওয়ার জন্যে গভীর উৎসাহ লাভ করবে।

সাই: খুব কম লোকেরই এই রকম আত্মানুসন্ধানের গভীর স্তরের অভিজ্ঞতা আছে। এখনও পর্য্যন্ত তারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। এখানে পরিণত অবস্থাই হল আসল। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় সাধনার এই দিকটি তুলে ধরতে হবে এবং তোমার অভিজ্ঞতা দ্বারা তার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দিতে হবে।

হিসলপ: একজন তার নিজের ভেতর অনেক রকম আবেগ দেখতে পায়।

স্বামী, এর মধ্যে কতকগুলি ক্ষতিকর, যেমন ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, হতাশা, ভয় ইত্যাদি। এগুলি খুবই শক্তিশালী এবং ইচ্ছা থাকলেও এগুলিকে এড়ানো যায় না।

সাই: এটি একটি প্রধান প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়। আমেরিকায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেখানে শক্তিশালী আবেগের পরিণতি হয় হিংসাত্মক কাজে।

হিসলপ: স্বামী, মনে হচ্ছে এটা সম্ভব যে একজন এইসব বিপদজনক আবেগ কার্যকরী হওয়ার আগে সেগুলিকে দমন করতে পারে।

সাই: সমস্যা হল লোকেদের কিছুটা পুঁথিগত জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু তাদের জীবন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, যা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থেকে আসে, তা নেই। নিয়মানুবর্তিতা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা, স্থির সাধনার দ্বারা মানুষের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আসে এবং বিপদজনক আবেগগুলির ক্ষমতা বা শক্তি কমে যায়। কিন্তু এ ছাড়াও মানুষ এই ক্ষতিকর আবেগের বহিঃপ্রকাশ সংযত করতে পারে এবং তা চেষ্টা করা উচিত। ভেতরে হয়তো ক্রোধ, ঘৃণা বা হতাশা রয়েছে, কিন্তু মানুষের বাইরের ব্যবহার শান্তিপূর্ণ থাকা উচিত। তার হাসি হবে শান্ত। সর্বশক্তি দিয়ে তাকে বাধা দিতে হবে এই সকল ক্ষতিকর আবেগের প্রকাশকে। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মানুসন্ধান এবং এই আবেগগুলির ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমাদের উচিত আধ্যাত্মিক সাধনার এই দুটি বিষয় নিয়ে পরিষ্কারভাবে ও জোর দিয়ে আলোচনা করা। (পূর্বে স্বামী বলেছিলেন যে বিপদজনক ও ক্ষতিকর আবেগ এবং অনুভূতিগুলি ভগবানের সান্নিধ্যে এলে আপনা থেকেই চলে যাবে। আরও বলেছিলেন যে অশুভ শক্তিগুলি দুঃখ থেকে আসে এবং যেখানে আনন্দ, যে আনন্দ ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসলে এবং তাঁকে সর্বত্র দেখায় পাওয়া যায়, সেখানে অশুভ শক্তিগুলো থাকতে পারে না।)

হিসলপ: আর একটি সমস্যা, যা দেখতে পাওয়া যায়, তা হল একজনের লক্ষ্য-স্থল থেকে পতন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন ভগবানের পাদপদ্মে স্থির থাকার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে, কিন্তু একবছর বা কিছু পরে সে স্বামীকে ছেড়ে চলে গেল।

সাই: এর কারণ হল, প্রাথমিক স্তরে মনের দুর্বলতা। লক্ষ্যের প্রথম উপলব্ধিতে লোকটির মন দোদুল্যমান ছিলো। প্রথমেই একাগ্রতা এবং স্বচ্ছতা থাকলে সে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হত না। ত্রুটি হল তার আন্দোলিত মনে যাতে হল একাগ্রতার অভাব।

হিসলপ: স্বামী আর একটি প্রশ্ন রয়েছে, তা হল গৃহের আপদগুলি। পিঁপড়ে, মশা, আরশোলা ইত্যাদির সঙ্গে গৃহিনীর ক্রমাগত দ্বন্দ্ব। সে যদি দ্বন্দ্ব না করে, এই সব পোকামাকড় তার বাড়ীটি দখল করবে।

সাই: এটি ঠিক আছে, তাদের এই রকমই করতে হবে।

হিসলপ: লোকেরা ভীত হয় এই ভেবে যে এই সব ছোট প্রাণীদের হত্যা করে তারা স্বামীর বিরুদ্ধে পাপ কাজ করছে।

সাই: এই সব ছোট প্রাণীর প্রচণ্ড আক্রমণ থেকে ঘরটি মুক্ত করা কোন

দোষনীয় কাজ নয়। কিন্তু কেবলমাত্র তুমি যেখানে আছো—সেই অঞ্চলটুকুই বাইরে নয়।

হিসলপ: স্বামী পিঁপড়েদের গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যদি একটি পিঁপড়েকে হত্যা করা হয়, তাহলে কি একটি ব্যষ্টিগত জীবকে হত্যা করা হয়? অথবা একটি গোষ্ঠী জীবন আছে যার দেহ হল পিঁপড়ের গোষ্ঠী?

সাই: ব্যষ্টিগত জীব বলতে কিছু নেই। জীব একমাত্র এক। একমাত্র এক। জীব কখনও আহত বা নিহত হয় না। দেহ অনেক। দেহ নিহত হয় বা মারা যায়। কিন্তু জীবের পরিবর্তন হয় না। মনের পরিবর্তন হয় ও তা আক্রান্ত হয়। জীব এক এবং অনন্ত।

আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ম হল সতর্ক থাকা। সুরু করতে হবে যত্ন সহকারে, চালাতে হবে সতর্কতার সঙ্গে এবং পৌঁছতে হবে নিরাপদে। (আগেকার ঘটনায় স্বামী বলেছেন "অবিচল হও, দৃঢ়সংকল্প হও। অপরাধ করবে না। ভুল পথে পা বাড়াবে না, যাতে পরে অনুতপ্ত হতে হয়। প্রথমে বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেবে, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলবে; ভুল করে দুঃখ করার চেয়ে তা অনেক ভালো।")

তিপ্পান্ন

হিসলপ: আমি কি একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করতে পারি?

সাই: বলো।

হিসলপ: সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াটা কি অনুপম কিছু?

সাই: মনুষ্য রূপই হল অনুপম, কারণ তাতে শতকরা ৮০ ভাগ দৈবীশক্তি রয়েছে। জন্তুদের মাত্র প্রায় ১৫ ভাগ আছে। মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মত উন্নত হতে পারে। অপরপক্ষে জন্তু কখনও প্রাকৃতিক স্তর থেকে উন্নত হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, একটি বিড়ালকে ভালো ভালো খাবার দিলেও সে যেই একটি ইঁদুরকে দেখবে, এমন কি যখন তা খাচ্ছে, খাওয়া ফেলে রেখে ইঁদুরের পেছনে দৌড়বে। একটি বাঘকে শিক্ষা দিয়ে পোষ মানানো যেতে পারে, কিন্তু শস্যদানার খাদ্য দিলে সে সন্তুষ্ট হবে না। বাঘের হত্যা করে খাওয়ার প্রবণতা থেকেই যায়।

হিসলপ: কিন্তু স্বামী, এই ব্যাপারে এত অসাধারণত্ব কোথায়? কেন এই স্থূল দেহ ধারণের ইচ্ছা হয়?

সাই: হিসলপ মেক্সিকো অথবা আমেরিকা অথবা পুট্টাপর্ত্তি থাকতে পারে। দেহ ছাড়া সে কি করে জানবে যে সে কোথায় আছে? একটি পাথর পড়লো। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে দেখা যায় না কিন্তু তা প্রকাশিত হয় পাথরটি পড়লে। মানুষের দেহ দরকার, কারণ তা অদৃশ্য ভগবানকে দেখবার জন্ত ভ্রমণ করতে পারে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র মহাশূন্যে রয়েছে এবং নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মমাফিক ঘুরছে। সেই

নিয়মানুবর্ত্তিতা মুহূর্তের জন্যেও ব্যাহত হলে সকল ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। সেই নিয়মানুবর্ত্তিতাকে কে চালনা করছেন? এটি হল সেই অদৃশ্য শক্তি—যা হল দৈব শক্তি।

হিসলপ: মনুষ্য দেহ থাকার অতুলনীয়তা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?

সাই: স্বামী আগেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, দেহ অন্তর্বাসী দৈবসত্তাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

হিসলপ: হ্যাঁ স্বামীজী, কিন্তু আমি বলতে চাই যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তিবিশেষের কাছে দেহের মূল্য কি? সে বেঁচে থাকে এবং মারা যায়, এ নিয়ে চিন্তা করার কি আছে? বিজ্ঞান বলে যে এমন অনেক গ্রহ আছে—যেখানে একই ধরণের জীবনের অস্তিত্ব আছে।

সাই: সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন গ্রহ নেই যেখানে মনুষ্য জীবন অথবা অনুরূপ জীবন আছে।

হিসলপ: স্বামী, সে ক্ষেত্রে স্থূল দেহে জীবন থাকবার একটি বিশেষত্ব এবং অতুলনীয়তা অবশ্যই থাকতে হবে।

সাই: সারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জীবন আছে। ভগবানের কাছে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক। পুনর্জন্ম ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন জায়গায় হয় না। পুনর্জন্ম সব সময় পৃথিবীতেই হয়।

হিসলপ: স্বামী ব্যক্তিবিশেষের কাছে এর অর্থ কি?

সাই: পৃথিবীতে জীবনের প্রকাশ ঊর্ধ্বমুখী—মানুষ থেকে ভগবানের দিকে। মনুষ্য জন্মের ফলে, পরবর্ত্তী পদক্ষেপ হল ঈশ্বরের পূর্ণ উপলব্ধি। মনুষ্য জীবন হল পবিত্র এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হিসেবে একে স্বীকার করতে হবে।

হিসলপ: স্বামীজী, ব্যক্তিকে বিবেচনা করলে কি এই ধরা যায় যে, স্বামী বলতে চাইছেন মনুষ্য জীবন একটি বিশেষ সুযোগ যার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

সাই: ঠিকই। এটাই হল ঠিক।

হিসলপ: স্বামীজী! তাহলে এই! এটাই হল রহস্য! দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবার এটাই হল অনুপম বৈশিষ্ট্য।

সাই: হ্যাঁ এটাই হল অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

হিসলপ: স্বামী, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন স্থান আছে কি যেখানে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সাই: কেবলমাত্র পৃথিবীতেই তা হতে পারে। এই অবর্ণনীয় বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন গ্রহে স্থান নেই যেখানে জন্ম-মৃত্যু হতে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। এটি অতুলনীয় এবং পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ।

হিসলপ: স্বামী! কি চমৎকার! কি চমৎকার! এই পৃথিবী কি পবিত্র! মনুষ্য জন্ম কি অসীম মূল্যবান!

সাই : এটা তাই। কিন্তু লোকদের এই মূল্যায়ন ও উপলব্ধি নেই। তারা জানেও না।

হিসলপ : স্বামী, জীবনের এই গভীর রহস্য কি ভক্তদের বলা যায় ? সত্য সাই কেন্দ্রগুলিতে লোকেদের জানা উচিত যে কেবলমাত্র ৫ মিনিট সময়ের অপচয়ও মনুষ্য জীবনের মহান সুযোগের দিক থেকে একটি বিরাট ক্ষতি।

সাই : হ্যাঁ তুমি বলতে পারো। তুমি যে প্রশ্ন তুলেছো সেটি খুবই অত্যাবশ্যক এবং এর উত্তর লোকেদের দেওয়া যায়।

হিসলপ : স্বামী উত্তরটি হল স্বর্গীয় ! এটি এত চমৎকার যে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রশংসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্বামীজী বলেছেন যে পৃথিবী থেকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্য অংশে পুনর্জন্ম হয় না। এর উল্টোটি সম্পর্কে কি বলেছেন ? ব্রহ্মাণ্ডের অন্য অংশ থেকে পৃথিবীর দিকে গতি কি সম্ভব ?

সাই : সব জীবই মনুষ্য জন্মের জন্য আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র মনুষ্য জন্ম থেকেই ভগবৎ উপলব্ধি সম্ভব। সময় নষ্ট করা হল সবচেয়ে বোকামী। এখন এবং এখানে রয়েছে ব্যক্তিবিশেষ। এখন এবং এখানে রয়েছে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছানোর সুযোগ। পরের জীবনের অবস্থা এবং পরিস্থিতি কিরকম হবে সে সম্বন্ধে কে নিশ্চিত করে বলতে পারে ? এই জীবনের একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট করা উচিত নয়।

এক দর্শক : স্বামী আমার একটি প্রশ্ন আছে, একজন যুবক, যার ব্যবসা আছে, পরিবার, মায়া ও বন্ধন রয়েছে, তার পক্ষে সবচেয়ে ভালো সাধনা কি হবে ? (দর্শকের ৮ মাস বয়স্ক মেয়েকে দেখিয়ে মায়া-বন্ধন-সংসার বলে স্বামীর ঠাট্টা করে উল্লেখ করার পরে।)

সাই : এই বিষয়গুলিকে বন্ধন বা মায়া হিসেবে দেখা ঠিক নয়। এগুলিকে 'সমন্বয় সাধনা' হিসেবে দেখতে হবে। জীবনকে সুষম রাখতে এবং তাকে ঠিকপথে পরিচালনা করতে এবং তোমার দৈনন্দিন কার্যক্রমে তোমার জীবনে যে সব পরিবর্তন আনতে হবে—এই সমন্বয় সাধন হল সাধনা—বন্ধন নয়।

সব সাধনার লক্ষ্য হল ভালকে দেখা ; সব কিছুর ভেতর দিব্যত্ব রয়েছে, তাই মন্দ ও কুৎসিৎকে উপেক্ষা করা। দিব্যত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো বা মন্দ বলে কিছু নেই—সবই ঐশ্বরিক। কিন্তু মন এটিকে ভালো ঐটিকে মন্দ এবং এটিকে সঠিক ঐটিকে ভুল দেখে। সব কিছুর ভেতর, সমস্ত বিপদের ভেতর ভগবানকে দেখবার জন্য মনকে শিক্ষিত করতে হবে।

একটি ছোট দৃষ্টান্ত : রাস্তায় একটি মৃত কুকুর পড়ে আছে এবং কাকরা তাকে ঠোকরাচ্ছে। লোকে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলছে 'ও ! কি বীভৎস দৃশ্য, কি ভীষণ দুর্গন্ধ !' কিন্তু যীশুখৃষ্ট পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন—'কুকুরটির দাঁতগুলি কি সুন্দর, কত সাদা কত ঝকঝকে। কেউ এগুলি পরিষ্কার করেনি, কেউই এর যত্ন

নেয়নি—কিন্তু কুকুরটি দাঁতগুলোকে কি সুন্দর রেখেছিলো।" যীশুখৃষ্ট দেখালেন সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যেও একজন কি ভাবে সবচেয়ে ভালো গুণগুলি দেখতে পায়। যারা সাধু লোক তারা সব সময় ভালোটাই দেখে এবং খারাপের ভেতর নিজেকে জড়িয়ে ফেলে না।

অপর একটি দৃষ্টান্ত :—একই ছুরি একজন শল্য চিকিৎসক ব্যবহার করে এবং একজন দুর্বৃত্তও ব্যবহার করে। শল্য চিকিৎসকের কোন লোকের উপর অস্ত্রপ্রয়োগ তার ভালোর জন্যে, কিন্তু দুর্বৃত্তের অস্ত্রপ্রয়োগ অসৎ উদ্দেশ্যে। একজন কসাই ছুরি ব্যবহার করে মাংস কাটার জন্যে। একজন মহিলা ছুরি ব্যবহার করে স্যালাডের ফল কাটার জন্যে। একটি চুম্বককে কেন্দ্র করে যদি ছুরিগুলি চক্রাকারে রাখা হয়, সবকয়টিই চুম্বক দ্বারা একই ভাবে আকৃষ্ট হবে। ছুরির মধ্যে ভাল বা মন্দ নেই। ভগবানই চুম্বক এবং সব মানুষই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভালো মন্দ মানুষের ভেতর নেই—এটা নির্ভর করে মনকে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়।

এই পৃথিবীতে যে সব মন্দ কাজ কল্পনা করা যায় তা দিয়ে তোমার মনকে ভরিও না। সব রকম সাধনার উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক জিনিসের ভেতর ভগবৎ দর্শনে মনকে শিক্ষা দেওয়া। এটাই হল খাঁটি সুবিন্যস্ত সাধনা। যা কিছুই তুমি কর তাই এই ভাবে কর।

পরিভাষার অভিধান

অদ্বৈত : যে মতবাদে ভগবান, মানুষ এবং জগতের চরম সত্য হল অভিন্ন।

অনন্তপুর : দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি শহর। শ্রীসত্য সাই কলা ও বিজ্ঞান মহিলা কলেজ এখানে অবস্থিত।

অর্জুন : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য—যাকে কৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে মানুষের অস্তিত্বের সত্য ব্যক্ত করেছিলেন। এই দিব্য ভাষণ ভগবদ্‌গীতা নামে প্রসিদ্ধ।

আশ্রম : আধ্যাত্মিক সাধকদের বাসস্থান।

আত্মা : একজনের অস্তিত্বের সবচেয়ে সূক্ষ্ম সত্তা। যা হল অব্যয়, অক্ষয়, নির্বিকার, কালাতীত।

আত্ম-শক্তি : আত্মার শক্তি।

অবতার : দেহীরূপে মূর্ত ঈশ্বর।

ভগবান : প্রভু, ঈশ্বর।

ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবা : যুগাবতার রূপে স্বীকৃত। সর্বব্যাপী দিব্য সত্তার অসীম মূর্ত প্রকাশ।

ভজন : ভক্তিমূলক গান।

ভক্ত : ভগবৎ প্রেম লাভই যার জীবনের মূল প্রচেষ্টা।

ভক্তি : ভগানের প্রতি ভক্তি। ভগবানের প্রতি প্রেম।

ব্যাঙ্গালোর : দক্ষিণ ভারতের একটি শহর। ছেলেদের শ্রী সত্য সাই কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য কলেজ থেকে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

বৃন্দাবন : ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে হোয়াইটফিল্ড শ্রী সত্য সাই বাবার বাসভবনের নাম।

ধর্ম : নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি পুণ্যকর্ম যার ভিত্তি হল সর্ব আনন্দময় এবং সর্ব প্রেমময় প্রভু যিনি সব কিছুর নির্যাস—তাঁর প্রতি প্রেম।

ধর্মক্ষেত্র : বম্বেতে শ্রী সত্য সাই বাবার ভক্তদের দ্বারা স্থাপিত সভাকক্ষ এবং তৎসংলগ্ন প্রান্তরের নাম।

দর্শন : পুণ্যবান লোকেদের সাক্ষাৎ দেখা, যার দ্বারা দর্শকরা তাঁর করুণা পান।

গোকুল : যমুনা নদী তীরে একটি গ্রাম—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনের প্রথম দিকে একটি বালক হিসেবে কাটিয়েছিলেন। যেখানে তাঁর দায়িত্ব ছিলো গ্রামের গাভীদের পরিচর্যা করা।

গোকুলম : পুট্টাপর্ত্তিতে ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবার পরিচালিত একটি দুগ্ধ কেন্দ্রের নাম।

গোপী : গোকুল গ্রামের মেয়েরা—যারা শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে উচ্চস্তরের ভক্ত।

গুণ : একজন জীবিত প্রাণীর সত্ব (শান্ত), রজঃ (ক্রিয়াশীল) ও তম (অজ্ঞান) —এই প্রাথমিক গুণগুলি।

গুরু : আধ্যাত্মিক শিক্ষক।

ইন্দ্র : দেবতাদের রাজা।

জপমালা : ১০৮টি পুঁতির মালা—যা জপের সময় ব্যবহার করা হয়—যার দ্বারা শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানের নামের পুনরাবৃত্তি করা হয়।

জীবন্মুক্তি : ভগবৎ উপলব্ধ মানুষ যার কাছে কেবলমাত্র ভগবৎ দর্শনই কার্য্যকরী। তাঁর নিজের দেহের সঙ্গে কোন রকম একাত্মতা নেই—যেমন ছিলেন জনক

সর্বোচ্চ জ্ঞান সম্পর্কে যাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

জ্যোতি : অগ্নি শিখার আলো ও আকার।

কল্পতরু বৃক্ষ : ইচ্ছাপূরক গাছ, যা সম্বন্ধে সাই অবতারের প্রথম জীবনের ভক্তদের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।

কর্ম : কাজ বা ক্রিয়া। এই নাম প্রতিক্রিয়াকেও দেওয়া হয় যা নিজের কর্মের জন্যে একজন ভোগ করে।

কোষ : দেহের ৫টি আবরণ বা কোষ।

লক্ষ্মণ : রামের ভাই।

লঙ্কা : সিংহল দ্বীপ, শ্রীলঙ্কা।

লীলা : ভগবানের আমোদ, ভগবানের খেলা।

মন্দির : প্রার্থনাকক্ষ।

মন্ত্রম বা মন্ত্র : শক্তিশালী বাক্যের পর্যায়ক্রম, সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায়। ফলপ্রাপ্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়।

মায়া : ভগবানের একটি ভাব। হতবুদ্ধি করবার শক্তি, যা অসত্যকে সত্য বলে প্রতিভাত করে এবং যা সত্য উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে।

ওম : আদি শব্দ, যার মাধ্যমে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন।

পরমাত্মা : বিশ্বজনীন সত্তা, ভগবান রূপে লক্ষিত আত্মা।

প্রাণায়াম : শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, যার কলা কৌশল কতকগুলি যোগ নিয়মানুবর্ত্তিতার মাধ্যমে শেখানো হয়েছে।

প্রশান্তি নিলয়ম : ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবার বাসস্থান। এটি ব্যাঙ্গালোরের উত্তরে পুট্টাপর্ত্তি গ্রামের পাশে।

প্রত্যাহার : একজনের অন্তর্চেতনার প্রত্যাহার।

পুট্টাপর্ত্তি : শ্রী সত্য সাই বাবার জন্মস্থান। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের একটি গ্রাম।

রাম : অবতার কৃষ্ণের পূর্ববর্ত্তী ভগবানের অবতার। যিনি আনন্দ দান করেন, যিনি হৃদয়ে অবস্থান করেন, যিনি শুদ্ধ আনন্দ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : বাংলাদেশের মহান সাধু (১৮৩৬—১৮৮৬)।

রাবণ : রাক্ষসরাজ, যে রামের জীবনসঙ্গিনী সীতাকে হরণ করেছিলো।

ঋষি : মহান সাধু যাঁর ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি রয়েছে।

সাধক : যিনি আধ্যাত্মিক নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুশীলন করেন।

সাধনা : আধ্যাত্মিক জীবন যা জীবনের প্রতিটি দিনে অভ্যাসিত হয়। বাক্য, চিন্তা এবং কর্ম, যা মায়া এবং প্রবঞ্চনা থেকে মন ও হৃদয়কে পবিত্র করে।

সাই : সকলের দিব্য মাতা।

সাইরাম : দিব্য সত্তা, যিনি প্রত্যেক হৃদয়ে শুদ্ধ আনন্দরূপে রয়েছেন। ভগবান শ্রীসত্য সাই বাবার উপর ভক্তেরা এই নাম আরোপ করেছেন। সত্য সাই আকার স্মরণ করে এই নাম অনবরত উচ্চারিত হয় অবিরাম সাধনার জন্যে।

সঙ্কল্প : ভগবানের প্রতিজ্ঞা, সঙ্কল্প বা ইচ্ছা।

সমাধি : একটি সূক্ষ্ম দৈবী স্তরের আনন্দ, যা অবিরাম আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা উপলব্ধ হয়।

সংসার : ইন্দ্রিয়গত বাহ্যিক অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়গত জগৎ মনকে অধিকার করে এবং কামনা বাসনা বর্ধিত করে এবং লোভী করে ও দুঃখ কষ্টের অনুভূতি জাগায়। জন্ম মৃত্যুর চক্র যার আরম্ভ নেই কিন্তু শেষ আছে।

সন্ন্যাসী : আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসু, যিনি জাগতিক বিষয়ে আসক্তি এবং সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন এবং অন্যদের থেকে আলাদা থাকেন। তিনি প্রায় ভ্রাম্যমান।

শাড়ী : ভারতের অধিকাংশ স্থানে মেয়েদের প্রচলিত পোশাক।

শাস্ত্র : ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলির এক শ্রেণীর নাম।

সত্ত্ব, রজ, তম : দেহীর তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য—মোটামুটি অনুবাদ করলে বোঝায় শান্তিপূর্ণ, কর্মঠ এবং ম্রিয়মাণ।

সিরডি সাই বাবা : সাই অবতার নিজেকে প্রকাশ করেন ত্রিমূর্ত্তি হিসেবে এবং এই তিনটি পৃথক জীবন দ্বারা, তাঁরা পরস্পর থেকে ভিন্ন ; সিরডি সাই বাবা (১৯৩৮ সালে দেহত্যাগ করেন) এবং প্রেম সাই (আবির্ভূত হবেন)।

সীতা : রামের জীবনসঙ্গিনী।

শিব : মহেশ্বরের মঙ্গলময় ভাব। দেবাদিদেব ভগবানের ত্রিমূর্ত্তির তৃতীয় রূপে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়)।

স্বামী : আধ্যাত্মিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকেদের সম্মানিত আখ্যা।

তপ : মানুষের দেহভাবকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন।

. **তেলেগু :** ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবার মাতৃভাষা। অন্ধ্র প্রদেশের প্রচলিত ভাষা।

উপনিষদ : ভারতীয় ধর্ম পুস্তকগুলির মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী।

বেদান্ত : বেদান্তে সুনির্দিষ্ট ভাবে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত বক্তব্যকে, বিশেষ করে, অদ্বৈত তত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বেদ : ভগবানের শ্বাস প্রশ্বাস, যা থেকে দৃশ্য জগতের অদৃশ্য ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ।

বৈদিক : যা বেদ থেকে পাওয়া যায় (এটি একটি বিশেষণ)।

বিবেকানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য।

যোগী : একজন আধ্যাত্মিক সাধক, যিনি এক বা একাধিক ঐতিহ্যগত বিশেষ মানসিক এবং শারীরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা ভগবানেব সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা করেন, যা যোগ নামে পরিচিত।

যুগ : চাবটি কাল, যার মধ্যে দিয়ে জীব পরিচালিত হয একটি বিশ্বচক্র সম্পূর্ণ তে।